ভূমিকা

সাহিত্যের মৌলিক অথবা অনুবাদ, কোন অঙ্গনেই আমার বিচরণ ছিল না এবং নেই। তবু আমি '৭২ সনের কোন এক সময় 'A Streetcar named Desire বইটির অনুবাদে প্রয়াসী হই, কেবলমাত্র একটি অসম্পূর্ণ জীবনের অনেক অপূর্ণ বাসনার মধ্যে একটি পূর্ণ করার মানসে। হয়তো দুঃসাহসী হয়েছি, কারণ মুনীর চৌধুরীর সাবলীল স্বচ্ছন্দ অনুবাদের পাশে নিজেকে দাঁড় করিয়েছি। তবে পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সাহিত্য সমঝদারদের কাছ থেকে আমি হয়তো বা কিছুটা স্নেহমিশ্রিত প্রশ্রয়ের প্রত্যাশী।

১৯৭১-এ যখন চতুর্দিকে মৃত্যুর বিভীষিকা তখন একটি জীবন নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিল শেক্‌সপীয়রের Othello, Romeo and Juliet, Much ado about nothing (অকারণ ডামাডোল), বার্ণার্ড শ'র Man and Superman (মানব বনাম অতিমানব) এবং টেনেসি উইলিয়ামস্‌-এর A Streetcar named Desire অনুবাদে। সে জীবন অকালে নির্বাপিত তাই সব ক'টি অনুবাদই অসম্পূর্ণ।

'গাড়ীর নাম বাসনাপুর' নামকরণ সহ প্রচ্ছদের পরিকল্পনা ও কারুকাজ মুনীর চৌধুরীর পাণ্ডুলিপি থেকে নেয়া, যে পাণ্ডুলিপি দেখে চমকে উঠতে হয়, এবং ভাবতে হয়, কেন দ্বিতীয় দৃশ্যের ৪৩ পৃষ্ঠা থেকে মুনীর চৌধুরী আর অনুবাদ করছেন না, কেন তাঁর হস্তাক্ষর পাল্টে গিয়ে লিলি চৌধুরীর হয়ে গেল !*

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : কবি হাবিবুর রহমান আমাকে উৎসাহিত করে-ছিলেন এবং তাঁরই আগ্রহে USIS অনুবাদটি গ্রহণ করেছিল ছাপবে বলে। কিন্তু কি যে সব হোলো, USIS-এর অনুবাদ বিভাগ বন্ধ হয়ে গেল, স্থান পরিবর্তনের সময় পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেল, পরে হাবিবুর রহমান পাণ্ডুলিপিটি উদ্ধার করে আমাকে ফিরিয়ে দিলেন, তারপর হঠাৎ করে তিনিই হারিয়ে

গেলেন। তাই বইটি আজ মুদ্রিত আকারে তাঁকে আর দেখানো গেলো না। দুঃখ রইলো।

তাঁর কাছে এবং USIS কর্তৃপক্ষের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী।

ধন্যবাদ জানাই মনিরুজ্জামানকে, গানগুলোর অনুবাদে সাহায্য করেছেন বলে আর জানাই নাসির চৌধুরীকে অনুলিপি প্রস্তুত করে দিয়েছেন বলে।

সবশেষে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি বাংলা একাডেমীর কর্তৃপক্ষকে, যাঁদের সানুগ্রহ আনুকূল্যে বইটি প্রকাশিত হোলো।

লিলি চৌধুরী

---

* অনুবাদ গ্রন্থের ৩২ পৃষ্ঠার শেষে ব্র্যাশের উক্তি, "ঈশ্বর জানেন তোমার মনের মধ্যে কি আছে" পর্যন্ত মুনীর চৌধুরী কর্তৃক অনূদিত।

চরিত্র :

ব্লাঁশ দ্যুবোয়া

স্টেলা দ্যুবোয়া

স্ট্যান্‌লি কোয়ালস্কি

হ্যারল্ড মিচেল (মিচ্‌)

ইউনিস হাবেল

স্টীভ হাবেল

পাবলো গঞ্জালেস

নিগ্রো রমণী

ডাক্তার

নার্স

তরুণ চাঁদা সংগ্রাহক

মেক্সিকান মহিলা

প্রথম দৃশ্য

নিউ অর্লিন্সের একটি রাস্তার মোড়ের ওপর একটি দোতলা বাড়ী। সামনের দিকটা দেখা যাচ্ছে। রাস্তার নাম ইলিজিয়্যান ফিল্ডস। রাস্তার একদিকে এল এ্যাণ্ড এন কোম্পানীর ট্রাম লাইন অন্যদিকে নদী। এরই মাঝ বরাবর দিয়ে রাস্তাটা চলে গেছে। দরিদ্র পাড়া। তবে অন্যান্য আমেরিকান শহরের এই জাতীয় এলাকা থেকে এর রূপ স্বতন্ত্র। ইতরজাতীয় হলেও ইলিজিয়্যান ফিল্ডের একটা নিজস্ব মোহকরী আকর্ষণ আছে। বাড়ীগুলোর কাঠামো সাদা রঙের, পুরোনো হওয়াতে এখন ধূসর বর্ণ ধারণ করেছে। কাঠের পাটাতনে গাঁথা খোলা সিঁড়ি, দোতলায় ঝুলন্ত বারান্দা, ত্রিভুজাকার ছাদের শীর্ষদেশে নক্শা করা কার্নিশ। এই বাড়ীতে দুটো পরিবার থাকে। একটি নিচে অন্যটি ওপরে। একই বিবর্ণ সিঁড়ি উভয়ের প্রবেশদ্বার ছুঁয়ে ওপরে উঠে গেছে।

মে মাসের সবে শুরু। পড়ন্ত বিকেলের হাল্কা অন্ধকার ছায়া ফেলেছে। ঝাপ্সা সাদা রঙের বাড়ীগুলোর পেছনে যতটুকু আকাশ দেখা যাচ্ছে তার রঙ নরম নীল, প্রায় নীলকান্ত মণির মত। সেই আলো যেন চারপাশে ছড়িয়ে দিয়েছে এক মদির মায়া, অনেকাংশে ঢেকে দিয়েছে পরিবেশের মালিন্যকে। এ রকম সময়ে প্রায় অনুভব করা যায় ধূসর নদীর উষ্ণ নিঃশ্বাস, আর তার সঙ্গে ভেসে আসা নদীর পাড়ের বড় বড় গুদামে বোঝাই করা কলা আর কফির গন্ধ। এই পরিবেশেরই একটা গাঢ়তর আবহ রচনা ক'রে মোড়ের কোন পান-শালার নিগ্রো সঙ্গীত-পিয়াসীরা গান গাইছে, বাজনা বাজাচ্ছে। নিউ অর্লিনসের এসব অঞ্চলে মোড়ে মোড়ে, কিংবা দু'এক বাড়ী পরপরই কোনো না কোনো ক্ষুদে পিয়ানোতে কারো মেটে রঙের আঙ্গুল মোহগ্রস্ত মত্ততায় অনবরত নেচে চলেছে। এখনকার জীবন যে ছন্দে চলে এই "ব্লু পিয়ানো" যেন তারই প্রকাশ।

খোলা আকাশের নীচে দু'জন রমণী সিঁড়ির ওপর বসে আছে। একজন সাদা অন্যজন কালো। শ্বেত রমণীর নাম ইউনিস। সে দোতলায় থাকে। কৃষ্ণ বর্ণা একজন প্রতিবেশী। নিউ অর্লিন্স পাঁচ মিশেলি শহর। সাদা-কালোর সম্পর্ক এখানে তুলনামূলকভাবে সৌহার্দ্যপূর্ণ এবং শহরের এই পুরোনো এলাকায় উভয় জাতের নাগরিকই একত্রে মিলেমিশে বাস করে।

ব্লু পিয়ানোর সঙ্গীত ছাপিয়ে রাস্তার লোকজনের কথাবার্তা শোনা যাবে।

দু'জন লোক মোড় ঘুরে সামনে এগিয়ে আসে। একজনের নাম স্ট্যানলি কোয়াল্স্কি অন্যজন মিচ্। দু'জনেরই বয়স আটাশ থেকে তিরিশের মধ্যে। উভয়ের পরণে কারখানার কর্মীদের ব্যবহার্য মোটা নীল কাপড়ের পারিপাট্যহীন পোশাক। স্ট্যানলির একহাতে ঝুলছে ওর বোলিং খেলার কোট, অন্য হাতে মাংসের দোকান থেকে আনা একটা লাল্চে প্যাকেট। দু'জনে এসে সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়ায়।]

স্ট্যানলি : (চীৎকার কোরে) বৌ, স্টেলা বৌ! স্টেলা!

[দোতলার সিঁড়ির মুখে এসে স্টেলা দাঁড়ায়। পাঁচিশ বছর বয়সের স্নিগ্ধ স্বভাব, মার্জিত-রুচি তন্বী। দেখেই বোঝা যায় যে সে ভিন্ন পরিবেশে প্রতিপালিত।]

স্টেলা : (মৃদু কণ্ঠে) ও রকম চীৎকার করে ডাকাডাকি কোরো না তো! মিচ্ কেমন আছো?

স্ট্যানলি : ফস্কে না যায় যেন। ধরো।

স্টেলা : কি ধরবো?

স্ট্যানলি : মাংস।

[ততক্ষণে স্ট্যানলি ঝাঁকুনি দিয়ে মাংসের প্যাকেট ওপর দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে। স্টেলা আর্তকণ্ঠে প্রতিবাদ জানাতে জানাতে কোনরকমে প্যাকেটটা ধরে ফেলে। কোন রকমে দম নিয়ে হাসতে থাকে। ওর স্বামী তার বন্ধুকে নিয়ে ততক্ষণে মোড়ের দিকে হাঁটতে শুরু করেছে।]

স্টেলা : (স্বামীকে পেছন থেকে ডাকে) স্ট্যানলি, কোথায় যাচ্ছ?

স্ট্যানলি : বোলিং খেলতে।

স্টেলা : আমি দেখতে আসতে পারি?

স্ট্যানলি : চলে এসো। [বেরিয়ে যায়]

স্টেলা : এক্ষুণি আসছি। (শ্বেত রমণীকে) কি খবর ইউনিস, ভাল আছ?

ইউনিস : আমি ভালই আছি। তবে স্টীভকে বলে দিও ও যেন আজ রাস্তার পাশ থেকে সস্তা স্যাণ্ডউইচ কিনে খেয়ে নেয়। বাড়ীতে কিছুই নেই।

[সবাই হেসে ওঠে। নিগ্রো রমণী হাসি আর থামাতে পারে না। স্টেলা বেরিয়ে যায়]

নিগ্রো রমণী : ও ওকে কিসের প্যাকেট ছুঁড়ে মারল ?

[আরো জোরে হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ায়]

ইউনিস : তুমি থামো দেখি এবার।

নিগ্রো রমণী : কি ধরতে বলল ?

[হাসি থামাতে পারে না। মোড় ঘুরে ব্যাগ হাতে প্রবেশ করে ব্লাঁশ। হাতের এক টুকরো কাগজ মনোযোগ দিয়ে দেখে তারপর মুখ তুলে বাড়ীটা দেখে। হতবাক হয়ে বারবার হাতের কাগজটা দেখে আর বাড়ীটার দিকে তাকায়। কিছুতেই নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না। গোটা পরিবেশের মধ্যে ব্লাঁশকেও খুব বেমানান মনে হচ্ছিল। সে সেজেছে খুব যত্ন নিয়ে। শ্বেতশুভ্র গাত্রাবাস, পল্লবিত বক্ষাবরণ। গলায় মুক্তোর মালা, কানে মুক্তোর দোলক। সাদা দস্তানা, সাদা টুপি। মনে হয় যেন ইনি কোন সৌখিন আবাসিক এলাকায় এসেছেন, কোন জমকালো উৎসব বা জলসায় যোগদানের জন্য। বয়স স্টেলার চেয়ে প্রায় পাঁচ বছর বেশি হবে। ব্লাঁশের রূপ বড় মৃদু এবং কোমল. সে রূপ স্বভাবতই প্রখর আলোর দাহন এড়িয়ে চলে। ওর সাদা পোশাক, ওর সশক্ত আচরণ বারবার পতঙ্গকে স্মরণ করিয়ে দেয়।]

ইউনিস : (আর থাকতে না পেরে) কি হয়েছে শ্রীমতী পথ হারিয়ে ফেলেছেন না কি ?

ব্লাঁশ : (একটা অসুস্থ আবেগে, কৌতুক মিশ্রিত করে) ওরা আমাকে বলে দিয়েছিল বাসনাপুর (ডিজায়ার) নামের গাড়ীতে চড়তে। তারপর সেটা বদলে নিঝুমগঞ্জের (সেমেটারীর) গাড়ী ধরতে। গুনে গুনে ছ'টা গলি পেরিয়ে বলেছিল ইন্দ্রগড়ে (ইলিজিয়্যান ফিল্ডে) নেমে পড়তে।

ইউনিস : তাই ত করেছেন।

ব্লাঁশ : এইটেই ইন্দ্রগড় ?

ইউনিস : এইটেকেই ইন্দ্রগড় বলে।

ব্লাঁশ : হয়ত ওরা বুঝতে ভুল করেছেন—আমি যে নম্বর খুঁজছিলাম সেটা হল—

ইউনিস : কত নম্বর বাড়ী খুঁজছিলেন ?

(ক্লান্ত দৃষ্টিতে ব্লাঁশ হাতের কাগজের টুকরো দেখে।)

ব্লাঁশ : ছ'শ বত্রিশ।

ইউনিস : তা'হলে আর খুঁজতে হবে না।

ব্লাঁশ : (এখনও বিশ্বাস করতে পারে না) আমি আমার বোনের খোঁজে এসেছিলাম। স্টেলা হ্যবোয়া। মানে এখন মিসেস স্ট্যানলি কোয়ালস্কি।

ইউনিস : অল্পের জন্য তাদের ধরতে পারেন নি। একটু আগে ওরা বেরিয়ে গেল।

ব্লাঁশ : এইটে কি, সত্যি সত্যি, ওর বাড়ী ?

ইউনিস : ও থাকে এক তলায়, আমি দোতলায়।

ব্লাঁশ : ওহ্ ? তা ওত বেরিয়ে গেছে তাই না ?

ইউনিস : বড় রাস্তার মোড়ে একটা বোলিং খেলার আখড়া লক্ষ্য করেননি ?

ব্লাঁশ : ঠিক মনে করতে পারছি না।

ইউনিস : ঐখানেই গিয়েছে। স্বামীর খেলা দেখছে। (একটু থেমে) স্যুটকেসটা এখানে রেখে ওর কাছে যেতে চান ?

ব্লাঁশ : না না তার দরকার নেই।

নিগ্রো রমণী : আমি যাবার সময় এত্তেলা দিয়ে যাব যে আপনি এসেছেন।

ব্লাঁশ : অনেক ধন্যবাদ।

নিগ্রো রমণী : চলি এবার। (চলে যাবে)

ইউনিস : আপনি যে আসবেন, ওকি জানত ?

ব্লাঁশ : না। মানে আজ রাতেই যে আসব তা জানত না।

ইউনিস : আপনি ভেতরে গিয়ে বসুন না কেন। ওরা যতক্ষণ না ফিরছে বিশ্রাম নিন।

ব্লাঁশ : তা কি করে হবে ?

ইউনিস : এ বাড়ী আমাদের। আমি আপনাকে ভেতরে নিয়ে যেতে পারি।

[ইউনিস উঠে গিয়ে একতলার দরজা খুলে দেয়। পর্দার ওপাশে মৃদু নীলাভ আলো জ্বলে ওঠে। ব্লাঁশ ইউনিসকে অনুসরণ করে

একতলার কোঠায় প্রবেশ করে। চারপাশের আলো ক্রমশঃ কমতে থাকে, ঘরের ভেতরের আলো উজ্জ্বলতর হয়।

খুব সুস্পষ্টরূপে না হলেও বোঝা যাবে যে ঘরের সংখ্যা দু'টো। যে অংশ দিয়ে প্রবেশ করতে হয়, সেটা মুখ্যতঃ রান্নার জায়গা, যদিও তাতে ভাঁজ করা যায় এই রকম একটা খাটও রয়েছে। ব্ল্যাঁশের জন্যই এই অতিরিক্ত খাটের ব্যবস্থা। এর পরের ঘরটি শোবার ঘর। এ ঘর থেকে বাথরুমে যাবার একটা সরু দরজা দেখা যাবে।]

ইউনিস : (ব্ল্যাঁশের মনের ভাব আঁচ করতে পেরে তাড়াতাড়ি করে বলে) জিনিসপত্র সব এলোমেলো হয়ে আছে বলে এরকম মনে হচ্ছে। সব কিছু যখন সাজানো গোছানো থাকে, দেখবেন, ঘর দুটো সত্যি চমৎকার।

ব্ল্যাঁশ : তাই নাকি।

ইউনিস : আমি তো তাই মনে করি। আপনিই তা'হলে স্টেলার বোন ?

ব্ল্যাঁশ : জ্বি। (একলা থাকতে চায়) ভেতরে যে ঢুকতে দিলেন সেজন্য অনেক ধন্যবাদ।

ইউনিস : ও কিছু না। স্টেলার কাছে আপনার কথা শুনেছি।

ব্ল্যাঁশ : কি শুনেছেন ?

ইউনিস : ওর কাছে শুনেছি আপনি নাকি কোন স্কুলে পড়ান।

ব্ল্যাঁশ : জ্বি।

ইউনিস : আর আপনি থাকেন মিসিসিপিতে। ঠিক বলেছি ?

ব্ল্যাঁশ : জ্বি।

ইউনিস : দেশে আপনাদের বিরাট জমিদারী। আমি আপনাদের দেশের বাড়ীর ছবিও দেখেছি।

ব্ল্যাঁশ : আমাদের বেল-রেভের (সুন্দর স্বপ্ন) ছবি ?

ইউনিস : কত বড় বিরাট বাড়ী। সারি সারি সাদা থাম।

ব্ল্যাঁশ : জ্বি।

ইউনিস : তা অত বড় বাড়ীর খরচ সামলানোও নিশ্চয়ই সহজ কথা নয়।

ব্লাঁশ : কিছু মনে করবেন না। আমি বড্ড পরিশ্রান্ত। মনে হচ্ছে যেন যে-কোন সময় পড়ে যাবো।

ইউনিস : সে ত বটেই। আপনি বিছানায় শুয়ে আরাম করুন না কেন?

ব্লাঁশ : আমি একটু একাও থাকতে চেয়েছি।

ইউনিস : (আহত হয়ে) ওহ্! আমি এতক্ষণ বুঝতে পারিনি। এক্ষুণি বিদায় নিচ্ছি।

ব্লাঁশ : দেখুন আমি ঠিক রূঢ় হতে চাইনি—

ইউনিস : আমি বোলিং খেলার আখড়ায় গিয়ে আপনার বোনকে একবার তাড়া দিয়ে আসবো।

[দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবে]

[ব্লাঁশ পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। কাঁধ সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে পড়েছে, দু'পা কঠিনভাবে জোড়াবদ্ধ, হাতের আঙ্গুল আঁট করে ধরে রেখেছে হাতের ব্যাগ। মনে হয় যেন ব্লাঁশ এখন ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে। ক্রমশঃ ওর চোখের ঝাপ্‌সা ভাবটা কেটে যায়। আস্তে আস্তে মুখ তুলে চারদিক দেখে। কোথায় যেন একটা বেড়াল খস্‌খস্‌ শব্দ করে। ব্লাঁশ চম্‌কে উঠে দম ধরে থাকে। হঠাৎ সে আধখোলা দেয়াল আলমারীর মধ্যে বিশেষ কোন দ্রব্য লক্ষ্য করে। লাফ দিয়ে উঠে সে ওটার দিকে এগিয়ে যায়। একটা হুইস্কির বোতল বার করে নেয়। আধ গ্লাস ঢেলে, এক চুমুকে শেষ করে। সাবধানে বোতলটা আবার আলমারীতে তুলে রাখে। কলের পানিতে গ্লাস ধুয়ে ফেলে। ঘুরে এসে আবার টেবিলের সামনের চেয়ারটায় বসে পড়ে।]

ব্লাঁশ : (আপন মনে অস্ফুট স্বরে) না, আমাকে শক্ত থাকতে হবে। ভেঙ্গে পড়লে চলবে না।

[স্টেলা বাড়ীর কোণ ঘুরে দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসে। নীচ তলার দরজার দিকে ছুটে যায়]

স্টেলা : (আনন্দে চীৎকার করে ডাকে) ব্লাঁশ!

[এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে পরস্পরকে দেখে। তারপর ব্লাঁশ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় এবং এক বুনো উল্লাসে চীৎকার করে স্টেলার দিকে ছুটে যায়।]

ব্লাঁশ : ওহ্ স্টেলা, স্টেলা! আমার শুকতারা স্টেলা!

[এক অস্বাভাবিক উচ্ছ্বাসের প্রবলতা নিয়ে ব্লাঁশ অনর্গল কথা বলতে থাকে। তার ভয়, পাছে দু'জনের যে কেউ একজন কথা বন্ধ করে ভাবতে শুরু করে। একটু পর পরই একজন অন্যজনকে জড়িয়ে ধরে।]

ব্লাঁশ : একবার তোকে ভাল করে দেখতে দে। কিন্তু খবরদার, না, না তুই এখন আমাকে দেখবি না। গোসল করে ঘুমিয়ে নি তারপর দেখিস! শিগ্‌গির ঐ বড় বাতিটা নিবিয়ে দে। নিবিয়ে দে বলছি! ঐ জ্বলজ্বলে ধারালো আলোতে আমার চেহারা আমি তোকে কিছুতেই দেখতে দেবো না। (হাসতে হাসতে স্টেলা বাতি নিবিয়ে দেয়) এবার আমার কাছে আয়। সোনা বোনটি আমার! স্টেলা! আমার শুকতারা! (জড়িয়ে ধরে) আমি কিন্তু ভাবিনি যে, তুই এইরকম একটা জঘন্য জায়গায় থাকিস! এই যা! কি বলতে কি বলে ফেললাম! আমি কিন্তু কথাটা ঐভাবে বলতে চাইনি। আমি ভাল কিছু বলতে চেয়েছিলাম—বলতে চেয়েছিলাম, জায়গাটা যোগাযোগের জন্য বেশ ভালই ; বলতে চেয়েছিলাম—মানে, হাহ্‌ হা হা, সোনামণি বোন আমার! তুই একটা কথাও বলছিস না কেন?

স্টেলা : তুমি সুযোগ দিলে কই? (স্টেলা হাসতে হাসতে বলে বটে কিন্তু ব্লাঁশকে লক্ষ্য করতে থাকে কিঞ্চিৎ উৎকণ্ঠা নিয়ে।)

ব্লাঁশ : বেশ, ঠিক আছে এবার তুই বল। তুই তোর ঐ সুন্দর মুখ খুলে কথা বলতে থাক, আমি ততক্ষণে একটু এদিক ওদিক তালাশ করে দেখি দু'এক ফোঁটা পানীয় খুঁজে বার করতে পারি কি না। এই ঘরের কোথায়ও না কোথায় নিশ্চয়ই কিছু মজুদ করা রয়েছে। জিনিসটা যে কোথায় থাকতে পারে এখনও আঁচ করতে পারছি না। এই যে! মনে হচ্ছে যেন দেখতে পাচ্ছি! দেখতে পাচ্ছি!

[দৌড়ে আলমারী খুলে বোতল বের করে। দ্রুত নিঃশ্বাস টেনে টেনে হাসতে থাকে এবং সর্বাঙ্গে কাঁপতে থাকে। বোতলটা হাত থেকে ফসকে পড়ে যাবার যোগাড় হয়]

স্টেলা : (সবই লক্ষ্য করে) ব্লাঁশ, তুমি শান্ত হয়ে বোসো। আমি ঢেলে দিচ্ছি। অবশ্য ঘরে কিছু আছে কিনা সঙ্গে মেশাবার মত বলতে

পারছি না। দেখি ফ্রিজে কোকের বোতল রয়েছে কিনা। তুমি বসে বসে দেখ। আমি ততক্ষণে—

ব্লাঁশ: না না, কোক মেশাবি না। আমার মনের আজ যা অবস্থা তাতে কোক মেশাবার কোনো দরকার নেই। ইয়ে, মানে ও,—সে, কোথায়?

স্টেলা: স্ট্যানলির কথা বলছ? বোলিং খেলতে গেছে। খেলাটা ওর খুবই পছন্দ। আজ নাকি কি একটা—এক বোতল সোডা পেয়েছি! একটা বড় রকমের খেলা আছে।

ব্লাঁশ: কিচ্ছু না। শুধু একটু পানি মিশিয়ে দে লক্ষ্মিটি, তারটা যেন সামান্য মজে যায়। তুই কিন্তু আমার সম্পর্কে উল্টোপাল্টা ভাবতে শুরু করিস না। আমি কোনো পাকাপোক্ত নেশাখোর হয়ে যাইনি। তবে আজ আমার ভেতরে সবকিছু এলোমেলো হয়ে গেছে। নিজেকে বড় ক্লান্ত আর উত্তপ্ত আর নোংরা মনে হচ্ছে। সব ঠিক হয়ে যাবে। তুই চুপ করে বসে তোর এই আস্তানার খবরাখবর আমাকে খুলে বল। এ রকম একটা যায়গায় এসে পড়লি কি করে?

স্টেলা: এ তুমি কি বলছ, ব্লাঁশ।

ব্লাঁশ: দেখ্ স্টেলা, আমি কিছুই রেখে-ঢেকে বলব না। যা বলার একেবারে স্পষ্ট করে সরাসরি বলছি। আমি আমার চরম দুঃস্বপ্নেও এরকম একটা যায়গার কথা ভাবতে পারিনি। একমাত্র পো! ভয়াবহ কল্পনার রাজা এডগার এ্যালান পো হয়ত এর একটা যোগ্য বর্ণনা করতে পারতেন। ঐ যে জানালা দিয়ে অরণ্য দেখা যাচ্ছে, ওটাই বোধ হয় অভিশপ্ত প্রেতাত্মাদের বিচরণ ক্ষেত্র!

স্টেলা: ভুল হল ব্লাঁশ। ওটা এল এ্যাণ্ড এন কোম্পানীর ট্রাম লাইন।

ব্লাঁশ: বেশ। আমিও ঠাট্টা রেখে তোকে ভালভাবেই জিজ্ঞেস করছি। তুই আমাকে আগে বলিসনি কেন? আমাকে লিখে জানালি না কেন? সব কথা আমাকে খুলে বলিসনি কেন?

স্টেলা: (ধীরে ধীরে নিজের জন্যও এক গ্লাস ঢেলে নেয়) তোমাকে কি বলিনি, ব্লাঁশ ?

ব্লাঁশ : এই যে তোকে এই রকম একটা অবস্থার মধ্যে বাস করতে হচ্ছে ?

স্টেলা: তুমি সবটাই একটু অতিরঞ্জিত করে দেখছ। আমি ত এটাকে এমন কিছু দুরবস্থা মনে করছি না। নিউ অর্লিন্‌স্ ঠিক অন্যান্য শহরের মত নয়।

ব্লাঁশ : এটা নিউ অর্লিন্‌সের কথা নয়। সে কথা হলে তুই হয়ত এরকমও বলতে পারতি যে—যাক, আমাকে মাফ করে দিস্। এ নিয়ে, আমি আর একটি কথাও বলব না। (ব্লাঁশ হঠাৎ কথা বন্ধ করে)

স্টেলা: (শুষ্ক কণ্ঠে) খুশী হলাম।

[কিছুক্ষণ নীরবতা। ব্লাঁশ স্টেলার দিকে তাকিয়ে থাকে। স্টেলা হাসে]

ব্লাঁশ : [ব্লাঁশ মাথা নিচু করে নিজের গ্লাসের দিকে তাকিয়ে থাকে। আঙ্গুলের ফাঁকে গ্লাসটা কাঁপছে]

এই পৃথিবীতে আপন বলতে তুই-ই শুধু আছিস অথচ মনে হচ্ছে সেই তুই আমাকে দেখে একটুও খুশী হস্‌নি।

স্টেলা: (খুব দরদ দিয়ে) তুমি নিশ্চয়ই জানো এ কথা সত্য নয়।

ব্লাঁশ : সত্য নয় ? আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে তুই বরাবরই চুপ্ করে থাকিস্, কথা বলতে চাস না।

স্টেলা: বেশী কথা বলার সুযোগ তুমি কোনদিনই আমাকে দাওনি। তোমার সামনে চুপ্‌চাপ বসে থাকা আমার অনেক দিনের অভ্যেস।

ব্লাঁশ : (অস্পষ্টভাবে) সে অভ্যেস ত ভাল......

(হঠাৎ বিষয় পাল্টে) কৈ তুই তো আমাকে জিজ্ঞেস করলি না, গরমের ছুটি আরম্ভ হবার আগে আমি স্কুল ছেড়ে চলে এলাম কি করে ?

স্টেলা: আমাকে বলার হলে, সে কথা তুমি নিজেই আমাকে বলবে। জিজ্ঞেস করতে হবে কেন ?

ব্লাঁশ : তুই কি ধরে নিয়েছিস যে আমার চাকরী গেছে ?

স্টেলা : না। তা কেন ? তবে মনে হয়েছিল, তুমি ইচ্ছে করেও চাকরী ছেড়ে দিতে পারো।

ব্লাঁশ : আমার জীবনের ওপর দিয়ে যা যা ঘটে গেল তাতে আমি ক্লান্তির চরম সীমায় এসে পৌঁছেছি। আমার স্নায়ুতন্ত্রী ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন।

[কাঁপা কাঁপা আঙ্গুলে সিগারেটে টোকা দিতে থাকে।]

এক সময় মনে হয়েছিল এই বুঝি পাগল হয়ে যাব ! সেইজন্যই ত মিঃ গ্রেভ্স্ আমাদের স্কুলের সুপারিনটেন্‌ডেন্ট,—উনি পরামর্শ দিলেন, আমি যেন ছুটি নিয়ে কোথাও গিয়ে কিছুদিন বেড়িয়ে আসি। টেলিগ্রামে অত কথা জানান সম্ভব ছিল না।

[তাড়াতাড়ি করে গ্লাসে চুমুক দেয়]

আহ্ ! কী আরাম লাগছে। তোর এ জিনিস ভেতরে গিয়ে সমস্ত শরীরে ঝঙ্কার তুলে দিয়েছে।

স্টেলা : আরেকটু ঢেলে দেব ?

ব্লাঁশ : না না। ঐ এক গ্লাসই আমার সীমানা।

স্টেলা : সত্যি বলছ ত ?

ব্লাঁশ : আমার চেহারা সম্পর্কে ত একটি কথাও বললি না।

স্টেলা : খুবই সুন্দর দেখাচ্ছে।

ব্লাঁশ : মিথ্যে বলে ভাল করেছিস। জানিস, দিনের আলোতে এমন বিধ্বস্ত চেহারা তুই জীবনে দেখিসনি। তুই কিন্তু একটু মোটা হয়েছিস। একটা মোটাসোটা হাঁসের মত হয়েছিস। আর সেজন্য তোকে দেখতে ভালই লাগছে।

স্টেলা : থাক্, আর বলতে হবে না।

ব্লাঁশ : ভাল লাগছে বলেই বলেছি, নইলে বল্‌তাম না। তবে কোমরের এখান থেকে একটু সাবধান হতে হবে। একবার উঠে দাঁড়া তো দেখি।

স্টেলা : এখন থাক।

ব্লাঁশ : যা বলছি শোন্। উঠে দাঁড়া। (স্টেলা অনিচ্ছাসত্ত্বেও কথা শোনে) ছন্নছাড়া মেয়ে! এই দেখ্ লেসের সুন্দর সাদা কলারটার ওপর কি সব যেন লাগিয়েছিস। আর তোর ঐ চুলের গোছা, তোর নিটোল মুখের সঙ্গে মিলিয়ে ওটাকেও একটু ছেঁটে নেয়া দরকার। স্টেলা তোর বাসায় কাজের মেয়েলোক নেই কেউ?

স্টেলা : কাজের মেয়েলোক দিয়ে কি হবে? দুটো মাত্র ঘর।

ব্লাঁশ : কি বললি? দুটো ঘর?

স্টেলা : (অপ্রস্তুত) হ্যাঁ। এইটে আর—

ব্লাঁশ : আর ঐটে, না? (ব্লাঁশ জোরে হেসে ওঠে। উভয়ে অপ্রস্তুত হয়। নীরবতা) কিছু মনে করিস না। আমি সামান্য আরেকটু খাবো। এই যাকে বলে ছিপি বন্ধ করার আগের দু'ফোঁটা। ব্যাস তারপর তুই বোতলটা অন্য কোথায়ও সরিয়ে নিয়ে যা। ইচ্ছে হলেও যেন আর খেতে না পারি। (উঠে দাঁড়ায়) এবার আমার শরীরটা একবার ভাল করে দেখ। (ঘুরিয়ে নিজেকে দেখায়) বুঝলি স্টেলা, দশ বছরে এক রত্তি ওজন বাড়তে দিইনি। যে গ্রীষ্মে তুই বেল রেভের বাড়ী ছেড়ে চলে গেলি, সেদিন আমার যা ওজন ছিল, আজও তাই আছে। সেই গ্রীষ্মেই বাবা মারা গেলেন, তুইও বাড়ী ত্যাগ করলি।

স্টেলা : (কিছু ক্লান্ত স্বরে) তোমাকে এত সুন্দর দেখাচ্ছে যে বিশ্বাস করা যায় না।

ব্লাঁশ : (দু'জনেই অস্বস্তির সঙ্গে হাসে) কিন্তু তোর যে মাত্র দু'টো ঘর। আমাকে কোথায় রাখবি ঠিক করেছিস?

স্টেলা : তুমি এখানেই থাকবে।

ব্লাঁশ : কি ধরনের বিছানা এটা? ঐ যেগুলো ভাঁজ করা যায়? (বিছানায় বসে)

স্টেলা : অসুবিধা হবে ?

ব্লাঁশ : (অস্পষ্টভাবে) কিছু না। চমৎকার বিছানা। বেশি নরম বিছানা আমি পছন্দও করি না। তবে দু'ঘরের মধ্যে ত কোন দরজা নেই, স্ট্যানলি—মানে, একটা চোখের পর্দাও ত আছে !

স্টেলা : ভুলে যাও কেন, স্ট্যানলিরা পোলিশ।

ব্লাঁশ : সে আমার মনে আছে। ওরা বুঝি অনেকটা আইরিশদের মত হয় ?

স্টেলা : অনেকটা।

ব্লাঁশ : তবে বোধ হয় অতটা অহঙ্কারী হয় না। (আগের বারের মতই দু'জনে আবার হেসে ওঠে) তোর নতুন কলাবতী বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করার জন্য কিছু ভাল জামাকাপড় সঙ্গে এনেছি।

স্টেলা : দেখা হলে ওদেরকে আর কলাবতী বলবে না।

ব্লাঁশ : কেন, ওরা কি রকম ?

স্টেলা : সব স্ট্যানলির বন্ধুবান্ধব।

ব্লাঁশ : সব পোলাক ?

স্টেলা : অন্য রকমও আছে।

ব্লাঁশ : পাঁচমিশেলী জাত বুঝি ?

স্টেলা : ঠিকই ধরেছ। তোমার ভাষায় একেকজন একেক জাতের।

ব্লাঁশ : সে যাক্‌গে, আমি সুন্দর পোশাক এনেছি, সুন্দর পোশাক পরব। তুই হয়ত আশা করে আছিস যে এক সময়ে আমি বলব যে, আমি কোনো হোটেলে গিয়ে থাকব। কিন্তু তা হচ্ছে না। আমি হোটেলে থাকছি না। আমি তোর কাছে থাকতে চাই। আমি কারো কাছে থাকতে চাই। আমি কিছুতেই একা থাকতে পারব না। তুই নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝতে পেরেছিস যে আমি খুব সুস্থ নই...

[গলার স্বর প্রায় বন্ধ হয়ে আসে, চোখে মুখে কেমন একটা আতঙ্কিত ভাব ফুটে ওঠে]।

স্টেলা : তুমি বেশি অস্থির হয়ে পড়েছ। হয়ত তোমার কিছু হয়েছে, হয়ত বা মনের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়েছে।

ব্লাঁশ : স্ট্যানলি আমাকে পছন্দ করবে ত ? নাকি বৌএর বড় বোন বলে আত্মীয়তা রক্ষা করে চলবে ? আমি কিন্তু তা সহ্য করতে পারব না।

স্টেলা : তোমাদের দু'জনের মধ্যে ভাব হয়ে যাবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে তোমাকে একটু চেষ্টা করতে হবে যেন, যখন তখন, আমাদের বেল-রেভের বন্ধুদের সঙ্গে ওর তুলনা না করো।

ব্লাঁশ : কেন ? ওকি একেবারে অন্যরকম নাকি ?

স্টেলা : অন্যরকম। একেবারে অন্য জাতের।

ব্লাঁশ : তার মানে ? ও কি রকম শুনি ?

স্টেলা : যাকে ভালবাসি তাকে বর্ণনা করব কি করে ? এই ধরো, ওর ছবি দেখো !

[ব্লাঁশের হাতে একটা ফটো তুলে দেয়।]

ব্লাঁশ : সেনাবাহিনীর অফিসার নাকি ?

স্টেলা : ইঞ্জিনিয়ার্স কোরের, মাস্টার সার্জেণ্ট। বুকের পদকগুলো ওর কৃতিত্বের নিদর্শন।

ব্লাঁশ : তোর সঙ্গে যখন প্রথম দেখা হয় তখন ওগুলো সব বুকের ওপর লাগানো ছিল ?

স্টেলা : শুধু মেডেলের ঝক্‌মকি দেখেই ভুলেছি এমন কথা ভেবো না।

ব্লাঁশ : আমি ঠিক তা বলতে—

স্টেলা : অবশ্য পরে আমাকে অনেক কিছুর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়েছে।

ব্লাঁশ : যেমন, ওর বেসামরিক পটভূমির সঙ্গে, তাই না ? (স্টেলা অনিশ্চিত ভাবে হাসে) আমার এখানে আসার কথা শুনে ও কিছু বলল ?

স্টেলা : স্ট্যানলি এখনও কিছু জানে না।

ব্লাঁশ : (আতঙ্কিত) তুই ওকে বলিস নি ?

স্টেলা : ওকে প্রায়ই বাইরে যেতে হয়।

ব্লাঁশ : ওহ্ ! অনেক যায়গায় যেতে হয় ?

স্টেলা : হ্যাঁ।

ব্লাঁশ : ভাল। এতে তোর কোন—

স্টেলা : খুবই কষ্ট হয়। এক রাতের জন্যও যখন বাইরে যায়—

ব্লাঁশ : বলিস কি স্টেলা ?

স্টেলা : আর যখন হপ্তাখানেকের জন্য যায়, মনে হয় পাগল হয়ে যাব।

ব্লাঁশ : আশ্চর্য !

স্টেলা : তারপর ও যখন ফিরে আসে তখন ওর কোলের উপর উপুড় হয়ে পড়ে বাচ্চা মেয়ের মত কাঁদি।

[নিজের মনে হাসে।]

ব্লাঁশ : একেই বোধ হয় সত্যিকারের ভালবাসা বলে। (হাসিতে উদ্ভাসিত মুখে স্টেলা ঘুরে তাকায়) স্টেলা—

স্টেলা : কি বলবে, বলো।

ব্লাঁশ : আমি তোমাকে যেসব প্রশ্ন করতে পারি বলে তুমি মনে করেছিলে, তার একটাও আমি তোমাকে করিনি। অতএব এবার আমি তোমাকে যেসব কথা শোনাতে চাই, আশা করি সেগুলো বুঝতে ভুল করবে না।

স্টেলা : কথাগুলো বলো। (মুখে চোখে উৎকণ্ঠা ফুটে ওঠে)

ব্লাঁশ : বলছি স্টেলা। তুমি হয়ত আমাকে অনেক মন্দ কথা শোনাবে। তবু তার আগে একথা তোমার ভুলে গেলে চলবে না-যে তুমি আমাদের ছেড়ে চলে এসেছিলে। আমি রয়ে গিয়েছিলাম। একা সব কিছুর বিরুদ্ধে লড়েছি। তুমি নিউ অর্লিনস্ চলে এসে নিজের ভাল-মন্দের তদারক করেছ। আর আমি বেল-রেভে পড়ে থেকে একা সব কিছু ধরে রাখতে চেষ্টা করেছি। কারো বিরুদ্ধে কোন নালিশ করবার উদ্দেশ্যে আমি এগুলো বলছি না। আমি শুধু এটেই বোঝাতে চাইছি যে, সব ঝুঁকি একা আমার কাঁধে এসে পড়েছিল।

স্টেলা : আমার নিজের ঝুঁকি আমি আমার নিজের কাঁধে নিয়ে নিয়েছিলাম, ব্লাঁশ। এর বেশি আমি আর কি করতে পারতাম ! (উত্তেজনায় ব্লাঁশ কাঁপতে থাকে।)

ব্লাঁশ : সে আমি জানি। ভাল করে জানি। তবু একথা সত্য যে, তুই বেল রেভ পরিত্যাগ করেছিলি, আমি নই। আমি তার জন্য লড়েছি, রক্ত দিয়েছি, আর একটু হলে হয়ত প্রাণও দিতাম।

স্টেলা : অত উত্তেজিত না হয়ে, কি হয়েছে তাই বল। যুঝেছ, রক্ত দিয়েছ, এসব কথা কেন বলছ। তুমি কি করেছ না বললে—

ব্লাঁশ : আমি জানতাম তুই একথা বলবি। জানতাম যে এরকম করেই কথা বলবি।

স্টেলা : দোহাই তোমার কি হয়েছে খুলে বল।

ব্লাঁশ : (ধীরে ধীরে) হারিয়েছি। সর্বস্ব হারিয়েছি।

স্টেলা : বেল-রেভ আর নেই ? হারিয়েছি ? তা হতে পারে না।

ব্লাঁশ : তাই হয়েছে স্টেলা।

[হলদে ছক আঁকা লিনোলিয়াম টেবিলের ওপর দিয়ে ওরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে। ব্লাঁশ ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে এবং স্টেলা ধীরে ধীরে মাথা নিচু ক'রে টেবিলের ওপর জোড়া করে রাখা নিজের হাত দেখতে থাকে। বাইরে ব্লু-পিয়ানোর গীত ধ্বনি প্রবলতর হয়। ব্লাঁশ হাতের রুমাল তুলে নিজের কপাল স্পর্শ করে]

স্টেলা : হারালাম কি করে ? কি হয়েছিল ?

ব্লাঁশ : (লাফিয়ে উঠে), কোন্ অধিকারে তুই আজ সে কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করছিস ?

স্টেলা : ব্লাঁশ !

ব্লাঁশ : তুই আমাকে জেরা করার কে ?

স্টেলা : ব্লাঁশ !

ব্লাঁশ : সব, সব আঘাত আমার মুখের ওপর পড়েছে ! আমি বুক পেতে নিয়েছি ! একজনের পর একজন মৃত্যুবরণ করেছে। আমার চোখের সামনে দিয়ে সবাই সার বেঁধে কবরে ঢুকেছে। প্রথমে বাবা তারপর মা। তারপর মার্গারেটের সেই বীভৎস মৃত্যু। এত বেশী ফুলে উঠেছিল যে কফিনে ঢোকান সম্ভব হয়নি। আবর্জনার মত

পুড়িয়ে ফেলতে হয়েছিল। তুই এসে যোগ দিয়েছিস শব যাত্রায়। মৃত্যুর তুলনায় শবযাত্রা অনেক শোভন। শবযাত্রা শান্ত, শব্দহীন। কিন্তু মৃত্যু সব সময়ে সে রকম হয় না। কখনও নিঃশ্বাস টানে হাঁপরের মত, কখনও ঘড়ঘড় করে শব্দ করে। কখনও আঁকড়ে ধরে চীৎকার করতে থাকে "আমাকে ধরে রাখ, আমাকে ধরে রাখ।" এমনকি একেবারে বুড়ো মানুষও বলতে থাকে 'আমাকে ধরে রাখ, ধরে রাখ।' যেন ইচ্ছে করলেই কাউকে ধরে রাখা যায়। কিন্তু শবযাত্রা অন্যরকম। কত শান্ত, কত অজস্র ফুল! আর কী সুন্দর সুন্দর বাক্সবন্দী করে ওদের সাজিয়ে আনে। যদি কোনদিন তাদের বিছানার পাশে থাকতি, আর চীৎকার শুনতি 'আমাকে ধরে রাখ্, ধরে রাখ্' তাহলে বুঝতি রক্তক্ষরণে, শ্বাস বন্ধ হয়ে আসায় কত কষ্ট! স্বপ্নে নয়, স্বচক্ষে সব দেখেছি! কাছের থেকে দেখেছি। আর আজ তুই ঐখানে চুপ করে বসে থেকে চোখের দৃষ্টি দিয়ে আমাকে জানিয়ে দিচ্ছিস যে আমিই বেলরেভ হাত-ছাড়া হতে দিয়েছি। এই যে এত লোকের অসুখ হল, মরল, এ সবের খরচপাতির যোগাড় কি করে হল সে কথা বলতে পারিস? স্টেলারাণী, মরণেও অনেক খরচ? মার্গারেটের পরপরই বুড়ী কাজিন জেসীও মরল। সোজা কথায়, যম ব্যাটা এসে আমাদের দোরগোড়ায়ই তার আস্তানা গাড়ল। বেল-রেভকে বানাল তার ঘাঁটি। বিশ্বেস কর বোন, বেলরেভ সহজে আমার আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে গলিয়ে যায়নি। মরবার সময় এক কণা সম্পদও কেউ রেখে যায়নি। এক পয়সা ইনস্যুরেন্স পর্যন্ত কারও ছিল না। বেচারী জেসী কিছু রেখে গিয়েছিল। একশ' ডলার, ওর কবরের খরচ মেটাবার জন্য। ব্যাস আর কেউ কিচ্ছু রেখে যায়নি স্টেলা। আর আমার নিজের সম্বল, আমার স্কুলের সামান্য বেতন। এবার বল্ আমাকে কি বলবি! এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে

থেকে এখনও বলতে থাকে যে বেলরেভ খোয়াবার জন্য আমি, আমিই দায়ী। আর, তুই, তুই কোথায় ছিলি তখন? তোর ঐ পোলাকের সঙ্গে, বিছানার মধ্যে!

স্টেলা: (লাফিয়ে ওঠে) ব্লাঁশ, চুপ করো। অনেক বলেছ! (অন্য দিকে চলে যায়।)

ব্লাঁশ: কোথায় যাচ্ছো?

স্টেলা: বাথরুমে। মুখটা ধুয়ে আসব।

ব্লাঁশ: স্টেলা, তুই কাঁদছিস?

স্টেলা: তুমি অবাক হচ্ছ?

ব্লাঁশ: আমাকে মাফ করে দে বোন। সত্যি আমি কিন্তু অত কথা বলতে চাইনি।

[পুরুষ মানুষদের গলা শোনা যাবে। স্টেলা বাথরুমে ঢ্ুকে দরজা টেনে দেয়। যারা কথা বলছিল তারা হয়ত এখুনি ঘরে প্রবেশ করবে। ব্লাঁশ বুঝতে পারে যে, স্ট্যানলিও নিশ্চয়ই ফিরে এসেছে। ব্লাঁশ বাথরুমের দরজার কাছ থেকে অনিশ্চিতভাবে ড্রেসিং টেবিলের কাছে সরে আসে। সভয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে। স্ট্যানলি প্রবেশ করে। সঙ্গে স্টীভ ও মিচ্। স্ট্যানলি নিজের ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। স্টীভ্ ওপরে ওঠার ঘোরান সিঁড়ির গোড়ায়। মিচ্ একটু ওপরে, ওদের ডান দিকে, চলে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে। ঘরে, সামনে থেকে ওদের কথা ভেসে আসে।]

স্ট্যানলি: ঐ রকম করে পেল নাকি?

স্টীভ: নিশ্চয়ই ঐ রকম করে পেয়েছে। ছ'নম্বর টিকিটে ও বুড়ো আকাশ-পক্ষী পাকড়ে তিন 'শ ডলার বানিয়ে নিল।

মিচ্: ওকে আর ওসব কথা শুনিও না। বিশ্বাস করে ফেলবে।

[মিচ্ চলে যেতে উদ্যত হয়]

স্ট্যানলি: (মিচ্‌কে আটকে রাখতে চেষ্টা করে)
একটু অপেক্ষা কর মিচ্।

[ওদের কথাবার্তার সাড়া পেয়ে ব্লাঁশ শোবার ঘরে সরে আসে। ড্রেসিং টেবিল থেকে স্ট্যানলির ছবিটা একবার হাতে তুলে দেখে, তারপর রেখে দেয়। স্ট্যানলি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে ব্লাঁশ, দ্রুত নিজেকে বিছানার মাথার কাছের পর্দার আড়ালে সরিয়ে নেয়।]

স্টীভ : (স্ট্যানলি এবং মিচ্‌কে)

কালকে পোকার খেলা হচ্ছে তো ?

স্ট্যানলি: নিশ্চয়ই হবে, তবে মিচের ওখানে।

মিচ্ : (এ কথা শুনে মিচ্ ঘুরে সিঁড়ির রেলিং-এর পাশে আসে।)

না, না। আমার ওখানে নয়। আমার মা এখনও অসুস্থ।

স্ট্যানলি : ঠিক আছে। আমার ঘরেই হবে। তবে (প্রস্থানোদ্যত মিচ্‌কে) বিয়ারের ব্যবস্থা তুমি করবে।

[মিচ্ না শোনার ভান করে এবং সবাইকে শুভরাত্রি জানিয়ে গুন্ গুন্ করতে করতে চলে যায়।]

[ওপর থেকে ইউনিসের গলা শোনা যায়]

ইউনিস : জলসা খতম করো এবার। আর শুনে রাখো। এক প্লেট স্প্যাগেটি বানিয়ে সেটা আমি নিজেই খেয়ে নিয়েছি।

স্টীভ : (সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে) তোমাকে ত ফোন করে জানিয়েছিলাম যে আমরা খেলছি, ফিরতে একটু দেরী হতে পারে। (নীচের তলার পুরুষ সঙ্গীদের) জ্যাকস্, বিয়ার আনবে কিন্তু।

ইউনিস : মিছে কথা। তুমি কাউকে ফোন করোনি।

স্টীভ : সকাল বেলা চায়ের টেবিলে বলেছি। দুপুরবেলা খাবার সময়েও তোমাকে টেলিফোনে বলেছি।

ইউনিস : রেখে দাও ওসব কথা। দিনমানে এক আধবার বাড়ীতে ফিরে এস ত !

স্টীভ : কি বলতে চাও তুমি। তোমাকে কিছু জানাতে হলে সেটা খবরের কাগজে ছাপিয়ে দিতে হবে নাকি ?

[পুরুষ বন্ধুরা সশব্দে হেসে উঠে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেয়। রান্নাঘরের ভারী পর্দা সরিয়ে স্ট্যানলি ঘরে প্রবেশ করে। মাঝারী

রকমের লম্বা। উচ্চতা পাঁচফুট আট কি ন' ইঞ্চি হবে। আঁটসাঁট পেশল শরীর। ওর প্রতিটি আচরণে অভিব্যক্তিতে রয়েছে একটা আদিম আনন্দময় প্রাণবন্ততা। যৌবনে প্রবেশের প্রথম দিন থেকেই ওর জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল নারীসঙ্গ থেকে আনন্দ লাভ করা। তাকে সবলে গ্রহণ করা এবং দান করা। কোন রকম স্বভাবজ দুর্বলতায় কাতর কিম্বা কোন মোহে আবিষ্ট হয়ে নয়, সে নারীর কাছে এগিয়ে যায়, ঝুঁটিওয়ালা মোরগ যেমন নিজের শক্তিমত্তার দর্প নিয়ে মুরগীর পালের মধ্যে প্রবেশ করে তেমনি ক'রে। সত্তার এই পরিপূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত কেন্দ্র থেকেই ওর জীবনের অন্যান্য শাখা প্রশাখার বিস্তার। পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে ওর সৌহার্দ্যের প্রবলতা, মোটা রসিকতায় ওর উৎসাহ, ভাল পানীয়, খেলা বা খাবারে ওর আগ্রহ, নিজের গাড়ী, নিজের রেডিও সব কিছুই যেন ওর বীর্যবন্ত পৌরুষেরই প্রকাশ। মেয়ে মানুষকে সে একনজরে মেপে নেয়। ওর মাপকাঠি যৌন বিচারমূলক। মুহূর্তের মধ্যে ওর মনে তার বিভিন্ন নগ্ন চিত্রকল্প ভেসে ওঠে এবং ওর ঠোঁটের হাসিকে নিয়ন্ত্রিত করে দেয়।]

ব্লাঁশ: (স্ট্যানলির দৃষ্টির সামনে নিজের অজান্তেই ব্লাঁশ সঙ্কুচিত হয়ে আসে)

আপনি নিশ্চয়ই স্ট্যানলি। আমি ব্লাঁশ।

স্ট্যানলি: স্টেলার বোন?

ব্লাঁশ: হ্যাঁ।

স্ট্যানলি: ভালো। তা ঐ কচি বৌটা গেল কোথায়?

ব্লাঁশ: বাথরুমে।

স্ট্যানলি: ওহ্। আপনি যে আসছেন জানতাম না।

ব্লাঁশ: মানে, আমি—

স্ট্যানলি: এখন কোত্থেকে এলেন?

ব্লাঁশ: আমি—লরেলে থাকি।

[স্ট্যানলি আলমারী খুলে হুইস্কির বোতল বার করে]

স্ট্যানলি: কোথায় বললেন? লরেলে? হ্যাঁ লরেলই ত। আমি চিনি।

অবশ্য আমার কাজের এলাকার মধ্যে পড়ে না। গরমের দিনে পানীয় দেখছি তাড়াতাড়ি খরচ হয়ে যায়।
(বোতলটা আলোতে তুলে ধরে খরচের পরিমাণ পরীক্ষা করে)
দেব এক গ্লাস ?

ব্লাঁশ : না, থাক। ও জিনিস আমি কদাচিৎ ছুঁই।

স্ট্যানলি : অনেকে নিজেরা কমই ছোঁয়, কিন্তু জিনিসটা ওদের প্রায়ই ছুঁয়ে থাকে।

ব্লাঁশ : (অনিশ্চিতভাবে হাসে) হা হা !

স্ট্যানলি : জামাকাপড় গায়ের সঙ্গে একেবারে সেঁটে গেছে। যদি কিছু মনে না করেন একটু আরাম করে বসি।

[বলতে বলতে জামা খুলতে থাকে]

ব্লাঁশ : নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই।

স্ট্যানলি : আমার নীতিই হ'ল সব সময়ে আরামে থাকবে।

ব্লাঁশ : আমার নীতিও তাই। তাছাড়া বেশিক্ষণ ছিম্‌ছাম থাকাও যায় না। এই দেখুন না কতক্ষণ হয়েছে একবারও হাতমুখ ধুইনি। মুখে একটুও পাউডার বুলোই নি। অথচ আপনি এসে পড়লেন।

স্ট্যানলি : ভেজা কাপড়জামা বেশিক্ষণ গায়ে রাখলে সর্দি কাশি হয়ে যায়। বিশেষ করে বোলিং খেলার পর শরীর যখন খুব গরম হয়ে থাকে। আপনি বুঝি স্কুলে শিক্ষকতা করেন ?

ব্লাঁশ : হ্যাঁ।

স্ট্যানলি : কি পড়ান ?

ব্লাঁশ : ইংরেজী।

স্ট্যানলি : স্কুলে ইংরেজীটা কখনও ভাল পারতাম না। তা এখানে কত-দিন থাকবেন মনে করছেন ?

ব্লাঁশ : এখনও ঠিক করিনি।

স্ট্যানলি : আমাদের সঙ্গেই থাকবেন ত ?

ব্লাঁশ : সেই রকমই ভেবেছি। অবশ্য আপনাদের যদি কোনো অসুবিধ না হয়।

স্ট্যানলি : হবে না। ভাল।

ব্লাঁশ : আমি পথশ্রমে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ি।

স্ট্যানলি : এখন আরাম করুন।

[জানালার কাছে একটা বেড়াল শব্দ করে। ব্লাঁশ চম্‌কে লাফিয়ে ওঠে]

ব্লাঁশ : কিসের শব্দ হল ?

স্ট্যানলি : বেড়াল। হেই—স্টেলা !

স্টেলা : (বাথরুমের ভেতর থেকে মৃদু কণ্ঠে) আসছি স্ট্যানলি।

স্ট্যানলি : এত দেরী হচ্ছে কেন ? ভিতরে পড়ে গেছ নাকি ? (ব্লাঁশের দিকে তাকিয়ে দাঁত বার করে হাসে। ব্লাঁশ ও পাল্টা হাসতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। নীরবতা)। আমার আশঙ্কা আপনি বোধ হয় আমাকে খুবই স্থূল প্রকৃতির লোক বলে মনে করে-ছেন। স্টেলার কাছে আপনার কথা অনেক শুনেছি। আপনার একবার বিয়ে হয়েছিল না ?

[দূরের পোল্কা সঙ্গীত জোরে বাজতে থাকে ; তার রেশ ভেসে আসে ঘরের মধ্যে।]

ব্লাঁশ : হ্যাঁ। আমার তখন বেশি বয়স নয়।

স্ট্যানলি : কি হয়েছিল ?

ব্লাঁশ : ছেলেটি—ছেলেটি মারা যায়। (শরীর বিছানার ওপর নেতিয়ে পড়তে চায়)। আমার শরীরটা খুবই খারাপ লাগছে।

[ব্লাঁশ নিজের মাথা বাহুর উপর চেপে ধরে]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[পরের দিন বিকেল বেলা। সময় সন্ধ্যে ছ'টা। ব্লাঁশ গোসল করছে। স্টেলার প্রসাধন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ব্লাঁশের ফুল পাতা নক্সার পোশাক স্টেলার বিছানার ওপর ছড়ানো।

স্ট্যানলি বাইরে থেকে আসে। রান্নাঘরের দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করে। দরজা খোলাই থাকে। ঘরের মধ্যে ভেসে আসে বড় রাস্তার মোড়ে অনবরত বাজতে থাকা ব্লু পিয়ানোর সঙ্গীতের রেশ।]

স্ট্যানলি : এত ঘটা করে সং সাজছো কেন ?

স্টেলা : স্ট্যান এসেছো ?

(লাফিয়ে উঠে স্বামীকে চুমু খায়। স্ট্যান রাজকীয় নির্বিকারত্বের সঙ্গে তা গ্রহণ করে) আমি ব্লাঁশকে গালাটোয়ারে নিয়ে যাচ্ছি। সেখানে রাতের খাবার সেরে নিয়ে একটা কোন সিনেমা দেখতে যাবো। এসব করব। কারণ, এখানে আজ রাতে তোমাদের পোকারের আড্ডা বসছে।

স্টেলা : আমার খাবারের কি ব্যবস্থা হবে ? আমি তো আর গালাটোয়ারে যাচ্ছি না।

স্টেলা : তোমার জন্য এক প্রস্থ ঠাণ্ডা খাবার বরফের ওপর জমিয়ে রেখেছি।

স্ট্যানলি : শাহী ব্যবস্থা করে রেখেছ বলতে হবে।

স্টেলা : যতক্ষণ তোমাদের জলসা চলবে আমি ব্লাঁশকে নিয়ে বাইরে থাকব। তোমাদের আড্ডা ও ঠিক পছন্দ করবে কি না জানি না। হাতে সময় থাকলে পরে কোয়ার্টারের কোন ছোটখাটো যায়গাতেও যেতে পারি। বেশি কথা না বলে এবার কিছু টাকা বার করে দাও।

স্ট্যানলি : ব্লাঁশ কোথায় ?

স্টেলা : টব ভর্তি গরম পানিতে শরীর ডুবিয়ে রেখে স্নায়ু শীতল করছে। ও একটা ভয়ঙ্কর বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যে আছে।

স্ট্যানলি : কেন ?

স্টেলা : ওর বড় দুঃসময় গেছে !

স্ট্যানলি : তাই নাকি ?

স্টেলা : স্ট্যান, কি বলব তোমাকে। আমাদের বেলরেভ আর নেই।

স্ট্যানলি : তোমাদের দেশের বাড়ী ?

স্টেলা : হ্যাঁ।

স্ট্যানলি : হারালে কি করে ?

স্টেলা : (অস্পষ্টভাবে) হারাতে হয়েছে। মানে ত্যাগ করতে হয়েছে, ছেড়ে দিতে হয়েছে। এই রকমই একটা কিছু। (স্টেলা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। স্ট্যানলি ভাবে। স্টেলা পোশাক বদলাতে থাকে।) স্ট্যান, ব্লাঁশ যখন বেরুবে ওর চেহারার প্রশংসা করে কিছু বলতে ভুলে যেও না। আর শোন, আমি যে মা হতে যাচ্ছি সে সম্পর্কে এখনই কিছু বোলো না। আমি কিছুই প্রকাশ করিনি। অপেক্ষা করছি, ওর মনটা আরেকটু শান্ত হোক। তখন বলব।

স্ট্যানলি : (গম্ভীর) বেশ ত !

স্টেলা : স্ট্যান, তুমি ব্লাঁশকে বুঝতে চেষ্টা কোরো। ওর সঙ্গে একটু ভাল ব্যবহার কোরো।

ব্লাঁশ : (বাথরুম থেকে গুন্‌গুন্ করে)

"আকাশী নীল হ্রদের দেশের
এ কোন্ মেয়ে বন্দিনী !"

স্টেলা : ব্লাঁশ ভাবেনি যে আমরা এত ছোট বাড়ীতে আছি। ওর কাছে চিঠিপত্রে আমি অনেক কিছুই রং চড়িয়ে লিখতাম।

স্ট্যানলি : তাই নাকি ?

স্টেলা : ওর পোশাকেরও প্রশংসা করবে। বলবে যে, চমৎকার মানিয়েছে। এ ওর এক দুর্বলতা। ওর জন্য এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

স্ট্যানলি : হুম্। বুঝতে পেরেছি! এবার একটু পেছনে টপকে গিয়ে তোমাদের দেশের বাড়ী হাতছাড়া হবার প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক।

স্টেলা : ওহ্। বলো।

স্ট্যানলি : কি হয়েছে জানতে চাই। আমি চাই যে একটু বিস্তৃতভাকে সব কথা আমাকে বলো।

স্টেলা : ব্লাঁশ সম্পূর্ণ শান্ত অবস্থায় ফিরে না আসা পর্যন্ত এসব কথা নিয়ে আমি বেশী আলোচনা করতে চাই না।

স্ট্যানলি : এইটেই তা হলে ঠিক করে নিয়েছ? সম্পত্তি সংক্রান্ত খুঁটিনাটি নিয়ে ভগিনী ব্লাঁশকে এখন উত্যক্ত করা চলবে না!

স্টেলা : গত রাতে ওর অবস্থা তুমি দেখেছো।

স্ট্যানলি : সে আমি দেখেছি। এখন একবার ঐ বাড়ী হস্তান্তরের দলিলটাও দেখতে চাই।

স্টেলা : সে সব আমি কিছুই দেখিনি।

স্ট্যানলি : ওহ্। ব্লাঁশ তোমাকে কিছুই দেখায় নি? কোনরকম রসিদ? দলিল?

স্টেলা : বাড়ীটা যে ঠিক বিক্রি করা হয়েছে সেরকম মনে হয়নি।

স্ট্যানলি : কি করা হয়েছে তা'হলে? বিলিয়ে দিয়েছে? কাউকে দান করেছে?

স্টেলা : আস্তে বলো। ও শুনতে পাবে।

স্ট্যানলি : শুনুক! ক্ষতি কি! আমি কাগজপত্র দেখতে চাই।

স্টেলা : কাগজপত্রের কোন কথা এর মধ্যে নেই। ব্লাঁশ আমাকে কোন কাগজপত্র দেখায়নি। আমি দেখতেও চাই না।

স্ট্যানলি : নেপোলিয়ানী আইনের কথা কখনও শুনেছ?

স্টেলা : না নেপোলিয়ানী আইনের কথা আমার জানা নেই। জানা থাকলেও তার সঙ্গে আমাদের কথার কি সম্পর্ক—

স্ট্যানলি : সম্পর্ক আছে সুন্দরী। আমি এখনই বুঝিয়ে দিচ্ছি।

স্টেলা : কি বোঝাবে?

স্ট্যানলি : আমাদের লুইজিয়ানা স্টেটে সকলের জন্যই নেপোলিয়ানী আইন প্রযোজ্য। এই আইনের বলে যা স্ত্রীর সম্পত্তি তা স্বামীরও, আর যা স্বামীর সম্পত্তি তা স্ত্রীরও। যেমন, যদি আমার এক-টুকরো সম্পত্তি থাকে, বা যদি তোমারও থাকে, তাহলে—

স্টেলা : উঃ! আমার মাথা ঘুরছে।

স্ট্যানলি : ভালো! আমি তা'হলে তোমার বোনের জন্য অপেক্ষা করি। গতরে গরম পানির ভাপ লাগানো শেষ করে উনি যখন উঠে আসবেন তখন ও'কেই জিজ্ঞেস করে দেখব উনি নেপোলিয়ানী আইনের কথা কিছু জানেন কি না। আমার কি ভয় হচ্ছে জানো কন্যা? তোমাকে ঠকাচ্ছে! আর তোমাকে ঠকানো মানে নেপোলিয়ানী আইনমতে আমাকেও ঠকানো এবং কেউ আমাকে ঠকায় এ আমার পছন্দ নয়।

স্টেলা : ওকে জেরা করার অনেক সময় পরে পাবে। যদি এখন এসব কথা তোলো ও আবার ভেঙ্গে পড়বে। বেলরেভ নিয়ে সত্যি সত্যি কি হয়েছে তা আমি এখনও বুঝে উঠতে পারিনি। তবে তুমি যেভাবে সন্দেহ করছ যে, আমার বোন বা আমি বা আমাদের পরিবারের কেউ কাউকে ঠকাতে পারে—এটা অবিশ্বাস্য এবং হাস্যকর।

স্ট্যানলি : তাই যদি হবে তাহলে বাড়ী বিক্রির টাকাটা কোথায় গেল?

স্টেলা : বাড়ী বিক্রি হয়নি। ছেড়ে দিতে হয়েছে।

[স্ট্যানলি ততক্ষণে শোবার ঘরে ঢুকে পড়েছে। স্টেলা পেছনে পেছনে এগিয়ে আসে।]

স্ট্যানলি!

[স্ট্যানলি ঘরের মধ্যখানে দাঁড়িয়ে ব্লাঁশের কাপড়ের ট্রাঙ্কের ডালা খুলে ফেলে, এক ঝটকায় একরাশ কাপড় দু'হাতে তুলে নেয়।]

স্ট্যানলি : চোখ মেলে এগুলো একবার ভাল করে দেখ। তুমি মনে করো স্কুল টিচারের বেতন দিয়ে এগুলো কেনা হয়েছে?

স্টেলা : আঃ আস্তে বলো!

স্ট্যানলি : আর এই দেখো কত রেশম আর পশম আর পালকের পোশাক। এইসব পালকের পোশাকে ঠোঁট গুঁজে তোমার বোন বুঝি রাজহংসী হতে চায়। আর এইটে কি? সাচ্চা জরীর বোধ হয়। আর এইটে? শেয়ালের লোম? (ফুঁ দিয়ে পরখ করে) একে-বারে আদত শেয়ালের লোম! আধমাইল লম্বা লেজওয়ালা শেয়াল হবে। তোমার শেয়ালের লোমের কোটটা কোথায় স্টেলা? আর দেখছ, কি রকম ধবধবে সাদা লোম! তোমার সাদা ফার কোটটা কোথায় স্টেলা?

স্টেলা : এগুলো আসল ফার নয়। বসন্তকালে পরার সাধারণ জিনিস। ব্লাঁশ অনেক দিন থেকেই এগুলো ব্যবহার করে।

স্ট্যানলি : এসব জিনিসের ব্যবসা করে এমন একটা লোককে আমি জানি। ওকে দিয়ে আমি এগুলো যাচাই করিয়ে নেব। আমি বাজী ধরে বলতে পারি এখানে হাজার হাজার টাকার মাল রয়েছে।

স্টেলা : তুমি নিতান্তই বোকার মত কথা বলছ।

[স্ট্যানলি ফার কোট বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলে। তারপর ট্রাঙ্কের ভেতরের একটা দেরাজ টান দিয়ে খুলে তার ভেতর থেকে এক মুঠো গহনা বার করে নেয়।]

বাহ, এগুলো কি? এটা কি বোম্বেটের মণি-মাণিক্যের প্যাঁটরা না কি?

স্টেলা : স্ট্যানলি!

স্ট্যানলি : মুক্তা! দেখেছ, লাচ্ছি লাচ্ছি মুক্তার ছড়া! তোমার ভগিনী কি গভীর সমুদ্রের ডুবুরী নাকি? এই দেখো, এটা হলো, ছাঁচা সোনার ব্রেসলেট। তা সুন্দরী, তোমার মুক্তার হার কোথায়? সোনার ব্রেসলেট কোথায়?

স্টেলা : দোহাই তোমার, চুপ করবে এবার ?

স্ট্যানলি : আর এই দেখ, হীরার গয়না। মহারাণীর মুকুট।

স্টেলা : ওগুলো হীরা নয়, রাইনস্টোনের টায়রা এক নাচের জলসায় ব্লাঁশ পরেছিল।

স্ট্যানলি : রাইনস্টোন কাকে বলে ?

স্টেলা : নকল পাথর। কাঁচের চেয়ে সামান্য বেশী দাম।

স্ট্যানলি : আমার সঙ্গে মস্করা করছ ? আমার এক চেনা লোক আছে, সোনারীর দোকানে কাজ করে। আমি ওকে নিয়ে এসে দেখাব। আমি বলছি তোমাদেব দেশের জায়গা-জমি আব বাড়ী-ঘরের সবটা এইখানে রয়েছে। অন্তত: তার যা অবশিষ্ট ছিল তার সবটা ত বটেই।

স্টেলা : তোমার কোন ধারণা নেই যে, তোমার আজকের আচরণ কতটা অবুঝ এবং নিষ্ঠুরের মত হচ্ছে। এখন দয়া করে ব্লাঁশ বেরিয়ে আসার আগে ট্রাঙ্কের ডালাটা ঠিকমত বন্ধ করে রাখো !

[স্ট্যানলি পা দিয়ে ডালাটা কোন রকমে বন্ধ করে এবং পাশের খাবার টেবিলে চড়ে বসে।]

স্ট্যানলি : আমরা কোয়ালস্কি বংশ, তোমরা হলে দ্যুবোয়া। আমাদের চিন্তাধারা একরকম নয়।

স্টেলা : (রাগ করে) সে আমাদের সৌভাগ্য ! যাক এখন একটু বাইরে যাচ্ছি।

[টান দিয়ে সাদা টুপি আর দস্তানা তুলে নেয়, তারপর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে—]

তুমিও আমার সঙ্গে বাইরে এসো। ব্লাঁশ ততক্ষণে ওর পোশাক পরে নিক।

স্ট্যানলি : কবে থেকে আমাকে হুকুম করা শুরু করেছ ?

স্টেলা : তুমি কি ওকে অপমান করবে বলেই এই ঘরে থাকবে ঠিক করেছ নাকি ?

স্ট্যানলি : তুমি যতই চেঁচাও না কেন আমি এ ঘর থেকে নড়ছি না।

[স্টেলা খোলা বারান্দায় চলে যায়। একটা লাল সার্টিনের ড্রেসিং গাউন জড়িয়ে ব্লাঁশ বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে।]

ব্লাঁশ : (হাল্কা সুরে) এই যে স্ট্যানলি! মনের সুখে গোসল করেছি। সর্বাঙ্গ এখন সুরভিত এবং স্নিগ্ধ। নিজেকে মনে হচ্ছে যেন একটা তরতাজা নতুন মানুষ।

[স্ট্যানলি একটা সিগারেট ধরায়।]

স্ট্যানলি : সে ত খুব ভাল কথা।

ব্লাঁশ : (জানালার পর্দাটা টেনে দেয়) কিছু মনে কোরো না। আমি চট্ করে আমার সুন্দর নতুন পোশাকটা পরে নি।

স্ট্যানলি : বেশ তো পরো না।

[ব্লাঁশ উভয় কক্ষের মধ্যবর্তী পর্দাটা টেনে নিজেকে আড়াল করে নেয়।]

ব্লাঁশ : শুনেছি আজ নাকি তোমার এখানে একটা ছোট্ট তাসের জলসা বসছে এবং তাতে নাকি মেয়েরা সাদরে বর্জিত?

স্ট্যানলি : (গম্ভীর গলায়) হুম্?

[ব্লাঁশ লাল ড্রেসিং গাউনটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ফুলফুল ছাপের গাউন পরে।]

ব্লাঁশ : স্টেলা কোথায়?

স্ট্যানলি : বাইরে, বারান্দায়।

ব্লাঁশ : একটা কাজে তোমাকে একটু সাহায্য করতে হবে। এক্ষুণি বলছি।

স্ট্যানলি : কি রকম কাজ, আমি কিন্তু একটুও আঁচ করতে পারছি না।

ব্লাঁশ : পিঠের বোতাম ক'টা লাগিয়ে দিতে হবে। ভিতরে আসতে পার।

[জলন্ত দৃষ্টি মেলে ধরে, পর্দা ঠেলে স্ট্যানলি ভিতরে আসে]

আমাকে কেমন দেখাচ্ছে?

স্ট্যানলি : ঠিকই দেখাচ্ছে।

ব্লাঁশ : শুনে খুশী হলাম। এবার বোতামগুলো লাগিয়ে দাও।

স্ট্যানলি : আমি ঠিকমত পারব কিনা জানি না।

ব্লাঁশ : তোমরা পুরুষ মানুষরা এই রকমই। মোটা মোটা আঙ্গুল, কোন রকম সূক্ষ্ম কাজই করতে পার না। তোমার সিগরেটটায় একটা টান দিতে পারি।

স্ট্যানলি : একটা আস্ত সিগরেটই তোমাকে দিচ্ছি।

ব্লাঁশ : অনেক ধন্যবাদ।... ...কেউ দেখলে মনে করবে আমার ট্রাঙ্কটা বোধ হয় কোনো কারণে ফেটে গিয়ে থাকবে।

স্ট্যানলি : আমি আর স্টেলা তোমার জিনিসপত্র খুলে সাজিয়ে রাখতে চেয়েছিলাম।

ব্লাঁশ : তা অতি অল্প সময়ের মধ্যে অনেকখানি করে ফেলেছ দেখছি।

স্ট্যানলি : প্যারিসের কোন সৌখিন পোশাকের দোকান লুট করে এনেছ মনে হচ্ছে।

ব্লাঁশ : হা হা। পোশাক আমার নেশা।

স্ট্যানলি : শেয়ালের লোমের এই রকম পোশাক কিনতে কত টাকা লাগে ?

ব্লাঁশ : এগুলো আমি কিনি নি। আমার এক ভক্ত আমাকে উপহার দিয়েছে।

স্ট্যানলি : অল্প স্বল্প নয়, খুব বেশী পরিমাণ ভক্তি করত বোধ হয়।

ব্লাঁশ : প্রথম যৌবনে আমার ভক্তের সংখ্যা কম ছিল না। এখন আর সে অবস্থা নেই। (হাসিতে উদ্ভাসিত মুখ স্ট্যানলির দিকে তুলে ধরে) এখন আমাকে দেখে তোমার কি মনে হয় যে এককালে আমি যথার্থই সুন্দরী ছিলাম।

স্ট্যানলি : তুমি দেখতে ঠিকই আছো।

ব্লাঁশ : আমি আরেকটু বেশী প্রশংসা প্রত্যাশা করেছিলাম।

স্ট্যানলি : আমি ওসবের ধার ধারি না।

ব্লাঁশ : কিসের ধার ধারো না।

স্ট্যানলি : মেয়েদের রূপের প্রশংসা করা। কেউ না বলে দিলেও সব মেয়েই জানে সে সুন্দরী কি সুন্দরী নয়। অনেক সময় যতটা নয় তার চেয়ে কিছু বেশীও ভাবে। আমার সঙ্গে এক মেয়ের পরিচয় ছিল। সে অনবরত আমাকে বলত সে নাকি এক মহা সুন্দরী। তাকে বলেছিলাম "তাতে কি হয়েছে?"

ব্লাঁশ : মেয়েটি কি বলল ?

স্ট্যানলি : আর কোন কথা বলেনি। একদম চুপ মেরে গিয়েছিল।

ব্লাঁশ : ভালবাসাও বন্ধ হ'ল ?

স্ট্যানলি : এরপর থেকে কথাবার্তা কম হ'ত, এই পর্যন্ত। কোন কোন পুরুষ হলিউডি ছলাকলায় মুগ্ধ হয়, অনেকে আবার তার পরোয়া করে না।

ব্লাঁশ : আমি নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি তুমি দ্বিতীয় দলের।

স্ট্যানলি : ঠিকই ধরেছ।

ব্লাঁশ : আমার মনে হয় কোন সুন্দরী যাদুকরীও তোমাকে বশ করতে পারবে না।

স্ট্যানলি : ঠিক ধরেছ।

ব্লাঁশ : তুমি হলে সহজ সরল অকৃত্রিম মানুষ। কিছুটা হয়ত আদিমও হবে। কোন মেয়ে যদি তোমার মত পুরুষের মন ভোলাতে চায় তাহলে তাকে—

[অনিশ্চিত ভঙ্গিমায় থামে]

স্ট্যানলি : (ধীরে ধীরে) হাতের তাস টেবিলের ওপর চিৎ করে মেলে ধরতে হবে।

ব্লাঁশ : (হেসে) ভাল। পানসে পুরুষ আমিও পছন্দ করি না। গতরাতে তুমি যখন ঘরের মধ্যে প্রথম ঢুকলে আমি তখনই মনে মনে বলে উঠেছিলাম "স্টেলা যথার্থই একটা পুরুষ মানুষ বিয়ে করেছে।" অবশ্য প্রথম দর্শনেই এর চেয়ে বেশি আর কিই বা ভাবতে পারতাম।

স্ট্যানলি : (সজোরে) এবার বাজে কথা বন্ধ করো।

ব্লাঁশ : (দু'হাতে কান ঢেকে) উহ্! অত চীৎকার করে কথা বলো কেন?

স্টেলা : (বাইরে সিঁড়ির ওপর থেকে) স্ট্যানলি, তুমি বাইরে চলে এসো, ব্লাঁশকে কাপড় পরা শেষ করতে দাও।

ব্লাঁশ : আমার হয়ে গেছে।

স্টেলা : তাহলে তুমিই চলে এসো না কেন?

স্ট্যানলি : আমরা কিছু কথাবার্তা বলছি।

ব্লাঁশ : (হাল্কা সুরে) একটা কাজ করে দিবি লক্ষ্মীটি? দৌড়ে গিয়ে মোড়ের দোকান থেকে আমার জন্য এক বোতল লেমন কোক নিয়ে আয়। বেশি করে বরফ কুচি দিয়ে আনবি কিন্তু। কি, পারবি না?

স্টেলা : (অনিশ্চিতভাবে) না না পারব না কেন?

[সিঁড়ি দিয়ে নেমে দালান ঘুরে চলে যাবে]

ব্লাঁশ : বেচারী ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের সব কথা শুনতে চেষ্টা করছিল এবং আমার কোন সন্দেহ নেই যে, তোমাকে আমি যতটা বুঝতে পেরেছি ততটা ও কোন দিনই পারবে না।
যাক ওসব কথা। মিস্টার কোয়ালস্কি, ঘোরালো প্যাঁচালো কথা বাদ দিয়ে এবার এসো খোলাখুলি আলাপ করা যাক। তোমার সব প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য আমি তৈরী আছি। গোপন করার কিছুই নেই। কি বলবে বলো।

স্ট্যানলি : আমাদের এই লুইজিয়ানা শহরে একটা আইন চালু আছে, আমরা তাকে বলি নেপোলিয়ানী আইন। এই আইনের বলে স্ত্রীর সকল সম্পত্তিতে স্বামীর পূর্ণ অধিকার থাকে যেমন থাকে স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর।

ব্লাঁশ : বাপ্‌রে বাপ। তুমি দেখছি একেবারে জাঁদরেল উকিলের ভাষায় কথা বলতে পার।

[স্প্রে লাগানো সুরভির শিশি হাতে তুলে নিয়ে নিজের গায়ে এক প্রস্থ সুরভি ছিটায় এবং সকৌতুকে কিছুটা ছিটিয়ে দেয় স্ট্যানলির গায়ে মুখে। স্ট্যানলি ব্লাঁশের হাত থেকে সুরভির শিশি কেড়ে নিয়ে সজোরে টেবিলের উপর রেখে দেয়। ব্লাঁশ পেছনের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে হাসতে থাকে।]

স্ট্যানলি : যদি তুমি আমার স্ত্রীর আপন বোন না হতে ; তোমার সম্পর্কে এতক্ষণে অনেক কিছু ভাবতে পারতাম।

ব্লাঁশ : যেমন ?

স্ট্যানলি : অত ন্যাকা সাজার চেষ্টা কোরো না। কি ভাবতে পারতাম সেটা তুমি ভাল করেই জান।

ব্লাঁশ : (সুরভির শিশিটা টেবিলে রাখে।) বেশ। আমিও সেটা পছন্দ করি। সব তাস টেবিলের ওপর মেলে ধরছি। (সম্পূর্ণরূপে স্ট্যানলির দিকে মুখ ঘোরায়) ছোটখাটো ছলনা আমি করে থাকি। করতেই হয়। জানই ত, মেয়েদের আকর্ষণের অর্ধেকটাই ছলনা। তবে, সত্যিকারের গুরুতর অবস্থায় আমিও খাঁটি সত্য কথা বলে থাকি, এবং সে সত্য কথাটি হল এই যে, আমি আমার বোনকে বা তোমাকে বা তুনিয়ার অন্য কাউকে কোনদিন ঠকাতে চেষ্টা করিনি।

স্ট্যানলি : কাগজপত্রগুলো কোথায় ? ঐ ট্রাঙ্কের মধ্যে ?

ব্লাঁশ : আমার যা কিছু সম্পত্তি-সব ঐ ট্রাঙ্কের মধ্যেই আছে।

[স্ট্যানলি ট্রাঙ্কের কাছে এগিয়ে গিয়ে এক ঝট্‌কায় তার ডালা তুলে ফেলে এবং তার বিভিন্ন খুপ্‌রী খুলে দেখতে চেষ্টা করে।]

ব্লাঁশ : ঈশ্বর জানেন তোমার মনের মধ্যে কি আছে। তোমার ঐ বালক-সুলভ মনের পেছনে কি উঁকি দিচ্ছে কে জানে। তুমি কি ভাবছো আমি কিছু নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি ? নাকি আমার বোনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছি ?—দেখি আমি দিচ্ছি, আমি বরং তাড়াতাড়ি এবং সহজে বার করে দিতে পারবো।

[ট্রাঙ্কের কাছে এগিয়ে যায়। একটা টিনের বাক্স বার করে]
আমার কাগজপত্র আমি এটাতেই রাখি। (বাক্স খুলে ধরে)

স্ট্যানলি : নীচের ওগুলো কি ?

[অন্য একগোছা কাগজ দেখায়]

ব্লাঁশ : ওগুলো প্রেমপত্র। এত পুরোনো যে হলুদ হয়ে গেছে। সবই একজনের লেখা। (স্ট্যানলি হঠাৎ কেড়ে নেয়। ব্লাঁশ অত্যন্ত রাগের সঙ্গে বলে) ফিরিয়ে দাও বলছি !

স্ট্যানলি : আগে দেখে নি !

ব্লাঁশ : তোমার হাতের ছোঁয়াতেও ওগুলোর অপমান হয়।

স্ট্যানলি : ওসব ধোঁকাবাজী রাখো !

[ফিতে ছিঁড়ে ফেলে ওগুলো পরখ করে দেখে। ব্লাঁশ তার হাত থেকে কেড়ে নিতে গেলে ওগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে মেঝেতে পড়ে যায়]

ব্লাঁশ : তুমি যখন ছুঁয়েই ফেলেছো তখন ওগুলো আমি পুড়িয়ে ফেলবো।

স্ট্যানলি : (হতবুদ্ধির মত একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে) কি ওগুলো ?

ব্লাঁশ : কবিতা। কোন এক মৃত যুবকের লেখা। তাকে আমি অনেক কষ্ট দিয়েছি। ঠিক যেমন করে আজ তুমি আমায় কষ্ট দিতে চাইছ এমনি করে। তবে না, আমাকে তুমি কষ্ট দিতে পারবে না। আমি আর আজ সেই ছেলেমানুষটি নই। কিন্তু আমার স্বামী তাই ছিল। আর আমি—যাকগে ওসব কথা ! দাও ওগুলো ফিরিয়ে দাও।

স্ট্যানলি : এগুলো যে পুড়িয়ে ফেলবে বললে তার অর্থ কি ?

ব্লাঁশ : আমি দুঃখিত। বোধ হয় কিছুক্ষণের জন্য আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। দেখো, প্রত্যেকের জীবনেই এমন কিছু থাকে যা সে অন্যকে ধরতে ছুঁতে দিতে চায় না। সেগুলো একজনের নিতান্ত আপনার—

[ব্লাঁশকে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত দেখায়। সে কোলের ওপর বাক্সটা নিয়ে বসে পড়ে। চোখে চশমা দিয়ে বড় এক থাক কাগজ একে একে দেখতে থাকে]

এ্যাম্বলার এ্যাণ্ড এ্যাম্বলার, হুম্। ক্র্যাবট্রি, আরো কিছু এ্যাম্বলার এ্যাণ্ড এ্যাম্বলার।

স্ট্যানলি : এ্যাম্বলার এ্যাণ্ড এ্যাম্বলারের অর্থ কি ?

ব্লাঁশ : ঐ জায়গার জন্য যে প্রতিষ্ঠান টাকা ধার দিত।

স্ট্যানলি : তাই বলো। ও জায়গা তা'হলে বন্ধক দিয়ে হারিয়েছ ?

[কপালে হাত ছুঁয়ে]

ব্লাঁশ : সেভাবেই হারিয়েছি বোধ হয়।

স্ট্যানলি : আমি ওসব বোধ হয়, এবং, কিন্তু এসব কিছুই শুনতে চাই না। অন্য কাগজগুলো কি ?

[ব্লাঁশ পুরো বাক্সটাই তার হাতে তুলে দেয়। সে ওটা টেবিলের কাছে নিয়ে যায় এবং কাগজগুলো পরখ করতে থাকে]

ব্লাঁশ : (কাগজপত্র ভরা একটা বড় খাম তুলে নেয়) এখানে শত শত বৎসরের হাজার হাজার কাগজ রয়েছে যেগুলো তিলে তিলে বেল রেভকে গ্রাস করেছে। খুব সহজ করে বলতে গেলে বলতে হয়—আমাদের অদূরদর্শী পিতামহ, পিতা, কাকারা এবং ভাই এরা এর প্রতিখণ্ড জমি ব্যাভিচারে ব্যয় করেছে।

[সে ক্লান্ত হাসি হেসে চশমা খোলে]

ঐ চার অক্ষরের শব্দ আমাদেরকে আমাদের জমিদারী থেকে বঞ্চিত করেছে। শেষ পর্যন্ত যা অবশিষ্ট ছিল তা হচ্ছে ঐ বাড়ীটা, বিশ একর জমি আর একটা গোরস্থান। ঐ গোরস্থানে আমি আর স্টেলা ছাড়া একে একে সবাই আশ্রয় নিয়েছে। একথা-গুলো যে সত্য তার সাক্ষী স্টেলা।

(খামের সব কাগজ টেবিলের ওপর ঢালতে থাকে) এখানে সব কাগজপত্র আছে, সব, সব! আমি এগুলো তোমাকে

দান করলাম! নাও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা কর। ইচ্ছে হলে বসে বসে মুখস্থ কর। বেল রেভ যে শেষ পর্যন্ত একগোছা পুরোনো কাগজে পর্যবসিত হয়ে তোমার ঐ বৃহৎ সুদক্ষ হাতে স্থান পেল, আমার মনে হয় এ একরকম ভালই হল। স্টেলা লেমন কোক নিয়ে ফিরল কিনা কে জানে! (পেছনে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে)

স্ট্যানলি : আমার এক উকিল বন্ধু আছে। সে এগুলো পরখ করে দেখবে।

ব্লাঁশ : ওগুলোর সঙ্গে এক বাক্স এ্যাস্‌পিরিনও দিও।

স্ট্যানলি : (একটু অপ্রতিভভাবে) দেখো, নেপোলিয়ানী আইনে—যে কোন লোকেরই তার স্ত্রীর সম্পত্তিতে আগ্রহী হওয়া উচিত। বিশেষ করে সে স্ত্রী যদি সন্তানসম্ভবা হয়।

ব্লাঁশ : (চোখ খোলে। ব্লু পিয়ানোর বাজনা কিছুটা জোরে শোনা যায়) স্টেলা! স্টেলার বাচ্চা হবে? (আবেশের সঙ্গে) আমি জানতাম না ওর বাচ্চা হবে!

[উঠে দাঁড়িয়ে বাইরে দরজার কাছে যায়। স্টেলাকে মোড়ের কাছে দেখা যায়। হাতে কাগজের বাক্স]
[স্ট্যানলি খাম আর কাগজপত্রের বাক্সটা নিয়ে শোবার ঘরে যায়]
[ঘরগুলো ক্রমশঃ অন্ধকারে মিলিয়ে যাবে। বাইরের দেয়াল দেখা যাবে। ফুটপাথের কাছে সিঁড়ির গোড়ায় স্টেলার সঙ্গে ব্লাঁশের দেখা হয়]

ব্লাঁশ : স্টেলা, স্টেলা শুকতারা আমার। তোর বাচ্চা হবে শুনে এত ভাল লাগছে! সব ঠিক হয়ে যাবে, সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।

স্টেলা : ওযে তোমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে সেজন্য আমি সত্যিই দুঃখিত।

ব্লাঁশ : আমার মনে হয় মিষ্টি কথায় ভুলবার মানুষ ও নয়। তবে আমরা যখন বেল রেভ হারিয়েছি তখন বোধ হয় আমাদের জীবনে এরকম লোকেরই প্রয়োজন। আমরা কেউ কাউকে ছেড়ে কথা

বলিনি। অবশ্য আমার ভেতরটা এখনও কাঁপছে। তবে আমার মনে হয় আমি সবটা বেশ সুষ্ঠুভাবেই চালিয়ে নিয়ে গেছি। ওর সঙ্গে হেসেছি আর ভাব দেখিয়েছি যেন ঠাট্টা হচ্ছে।

[স্টীভ আর পাবলোকে বিয়ারের বাক্স হাতে দেখা যায়]

আমি ওর সাথে হেসেছি ফষ্টিনষ্টি করেছি, কচি খোকা বলে ডেকেছি। সত্যি, তোর স্বামীর সাথে আমি ফষ্টিনষ্টি করছিলাম। (পুরুষ দু'জন এগিয়ে আসতে থাকে) তাদের জলসার মেহমানরা সব এসে পড়ছেন (পুরুষ দু'জন ওদের দু'জনের মাঝখান দিয়ে বাড়ীর ভেতর ঢোকে) আমরা এখন কোন্‌দিকে যাব স্টেলা? এ দিকে?

স্টেলা : না, ও দিকে। (ব্লাঁশকে নিয়ে চলে যায়)

ব্লাঁশ : (হাসতে হাসতে) এক অন্ধ আরেক অন্ধকে পথ দেখাচ্ছে।

[এক সমোসাওয়ালার ডাক শোনা যায়]

ফেরিওয়ালার ডাক : গরম গরম সমোসা।

তৃতীয় দৃশ্য

['তাসের আড্ডার রাত।'
দেয়ালে ভ্যানগগের আঁকা রাত্রিকালীন বিলিয়াড' কক্ষের ছবি। রান্নাঘরটায় এখন কেমন যেন একটা ভয়াল নিশীথ ঔজ্জ্বল্য রংগুলো যেন ছেলেবেলায় দেখা প্রিজমের উজ্জ্বল বর্ণছটার মত। হলদে লিনোলিয়ামে ঢাকা রান্নাঘরের টেবিলের ওপর উজ্জ্বল সবুজ রং-এর কাঁচের শেড দেয়া ইলেকট্রিক লাইট জ্বলছে। যারা পোকার খেলবে তারা হচ্ছে—স্ট্যানলি, স্টীভ, মিচ্ আর পাবলো। এদের প্রত্যেকের পরণে রঙ্গীন শার্ট। একজনের গাঢ় নীল, একজনের বেগুনী, এক-জনের লাল-সাদায় খোপ খোপ, আর একজনের হাল্কা সবুজ। এরা প্রত্যেকেই যৌবনের তুঙ্গতম শীর্ষে অধিষ্ঠিত। লাল, নীল, সবুজ এইসব রং-এর মতই এরা উগ্র, দ্ব্যর্থহীন ও শক্তিশালী। টেবিলের ওপর তরমুজের টুকরো, হুইস্কির বোতল আর গ্লাস দেখা যাচ্ছে। শোবার ঘর অপেক্ষাকৃত অন্ধকার, রান্নাঘরের পর্দার ফাঁক দিয়ে আর রাস্তার দিকের চওড়া জানালা দিয়ে যেটুকু আলো যায় সেটুকুই। কিছুক্ষণের নীরবতা, সবাই চুপচাপ। তাস বাঁটা দেখছে।

স্টীভ : এবারের হাত কি বেয়াড়া রকম ?

পাবলো : একচোখো গোলামগুলো বেয়াড়াই হয়।

স্টীভ : আমাকে দুটো তাস দাও।

পাবলো : মিচ্ তুমি নেবে ?

মিচ্ : আমি পাস।

পাবলো : একটা দিলাম।

মিচ্ : কেউ ড্রিঙ্ক চাও ?

স্ট্যানলি : হ্যাঁ, আমি চাই।

পাবলো : কেউ গিয়ে চীনা রেস্তোরাঁ থেকে বেশ কিছুটা 'চপ সুয়ে' নিয়ে এসো না কেন ?

স্ট্যানলি : আমি যখন হারছি তখন কিনা তোমরা খেতে চাচ্ছ। স্টেকের টাকা রাখ, কার বিড ?

এসব আজে বাজে ছাইভস্ম টেবিল থেকে সরাও তো মিচ্। পোকারের টেবিলে তাস, কাউন্টার আর হুইস্কি ছাড়া আর কিছু থাকবে না।

[ঝুঁকে পড়ে কতকগুলো তরমুজের খোসা মেঝেতে ছুঁড়ে মারে]

মিচ্ : মেজাজ সপ্তমে চড়ে আছে মনে হয় ?

স্ট্যানলি : কটা চাই ?

স্টীভ : আমাকে তিনটে দাও।

স্ট্যানলি : একটা।

মিচ্ : আবার পাস। আমার কিন্তু তাড়াতাড়ি বাসায় যেতে হবে।

স্ট্যানলি : চুপ থাক।

মিচ্ : দেখো, আমার মা অসুস্থ। আমি রাতে না ফেরা পর্যন্ত মা ঘুমোয় না।

স্ট্যানলি : তাহলে ওঁর সঙ্গে বাড়ীতে থাকলেই পার।

মিচ্ : মা বাইরে যেতে বলেন বলেই যাই। আসলে আমার একটুও ভাল লাগে না। সারাক্ষণ আমার কেবলই মনে হতে থাকে উনি এখন কেমন আছেন।

স্ট্যানলি : দোহাই তোমার তাহলে বাড়ী যাও।

পাবলো : তোমার হাতে কি আছে ?

স্টীভ : ইস্কাবনের ফ্লাশ।

মিচ্ : দেখ তোমরা সবাই বিবাহিত, কিন্তু আমার মা যদি মরে যায় তাহলে আমি একেবারে একা হয়ে যাব।—আমি বাথরুমে যাচ্ছি।

স্ট্যানলি : তাড়াতাড়ি এসো। তোমাকে একটা মিষ্টি দেখে ছুক্‌ড়ি যোগাড় করে দেব।

মিচ্ : জাহান্নামে যাও।

[শোবার ঘরের ভেতর দিয়ে বাথরুমে যায়]

স্টীভ : (তাস বাঁটতে বাঁটতে) এবার সাত তাসের স্টাড পোকার।

[তাস বাঁটতে বাঁটতে গল্প বলতে থাকে]

"এক বুড়ো চাষী ঘরের পেছনে বসে মুরগীকে ধান দিচ্ছিল, এমন সময় বেশ: জোরে চিৎকার করে একটা জোয়ান মুরগী বাড়ীর পাশ থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো। পেছনে প্রায় ধরে ধরে অবস্থায় একটা মোরগ।

স্ট্যানলি : (গল্প শুনতে শুনতে অধৈর্য হয়ে) বাঁটো না!

স্টীভ : কিন্তু যখন মোরগটা দেখলো চাষী ধান ছিটাচ্ছে তখন সে একরকম ব্রেক কষে থেমে গেল, আর মুরগীটাকে পালিয়ে যেতে দিয়ে ধান খেতে শুরু করল। এই না দেখে চাষী মন্তব্য করল, "হা ঈশ্বর! আমি যেন জীবনে কখনও এত ক্ষুধার্ত না হই।"

[স্টীভ ও পাবলো হেসে ওঠে। দু'বোনকে বাড়ীর কোণের দিক থেকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়]

স্টেলা : এখনও খেলা চল্‌ছে।

ব্লাঁশ : আমাকে কেমন দেখাচ্ছে?

স্টেলা : ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে।

ব্লাঁশ : ভীষণ গরম লাগছে। আর মনে হচ্ছে ক্লান্তিতে সারা শরীর অবশ হয়ে আসছে। দাঁড়াও, আগেই দরজা খুলো না, একটু পাউডার লাগিয়ে নি। আমাকে কি খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে?

স্টেলা : কৈ, নাতো? তোমাকে ডেইজী ফুলের মত তরতাজা দেখাচ্ছে।

ব্লাঁশ : হ্যাঁ কয়েকদিন আগের তোলা ফুলের মত।

[স্টেলা দরজা খোলে, দু'জনে ঘরে ঢোকে]

স্টেলা : বাঃ বেশ! তোমরা দেখি এখনো খেলায় মত্ত।

স্ট্যানলি : কোথায় গিয়েছিলে তোমরা?

স্টেলা : ব্লাঁশ আর আমি ছবি দেখলাম। ব্লাঁশ ইনি হচ্ছেন মিঃ গঞ্জালেস্ আর ইনি মিঃ হাবেল।

ব্লাঁশ : উঠবেন না দয়া করে।

স্ট্যানলি : কেউ উঠছে না। তোমার দুশ্চিন্তার কোন প্রয়োজন নেই।

স্টেলা : আর কতক্ষণ খেলা চলবে ?

স্ট্যানলি : যতক্ষণ না আমরা ছাড়ি।

ব্লাঁশ : পোকার খেলা বড় মজার। আমি কি বসে দেখতে পারি ?

স্ট্যানলি : না পারো না। তোমরা মেয়েরা ওপরে ইউনিসের ওখানে যাও না কেন ?

স্টেলা : কারণ এখন রাত আড়াইটা। (ব্লাঁশ পর্দাটা অর্ধেক টেনে দিয়ে শোবার ঘরে ঢোকে) আরেক হাত খেলে খেলাটা কি থামাতে পারো ?

[মেঝেতে চেয়ারের পায়া ঘষার আওয়াজ হয়। স্ট্যানলি স্টেলার উরুতে জোরে চাপড় দেয়।]

(স্টেলা রাগতঃ ভাবে) এটা কোন মজার কিছু নয়, বুঝলে ? (পুরুষরা হেসে ওঠে। স্টেলা শোবার ঘরে ঢোকে) বাইরের লোকের সামনে যখন ও এ রকম করে তখন আমার মেজাজ চড়ে যায়।

ব্লাঁশ : ভাবছি গোসল করব।

স্টেলা : আবার ?

ব্লাশ : মনে হচ্ছে আমার শিরায় শিরায় জট পাকিয়ে গেছে। বাথরুমে কি কেউ আছে ?

স্টেলা : কি জানি !

[ব্লাঁশ দরজায় টোকা দেয়। মিচ্ দরজা খুলে তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে বেরিয়ে আসে।]

ব্লাঁশ : ওহ্ ! শুভ সন্ধ্যা।

মিচ্ : হ্যালো। (একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে)

স্টেলা : ব্লাঁশ, ইনি হচ্ছেন হ্যারল্ড মিচেল। আর ইনি আমার বোন ব্লাঁশ দ্যুবোয়া।

মিচ্ : (অপ্রতিভভাবে বিনয়ের সঙ্গে) কেমন আছেন মিস্ ড্যুবোয়া ?

স্টেলা : মিচ্, তোমার মা কেমন আছেন ?

মিচ্ : আগের মতই। ধন্যবাদ। আপনি যে কাস্‌টার্ড পাঠিয়েছিলেন সেজন্য উনি খুব খুশী হয়েছেন। আচ্ছা আমি যাই।

[ধীরে ধীরে রান্নাঘরের দিকে যায়। ব্লাঁশের দিকে ফিরে তাকিয়ে লজ্জিতভাবে একটু কাশে। হঠাৎ খেয়াল হয় তোয়ালেটা এখনও হাতে ধরা রয়েছে। অপ্রস্তুতের হাসি হেসে তোয়ালেটা স্টেলার হাতে তুলে দিয়ে চলে যায়। ব্লাঁশ তার দিকে একটু আগ্রহের সঙ্গেই তাকিয়ে থাকে।]

ব্লাঁশ : এঁকে তো অন্যদের থেকে উন্নতর মনে হচ্ছে।

স্টেলা : ঠিকই ধরেছ।

ব্লাঁশ : আমার মনে হয় ওঁর দৃষ্টিটা কেমন যেন অনুভূতিশীল।

স্টেলা : ওঁর মার অসুখ।

ব্লাঁশ : বিয়ে করেছেন নাকি ?

স্টেলা : উঁহুঁ।

ব্লাঁশ : মেয়েদের পেছনে ঘোরেন নাকি ?

স্টেলা : না তো! (ব্লাঁশ হাসে) আমার তো মনে হয় না ও ওরকম হবে।

ব্লাঁশ : কি চাকরি করেন ?

[ব্লাউজের বোতাম খুলতে থাকে]

স্টেলা : যে প্রতিষ্ঠানের কাজে স্ট্যানলিকে এদিক ওদিক যেতে হয় তারই খুচরো যন্ত্রপাতির বিভাগে কাজ করে।

ব্লাঁশ : ভালো রোজগার হয় ?

স্টেলা : নাঃ, এ দলের মধ্যে স্ট্যানলিরই যা একটু উন্নতির আশা আছে।

ব্লাঁশ : কিসে তোমার এ রকম ধারণা হল ?

স্টেলা : ওর দিকে তাকিয়ে দেখ।

ব্লাঁশ : দেখেছি তো!

স্টেলা : তা'হলে তো বোঝা উচিত।

ব্লাঁশ : কি জানি বাপু ! আমি তো ওর কপালে কোন প্রতিভার ছাপ দেখিনি।

[ব্লাউজ খুলে ফেলে। দরজার পর্দার ফাঁক দিয়ে যে আলো আসছে সেই আলোর মধ্যে সাদা স্কার্ট ও গোলাপী রং-এর সিল্কের বক্ষাবরণ পরা অবস্থায় দাঁড়ায়। ওদিকে মৃদুগুঞ্জনে খেলা চলছে।]

স্টেলা : ছাপটা ওর কপালেও নয় আর এটা প্রতিভার কথাও না।

ব্লাঁশ : ও ! তাহলে এটা কি এবং কোথায় ? জানতে পারি কি ?

স্টেলা : এটা হচ্ছে উদ্যম। ও উদ্যমশীল ব্যক্তি। তুমি আলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে আছো ব্লাঁশ।

ব্লাঁশ : ও মা ! তাই নাকি ?

[সে আলোর হলুদ রশ্মি থেকে সরে আসে। স্টেলা তার পোশাক বদলে হালকা নীল রং-এর সাঠিনের কিমোনো পরেছে।]

স্টেলা : (ছোট মেয়ের মত খিল্‌খিল্ করে হাসতে হাসতে) তুমি যদি ওদের বৌদের দেখতে।

ব্লাঁশ : (হেসে) না দেখলেও অনুমান করতে পারি। নিশ্চয়ই বিশাল বপু একেকজন।

স্টেলা : ওপরের ওকে তো দেখেছ ? (আরো বেশী হাসতে হাসতে) একদিন না (হাসি) ওজনের ঠেলায় সিমেন্টে (হাসি) ফাটল ধরে গিয়েছিল।

স্ট্যানলি : তোমাদের ঐ মুরগীর কক্‌ককানী বন্ধ করতো।

স্টেলা : আমাদের কথা তোমরা শুনতে পাচ্ছ না তো।

স্ট্যানলি : আমার কথা তুমি শুনতে পাচ্ছ তো ! আমি বলেছি একেবারে মুখ বন্ধ করে রাখতে।

স্টেলা : এটা আমার বাড়ী। আমার যত খুশী তত কথা বলব।

ব্লাঁশ : স্টেলা, ঝগড়া শুরু কোরো না তো ?

স্টেলা : ও এখন আধামাতাল। —দাঁড়াও এক্ষুনি আসছি।

[স্টেলা বাথরুমে ঢোকে। ব্লাঁশ ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে একটা সাদা রেডিও চালিয়ে দেয়।]

স্ট্যানলি : ঠিক আছে। মিচ্ তুমি কি আছো ?

মিচ্ : কি ? ওঃ না, আমি বাদ।

[ব্লাঁশ আবার আলোর রেখায় দাঁড়ায়। হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙ্গে। তারপর আবার অলসভাবে চেয়ারের কাছে যায়।]
[রেডিওতে রাম্বা বাজনা বাজছে। মিচ্ উঠে দাঁড়ায়।]

স্ট্যানলি : ওটা আবার কে চালাল ?

ব্লাঁশ : আমি। তোমার খারাপ লাগছে ?

স্ট্যানলি : বন্ধ করে দাও।

স্টীভ : আহাঃ, মেয়েদেরকে বাজনা শুনতে দাও না।

পাবলো : ঠিকই তো। বাজুক। ভালই তো লাগছে।

স্টীভ : মনে হচ্ছে জ্যাভিয়ের ক্যুগা।

[স্ট্যানলি লাফিয়ে উঠে গিয়ে রেডিও বন্ধ করে দেয়। ব্লাঁশকে চেয়ারে বসা দেখে একটু থম্‌কে দাঁড়ায়। ব্লাঁশ একটুও ভয় না পেয়ে চোখে চোখে তাকিয়ে থাকে। তারপর স্ট্যানলি আবার পোকার খেলার টেবিলে গিয়ে বসে।]
[দুজন পুরুষ প্রচণ্ড তর্কে লিপ্ত]

স্টীভ : তুমি কখন কল দিয়েছ আমি শুনিনি।

পাবলো : আচ্ছা মিচ্ আমি কল দি'ইনি ?

মিচ্ : আমি খেয়াল করিনি।

পাবলো : তাহলে করছিলে কি শুনি ?

স্ট্যানলি : ও তখন পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখার চেষ্টা করছিল।

[লাফিয়ে উঠে হ্যাঁচকা টানে পর্দা বন্ধ করে দিতে চেষ্টা করে।]

নাও আবার বাঁটো। হয় ঠিক মত খেলো আর না হয় তো বাদ দাও। কেউ কেউ আছে তারা যখন জেতে তখন চলে যাবার ছুঁতো খোঁজে।

[স্ট্যানলি নিজের আসনে ফিরে এলে মিচ্ উঠে দাঁড়ায়।]

স্ট্যানলি : (চিৎকার করে) বোসো বলছি !

মিচ্ : আমি চল্লাম। আমাকে তাস দিও না।

পাবলো : ঠিক বলেছো ও এখন যাবার তালে আছে। ওর প্যান্টের পকেটে সাতটা পাঁচ ডলারী নোট আচ্ছা করে সাঁটিয়ে নিয়েছে কিনা।

স্টীভ : কাল দেখো ওকে ঠিক দেখা যাবে ক্যাশিয়ারের জানালায় ওগুলো ভাঙ্গিয়ে সব সিকি বানাচ্ছে।

স্ট্যানলি : আর তারপর ওর মা যে ওকে ক্রিসমাসে খেলনা ব্যাঙ্ক দিয়েছে তার মধ্যে ওগুলো একটা একটা করে ঢোকাচ্ছে। (তাস বাঁটতে বাঁটতে) এবারের খেলা 'স্পিট-ইন্-দি-ওশ্যন।

[মিচ্ একটু অস্বস্তির সঙ্গে হাসে। পর্দার ফাঁক দিয়ে ঘরে ঢুকে থামে।]

ব্লাঁশ : কি খবর ? বাচ্চা ছেলেগুলোর ঘর খুব জম জমাট মনে হচ্ছে।

মিচ্ : আমরা—বিয়ার খাচ্ছিলাম।

ব্লাঁশ : বিয়ার আমার খুব অপছন্দ।

মিচ্ : এটাই তো গরমের দিনের পানীয়।

ব্লাঁশ : তাই নাকি ? আমার তো তা মনে হয় না। এটা খেলে বরং আমার সব সময়ই বেশী গরম লাগে। আপনার কাছে সিগারেট আছে নাকি ?

[ব্লাঁশের গায়ে গাঢ় লাল সাটিনের চাদর]

মিচ্ : হ্যাঁ, এই তো।

ব্লাঁশ : কি সিগারেট ?

মিচ্ : লাকি।

ব্লাঁশ : ভালোই হলো। কি সুন্দর বাক্স, রূপোর না কি ?

মিচ্ : হ্যাঁ। লেখাটা পড়ে দেখুন না।

ব্লাঁশ : ওহ্। কিছু খোদাই করা আছে নাকি ? পড়তে পারছি না তো। (মিচ্ দেশলাই জ্বালিয়ে এগিয়ে আসে) দেখি।

[যেন কষ্ট হচ্ছে এমন একটা ভান করে পড়ে]

"And if God choose,
I shall but love thee better-after-death"

ওমা, এযে দেখছি মিসেস ব্রাউনিং-এর লেখা আমার প্রিয় সনেটের উদ্ধৃতি।

মিচ্ : আপনি জানেন এ কবিতা?

ব্লাঁশ : জানি বৈকি।

মিচ্ : ঐ লেখাটার সঙ্গে একটা কাহিনী জড়িত আছে।

ব্লাঁশ : প্রেমের ব্যাপার মনে হচ্ছে।

মিচ্ : হ্যাঁ। তবে দুঃখের।

ব্লাঁশ : ওহ্। তাই নাকি?

মিচ্ : হ্যাঁ, মেয়েটি মারা গেছে।

ব্লাঁশ : (গভীর সহানুভূতির সঙ্গে) আহা!

মিচ্ : ও যখন এটা আমাকে দেয় তখনই ও জানতো যে ও আর বাঁচবে না। ভারী অদ্ভুত মেয়ে, ভারী মিষ্টি।

ব্লাঁশ : ও নিশ্চয়ই আপনাকে খুব ভালবাসতো। অসুস্থ লোকদের ভালবাসা বড় খাঁটি হয়, বড় গভীর হয়।

মিচ্ : ঠিক বলেছেন। সত্যি তাই।

ব্লাঁশ : দুঃখেই বোধ হয় মানুষ খাঁটি হয়।

মিচ্ : হ্যাঁ, দুঃখেই মানুষ খাঁটি হয়।

ব্লাঁশ : মানুষের মধ্যে যা সামান্য একটু সত্য আছে তা বোধ হয় যারা জীবনে দুঃখ পেয়েছে তাদেরই আছে।

মিচ্ : আমার মনে হয় আপনি ঠিকই বলেছেন।

ব্লাঁশ : আমি জানি, আমি ঠিকই বলছি। জীবনে দুঃখ পায়নি এমন লোক আমাকে দেখান। আমি ঠিক দেখিয়ে দেবো সে কত অগভীর দেখুন! আমার জিভ একটু জড়িয়ে যাচ্ছে। এজন্য আপনারাই দায়ী। আমাদের ছবি শেষ হয়েছে এগারটায় অথচ

আপনাদের তাস খেলার জন্য আমরা বাড়ী আসতে পারিনি। কাজেই আমাদের অন্য জায়গায় গিয়ে কিছু পান করতে হোলো। আমি সাধারণতঃ এক গ্লাসের বেশী পান করি না, খুব বেশী হলে দু'গ্লাস আর তিন গ্লাস। (হাসে) আজ তিন গ্লাস খেয়েছি।

স্ট্যানলি : মিচ্!

মিচ্ : আমাকে বাদ দাও। আমি মিস—

ব্লাঁশ : দ্যুবোয়া।

মিচ্ : মিস দ্যুবোয়া ?

ব্লাঁশ : এটা একটা ফরাসী নাম। এর অর্থ বনানী আর ব্লাঁশ অর্থ সাদা। দুটো মিলিয়ে অর্থ হচ্ছে শ্বেত বনানী। অনেকটা বসন্তের পুষ্পোদ্যানের মত। এমনি করে আমার নামটা মনে রাখতে পারেন।

মিচ্ : আপনি ফরাসী ?

ব্লাঁশ : এক রকম জবরদস্তি করেই ফরাসী বলা হয়। আমাদের প্রথম মার্কিন পূর্বপুরুষরা ছিলেন ফরাসী হ্যুগুয়েনো।

মিচ্ : আপনি তো স্টেলার বোন। তাই না ?

ব্লাঁশ : হ্যাঁ স্টেলা আমার আদরের ছোট্ট বোন। আমি ওকে ছোট বলি যদিও ও আসলে আমার চেয়ে অল্প কিছু বড়—বছর খানেকের চেয়েও কম। আমার একটা কাজ করে দেবেন ?

মিচ্ : অবশ্যই। বলুন কি ?

ব্লাঁশ : আমি এই ছোট্ট চমৎকার রঙ্গীন কাগজের শেডটা বুরবঁতে এক চীনা দোকান থেকে কিনেছি। আপনি দয়া করে এটা ঐ বাল্‌বটার উপর লাগিয়ে দিন তো।

মিচ্ : এক্ষুনি দিচ্ছি।

ব্লাঁশ : কোন রূঢ় উক্তি বা কোন অশোভন আচরণ আমার কাছে যেমন অসহ্য প্রায় তেমনি অসহ্য শেড ছাড়া বাতি।

মিচ্ : (বাতি ঠিক করতে করতে) আমাদেরকে বোধ হয় আপনার খুব অভদ্র মনে হচ্ছে।

ব্লাঁশ : আমি যে কোন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারি।

মিচ্ : এটা পারলে খুবই ভাল কথা। আপনি বুঝি স্ট্যানলি আর স্টেলার এখানে বেড়াতে এসেছিলেন ?

ব্লাঁশ : ইদানিং স্টেলার শরীরটা বিশেষ ভাল যাচ্ছিল না তাই আমি ওকে সাহায্য করতে এসেছি। ওর স্বাস্থ্যটা খুব খারাপ হয়ে গেছে।

মিচ্ : আপনি কি—

ব্লাঁশ : বিবাহিতা ? না না, আমি আইবুড়ো বয়স্কা শিক্ষয়িত্রী।

মিচ্ : আপনি আইবুড়ো শিক্ষয়িত্রী হতে পারেন কিন্তু বয়স্কা যে নন সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

ব্লাঁশ : ধন্যবাদ। আপনার সৌজন্যে আমি প্রীত।

মিচ্ : আপনার পেশা তাহলে শিক্ষকতা ?

ব্লাঁশ : এঁ্যা, হঁ্যা তা—

মিচ্ : প্রাথমিক বিদ্যালয়, নাকি উচ্চ বিদ্যালয়—

স্ট্যানলি : (চিৎকার করে) মিচ !

মিচ্ : আসছি।

ব্লাঁশ : বাপরে ! ফুসফুসের কি জোর।......আমি উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াই। লরেলে।

মিচ্ : আপনি কি পড়ান ? কোন্ বিষয় ?

ব্লাঁশ : অনুমান করুন।

মিচ্ : আপনি নিশ্চয়ই ছবি আঁকা শেখান নয়ত গান শেখান।

[ব্লাঁশ মৃদু মৃদু হাসতে থাকে]

অবশ্য আমার ভুলও হতে পারে। আপনি হয়ত বা অঙ্ক করান।

ব্লাঁশ : না না অঙ্ক, অঙ্ক কোন দিনও না ! (হাসতে হাসতে) আমি

নামতাই জানি না! দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাকে পড়াতে হয় ইংরেজী। আমি সাধ্যমত চেষ্টা করি এই সব প্রেম-বুভুক্ষু কিশোর কিশোরী-দের মনে হথর্ন, হুইটম্যান, পো এদের সম্পর্কে শ্রদ্ধা জাগিয়ে তুলতে।

মিচ্: আমার বিশ্বাস তাদের মধ্যে কেউ কেউ এসবের চেয়ে অন্য জিনিসে বেশী উৎসাহী।

ব্লাঁশ: আপনি ঠিক বলেছেন। সব কিছুর ওপরে তারা সাহিত্যের স্থান দেয় এমনটি বলা চলে না। তবে হ্যাঁ, ওরা বড় ভাল। বসন্তের আগমনে ওরা যখন প্রথম প্রেমে পড়ে তখন ওদের জন্য আমার বড্ড মায়া হয়। ওদের ভাব দেখলে মনে হয় যেন পৃথিবীর আর কেউ কোনদিন প্রেমে পড়েনি।

(বাথরুমের দরজা খুলে স্টেলা বেরিয়ে আসে। ব্লাঁশ মিচের সঙ্গে কথা বলতে থাকে) ওহ্, আপনার কথা শেষ হয়েছে? দাঁড়ান. রেডিওটা চালিয়ে দিই।

[ব্লাঁশ রেডিওর নব ঘোরায়। গান শুরু হয়। জার্মান গান। ব্লাঁশ রোমান্টিক ভঙ্গীতে বাজনার তালে তালে নাচতে শুরু করে। মিচ্ খুব আনন্দ পায় এবং নাচিয়ে ভালুকের মত অদ্ভুতভাবে ওকে নকল করে।]

[স্ট্যানলি পর্দার ফাঁক দিয়ে শোবার ঘরে বেগে প্রবেশ করে। সাদা ছোট রেডিওটা টেবিল থেকে একরকম ছিনিয়ে নেয়। চিৎকার করে একটা দিব্যি কাটে। তারপর যন্ত্রটা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দেয়।]

স্টেলা: মাতাল—মাতাল—জানোয়ার কোথাকার! (তাস খেলার টেবিলের দিকে বেগে এগিয়ে যায়) আপনারা সবাই দয়া করে বাড়ী যান। যদি আপনাদের কারো মধ্যে ভদ্রতার লেশমাত্র থেকে থাকে—

ব্লাঁশ: (পাগলের মত) স্টেলা, সাবধান, স্ট্যানলি—

[স্ট্যানলি স্টেলার দিকে বেগে ধাবিত হয়।]

পুরুষরা : (মিন মিন করে) আহা স্ট্যানলি রাগ করছো কেন ? থামো না,—আমরা সবাই—

স্টেলা : খবরদার, খবরদার বলছি, আমার গায়ে যদি হাত দাও আমি তা হলে—

[স্টেলা পিছিয়ে দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। স্ট্যানলিও তার পেছনে অদৃশ্য হয়। একটা আঘাতের শব্দ শোনা যায়। স্টেলা চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। ব্লাঁশ চিৎকার করে রান্নাঘরের দিকে ছুটে যায়। পুরুষেরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়। ধ্বস্তাধ্বস্তি ও অভিশাপ বাক্য উচ্চারিত হতে শোনা যায়। কি যেন একটা উল্টে পড়ার প্রচণ্ড শব্দ হয়।]

ব্লাঁশ : (চিৎকার করে) আমার বোন সন্তান সম্ভবা !

মিচ্‌ : কি ভয়ানক কাণ্ড।

ব্লাঁশ : উন্মাদ ! ঘোর উন্মাদ।

মিচ্‌ : যাও তো তোমরা ওকে ধরে আনো তো !

[দু'জন পুরুষ স্ট্যানলিকে জোর করে চেপে ধরে শোবার ঘরে নিয়ে আসে। স্ট্যানলি তাদেরকে প্রায় ছিট্‌কে ফেলে দেয়ার যোগাড় করে। তারপর হঠাৎ করেই কেমন যেন শান্ত হয়ে যায়, নিস্তেজ হয়ে যায়।]

[তারা ওর সঙ্গে ধীরে ধীরে সহানুভূতির সঙ্গে কথা বলে। সেও তাদের একজনের কাঁধে মুখ রাখে।]

স্টেলা : (দৃষ্টির বাইরে থেকে, উচ্চকণ্ঠে, অস্বাভাবিক স্বরে) আমি চলে যেতে চাই, আমি চলে যেতে চাই।

মিচ্‌ : যে বাড়ীতে মহিলা আছেন, তেমন বাড়ীতে কখনই পোকার খেলা উচিত নয়।

ব্লাঁশ : (ছুটে শোবার ঘরে ঢোকে।) আমি আমার বোনের কাপড়-চোপড় চাই। আমরা ওপরতলার ভদ্রমহিলার কাছে যাব।

মিচ্ ঃ কাপড় চোপড় কোথায় ?

ব্লাঁশ ঃ (দেয়াল আলমারী খুলে) এই যে পেয়েছি (ছুটে স্টেলার কাছে যায়) স্টেলা, স্টেলা লক্ষ্মী সোনা বোনটি আমার, ভয় পাসনে।

[স্টেলাকে জড়িয়ে ধরে বাইরের দরজা দিয়ে ওপরের তলায় নিয়ে যায়।]

স্ট্যানলি ঃ (বোকার মত) কি ব্যাপার ? কি হয়েছে ?

মিচ্ ঃ হবে আবার কি ! তুমি পাগল হয়েছ।

পাবলো ঃ ও এখন ঠিক আছে।

স্টিভ ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ, ও এখন ঠিক হয়ে গেছে।

মিচ ঃ ওকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে একটা ভিজে তোয়ালে নিয়ে এসো।

পাবলো ঃ আমার মনে হয় এখন কফি খেলে বোধ হয় ওর খুব উপকার হতো।

স্ট্যানলি ঃ (গাঢ় স্বরে) আমি পানি চাই।

মিচ্ ঃ ওকে গোসল করাও।

[পুরুষেরা ধীরে ধীরে কথা বলতে বলতে ওকে বাথরুমের দিকে নিয়ে যায়।]

স্ট্যানলি ঃ বদমাশ, কুত্তার বাচ্চারা, আমাকে ছাড়ো বলছি।

[মারামারির শব্দ পাওয়া যায়। সেই সাথে জোরে পানি পড়ার শব্দ।]

স্টিভ : চল আমরা চট্‌পট্ এখান থেকে সরে পড়ি।

[তারা সবাই তাস খেলার টেবিলের দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়। তাসে জেতা টাকাকড়ি তুলে নিয়ে বাইরের দিকে চলে যায়]

মিচ্ : (দুঃখের সঙ্গে তবে দৃঢ়ভাবে) যে বাড়ীতে মেয়েরা আছে তেমন বাড়ীতে কখনও পোকার খেলা উচিত নয়।

[ওরা চলে যায়। দরজা বন্ধ হয়ে যায়। চারিদিক নিস্তব্ধ। মোড়ের কাছে নিগ্রো বাদক "কাগজের পুতুল" গানটা ধীরে ধীরে বাজায়। একটু পরে স্ট্যানলি বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে। সারা গা দিয়ে পানি ঝরছে—পরনে ফোঁটা ফোঁটা ছিটের পায়-জামা গায়ের সঙ্গে সেঁটে আছে।]

স্ট্যানলি : স্টেলা! (সামান্য নীরবতা) আমার প্রিয়তমা—আমাকে ত্যাগ করে চলে গেছে। [কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। তারপর টেলিফোনে ডায়াল করে। তখনো কান্নার আবেগে সর্বাঙ্গ থরথর করে কেঁপে উঠছে।] ইউনিস? আমি স্টেলাকে চাই!

[এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে তারপর ফোন নামিয়ে আবার ডায়াল করে]

ইউনিস! যতক্ষণ না ওর সঙ্গে কথা বলতে দেবে আমি ফোন করতেই থাকবো।

[একটা অস্পষ্ট তীক্ষ্ণ স্বর শোনা যায়। স্ট্যানলি টেলিফোন মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। পিয়ানো বেসুরো বেজে ওঠে। ঘরটা ক্রমশঃ অন্ধকার হয়ে আসে। আর ওদিকে রাতের আলোয় বাইরের দেয়াল দেখা যায়। অল্পক্ষণের জন্য ব্লু পিয়ানো বাজে।]

[অবশেষে স্ট্যানলি অসম্পূর্ণ বেশবাসে হোঁচট খেতে খেতে বারান্দায় আসে তারপর কাঠের সিঁড়ি বেয়ে বাড়ীর সামনে ফুট-পাথে নামে। সেখানে দাঁড়িয়ে নিজের মাথা পেছন দিকে হেলিয়ে ক্রন্দনরত কুকুরের মত তার স্ত্রীর নাম ধরে প্রচণ্ড চিৎকার করে ডাকতে থাকে "স্টেলা, স্টেলা, লক্ষ্মী বৌ আমার, স্টেলা"]

স্ট্যানলি : স্টে—লা—আ—

ইউনিস : (ওপর তলার দরজা থেকে ডেকে বলে) ওসব চিৎকার বাদ দিয়ে এখন শুতে যাও।

স্ট্যানলি : আমি স্টেলাকে এখানে চাই। স্টেলা! স্টেলা!

ইউনিস : ও আসবে না, অতএব তুমি এখন যেতে পারো। আর যদি বেশি বাড়াবাড়ি কর তা হলে তোমাকে পুলিশে ধরবে।

স্ট্যানলি : স্টেলা!

ইউনিস: বৌ পিটিয়ে ফিরে ডাকলেই হোলো, ও যাবে না। আর বেচারীর কিনা বাচ্চা হবে।...তুমি একটা ইতর! পোলাকের বাচ্চা! ঈশ্বর করুন গতবারের মত তোমাকে যেন ওরা ধরে নিয়ে গিয়ে তোমার মাথায় ফায়ার ব্রিগেডের হোজ পাইপ দিয়ে পানি ঢালে।

স্ট্যানলি: (বিনীতভাবে) ইউনিস ওকে আমার সাথে নীচে আসতে দাও।

ইউনিস: আহারে! (সশব্দে তার দরজা বন্ধ করে দেয়)

স্ট্যানলি: (গগনবিদারী স্বরে) স্টে—লা—আ—আ

[ক্লারিওনেটে করুণ বাদ্য বাজে। ওপর তলার দরজা আবার খুলে যায়। স্টেলা ড্রেসিং গাউন গায়ে নড়বড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে। তার জলভরা চোখ চক্ চক্ করছে, তার অবিন্যস্ত চুল গলার কাছে, ঘাড়ে, ছড়িয়ে আছে। তারা পরস্পরের দিকে এক-দৃষ্টে তাকায়। তারপর তারা আহত জন্তুর মত গোঁঙাতে গোঁঙাতে পরস্পরের কাছে এগিয়ে আসে। স্ট্যানলি সিঁড়ির ওপর নতজানু হয়ে স্টেলার মাতৃত্বের আভাসে উঁচু হয়ে ওঠা পেটের ওপর নিজের মুখ চেপে ধরে। স্টেলা তাকে মাথা ধরে ওঠায়। স্টেলার চোখ অসম্ভব এক ভালবাসার আবেগে ঝাপসা হয়ে আসে। স্ট্যানলি এক ঝট্কায় জালের দরজা খুলে স্টেলাকে কোলে তুলে নিয়ে অন্ধকার ফ্লাটে ঢুকে পড়ে।]

[ব্ল্যাঁশ ড্রেসিং গাউন গায়ে ওপর তলার সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়ায় এবং তারপর ভয়ে ভয়ে নীচে নামতে থাকে]

ব্ল্যাঁশ: আমার ছোট্ট বোনটা কোথায় গেল? স্টেলা? স্টেলা?

[স্টেলার অন্ধকার ফ্লাটের সামনে এসে ব্ল্যাঁশ প্রায় বজ্রাহতের মত থম্‌কে দাঁড়ায়। তারপরই দৌড়ে গিয়ে বাড়ীর সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে ডাইনে বাঁয়ে তাকাতে থাকে। মনে হয় যেন একটা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছে।

[বাজনা ধীরে ধীরে থেমে যায়। মোড়ের দিক থেকে মিচ্ এগিয়ে আসে।]

মিচ্: মিস্ দ্যুবোয়া, আপনি এখানে?

ব্ল্যাঁশ: ওহ্।

মিচ্ : 'অল কোয়ায়েট অন দি পোটোম্যাক?' সব কিছু এখন শান্ত?

ব্লাঁশ : স্টেলা নীচে এসে স্ট্যানলির সঙ্গে ঘরে ঢুকেছে।

মিচ্ : ভালই তো করেছে।

ব্লাঁশ : আমার ভয় করছে।

মিচ্ : না, না ভয়ের কিছু নেই। ওরা পরস্পরের জন্য পাগল।

ব্লাঁশ : এ ধরনের ঘটনা দেখা আমার অভ্যেস নেই।

মিচ্ : সত্যি, আপনি এলেন আর এসব ঘটনা ঘটলো—এ বড় লজ্জার কথা। তবে এসব ঘটনাকে কোন গুরুত্ব দেবেন না।

ব্লাঁশ : এসব মারামারি আমার কাছে—

মিচ্ : আসুন এই সিঁড়ির ওপর বসে আমার সাথে একটা সিগারেট খান।

ব্লাঁশ : আমার পোশাক ঠিক নেই।

মিচ্ : এ পাড়ায় পোশাকের ঠিক বেঠিক কেউ খেয়াল করবে না।

ব্লাঁশ : কি সুন্দর রূপোর বাক্স!

মিচ্ : এর ওপর কি কথা খোদাই করা আছে আপনাকে তো তা দেখিয়েছি, তাই না?

ব্লাঁশ : হ্যাঁ (কিছুক্ষণের নীরবতা। ব্লাঁশ আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকায়) এই পৃথিবীতে—এই পৃথিবীতে কত যে জটিলতা।

[মিচ্ সংশয়ান্বিতভাবে একটু কাশে]

আমার প্রতি এতটা সহানুভূতিশীল হওয়ার জন্য ধন্যবাদ। আমার এখন সহানুভূতির প্রয়োজন।

চতুর্থ দৃশ্য

[পরদিন ভোরবেলা। রাস্তার নানারকম হাঁকডাকের মিলিত ধ্বনি, অনেকটা কোরাস সঙ্গীতের মত।

স্টেলা শোবার ঘরে শুয়ে আছে। সকাল বেলার সূর্যালোকে তার প্রশান্ত মুখচ্ছবি দেখা যাচ্ছে। তার এক হাত নতুন মাতৃত্বের আভাসে ঈষৎ উঁচু হয়ে ওঠা পেটের ওপরে, আর এক হাত থেকে একটা রঙ্গীন কমিকের বই ঝুলছে। তার চোখেমুখে পরিপূর্ণ শান্তির আবেশ, অনেকটা যেন পূর্বদেশীয় দেবদেবীর মুখের মত।

খাওয়ার টেবিলের ওপর সকাল বেলার আর গতরাতের ভুক্তাবশিষ্ট ছড়িয়ে আছে।

বাথরুমের সামনে স্ট্যানলির রং ঢংএ পায়জামা পড়ে আছে। অল্প একটু ফাঁক হয়ে থাকা বাইরের দরজা দিয়ে গ্রীষ্মের উজ্জ্বল আকাশ দেখা যাচ্ছে।

ব্লাঁশ এই দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। তার চোখেমুখে বিনিদ্র-রজনী যাপনের চিহ্ন পরিস্ফুট। তার মুখের ভাব স্টেলার সম্পূর্ণ বিপরীত। ঘরে ঢোকার আগে সে অনিশ্চিতভাবে তার হাতের মুঠি ঠোঁটের উপর চেপে ধরে ভেতরের দিকে তাকায়।]

ব্লাঁশ : স্টেলা?

স্টেলা : [অলসভাবে একটু নড়ে] হুঁ!

[ব্লাঁশ একটা কাতর ক্রন্দনধ্বনি করে ছুটে শোবার ঘরে এসে স্টেলার পাশে উবু হয়ে বসে তাকে পাগলের মত আদর করতে থাকে]

ব্লাঁশ : সোনামনি, লক্ষ্মীমনি, ছোট্ট বোনটি আমার।

স্টেলা : (হাত ছাড়িয়ে একটু দূরে সরে গিয়ে)

কি ব্যাপার! তোমার হল কি?

[ব্লাঁশ ধীরে ধীরে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তার বোনের দিকে তাকিয়ে থাকে। হাত মুঠো করে ঠোটের উপর চেপে ধরা]

ব্লাঁশ : ও চলে গেছে?

স্টেলা : স্ট্যান? হ্যাঁ।

ব্লাঁশ : আবার আসবে নাকি?

স্টেলা : গাড়ী পরিষ্কার করাতে গেছে।

ব্লাঁশ : কেন ? স্টেলা, আমার প্রায় পাগল হয়ে যাবার জোগাড় ! আমি যখন জানলাম এতসব কাণ্ডের পর তুমি আবার এখানে এসে ঢুকেছ, তখন আমিও তোমার পেছন পেছন ঢুকছিলাম প্রায়।

স্টেলা : ভাগ্যিস ঢোকনি।

ব্লাঁশ : তুমি এখানে কি ভেবে এলে ?

[স্টেলা একটা অনিশ্চিত ভঙ্গি করে]

উত্তর দাও, বল, বল কি ভেবে এলে ?

স্টেলা : দোহাই তোমার, চুপ করে বসো, চীৎকার কোরো না।

ব্লাঁশ : ঠিক আছে স্টেলা, চীৎকার না করেই বলছি। গতরাতে কি করে তুমি এখানে আসতে পারলে। আশ্চর্য ! আমার তো এখন মনে হচ্ছে তুমি তার শয্যা-সঙ্গিনীও হয়েছিলে।

[স্টেলা ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়ায়]

স্টেলা : ব্লাঁশ, তুমি যে কত সহজে উত্তেজিত হও আমি সেটা ভুলেই গিয়েছিলাম। দেখ, তুমি কিন্তু ঘটনাটাকে বড্ড বেশি বাড়িয়ে দেখছো।

ব্লাঁশ : আমি বাড়িয়ে দেখ্‌ছি !

স্টেলা : বটেই তো ! তবে আমি জানি ঘটনাটা তোমার কাছে কত খারাপ লেগেছে আর এমন একটা কাণ্ড ঘটার জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত। তবে তুমি এটাকে যতটা সাংঘাতিক মনে করছো এটা আসলে তেমন কিছুই নয়। আর দেখো পুরুষরা যখন একাধারে পান করতে থাকে আর পোকার খেলতে থাকে তখন যে কোন কিছুই ঘটা সম্ভব। তখন প্রত্যেকেরই বারুদের মত ফেটে পড়ার অবস্থা। ওর তখন কোন চৈতন্যই ছিল না।……আমি যখন নীচে

আসি তখন ও একটা ছোট্ট শিশুর মত শান্ত হয়ে গেছে। আর ও সত্যিই নিজের ব্যবহারের জন্য ভীষণ লজ্জিত।

ব্লাঁশ : ব্যাস এই ! এতেই সব কিছু ঠিক হয়ে গেল ?

স্টেলা : না। ঠিক হয়ে যাবে কেন ? এরকম একটা সাংঘাতিক রকম রাগারাগি করা কোনমতেই ঠিক নয়। তবে লোকে মাঝে মাঝে করে থাকে। আর স্ট্যানলি তো হরদম জিনিসপত্র ভেঙ্গে চুরমার করছেই।

জানো ! আমাদের বিয়ের রাতে কি করেছিল ? যেই না আমরা এ ঘরে ঢুকেছি ও করলো কি আমার পায়ের একপাটি স্যাণ্ডেল নিয়ে সবগুলো বাল্‌ব পিটিয়ে ভাঙ্গলো।

ব্লাঁশ : কি বল্‌লে ?—কি করেছিল ?

স্টেলা : আমার স্যাণ্ডেলর গোড়ালি দিয়ে সবগুলো বাল্‌ব পিটিয়ে ভেঙ্গেছিল। [হাসতে থাকে]

ব্লাঁশ : আর তুমি—তুমি ভাঙ্গতে দিলে ? পালালে না ? চিৎকার করলে না ?

স্টেলা : আমার ত একরকম মজাই লেগেছিল। (একটু থেমে) ইউনিস আর তুমি নাস্তা করেছো ?

ব্লাঁশ : তোমার কি মনে হয় আমার নাস্তা খাবার মত অবস্থা ছিল ?

স্টেলা : দেখো স্টোভের ওপর কিছুটা কফি রাখা আছে।

ব্লাঁশ : স্টেলা তুমি—এমন একটা ভাব দেখাচ্ছো যেন কিছুই হয়নি।

স্টেলা : এ ছাড়া আর কি করতে পারি বল ? ও রেডিওটা সারাতে নিয়ে গেছে। ওটা রাস্তায় পড়েনি কাজেই শুধু একটা টিউব ভেঙ্গেছে।

ব্লাঁশ : আর তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে হাসছো ?

স্টেলা : আমাকে কি করতে বল ?

ব্লাঁশ : কঠিন সত্যের সম্মুখীন হতে বলি।

স্টেলা : তোমার মতে সে সত্যটা কি?

ব্লাঁশ : আমার মতে? আমার মতে তুমি এক উন্মাদকে বিয়ে করেছ।

স্টেলা : কক্ষনো না!

ব্লাঁশ : হ্যাঁ, তাই করেছ। তোমার অবস্থা আমার চেয়েও খারাপ। তোমার অবস্থা যে কত খারাপ তা তুমি জানো না পর্যন্ত। আমি এখন একটা কাজ করবো। আমি নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে নতুন জীবন শুরু করবো।

স্টেলা : বেশ তো!

ব্লাঁশ : কিন্তু তুমি নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছো। এবং সেটা ঠিক নয়। তোমার এমন কিছু বয়স হয়নি, তুমি ইচ্ছে করলে এখনও মুক্তি পেতে পার।

স্টেলা : (ধীরে ধীরে কিন্তু দৃঢ়ভাবে) আমি এমন কোন অবস্থায় পড়িনি যা থেকে আমি মুক্তি পেতে চাই।

ব্লাঁশ : (অবিশ্বাসের সঙ্গে) সত্যি বলছ স্টেলা?

স্টেলা : বললাম তো আমি এমন কোন অবস্থায় পড়িনি যা থেকে আমি মুক্তি পেতে চাই। এই এলোমেলো নোংরা ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখ। ওরা গতরাতে দু'বাক্স মদ সাবাড় করেছে। আজ সকালে ও প্রতিজ্ঞা করেছে এই পোকার খেলার পার্টি আর কখনো হবে না। অবশ্য এসব প্রতিজ্ঞা যে কতক্ষণ টিকবে তা জানা আছে! তবে কথা হচ্ছে ও এতে আনন্দ পায়। আমি যেমন আনন্দ পাই সিনেমা দেখায় আর ব্রিজ খেলায়। আসলে কি জানো একজনের অভ্যেসকে আর একজনের সহ্য করা উচিত।

ব্লাঁশ : তোমাকে বোঝা ভার। (স্টেলা ব্লাঁশের দিকে ফিরে দাঁড়ায়) তোমার এই নির্বিকার ঔদাসীন্য সত্যিই বোঝা ভার। তুমি কি কোন চীনদেশীয় দার্শনিক তত্ত্ব আয়ত্ত করেছো?

স্টেলা : কি? কি বললে?

ব্লাঁশ : এই যে—সব কিছু এড়িয়ে যাচ্ছ আর বিড়বিড় করছো—একটা টিউব ভেঙ্গেছে, বিয়ারের বোতল, নোংরা রান্নাঘর। তোমার ভাবখানা এমন যেন অস্বাভাবিক কিছুই ঘটেনি!

[স্টেলা অনিশ্চিতভাবে হাসে তারপর ঝাঁটাটা হাতে তুলে নিয়ে ঘোরাতে থাকে।]

ব্লাঁশ : তুমি কি ইচ্ছে করে আমাকে ঝাঁটা দেখাচ্ছো?

স্টেলা : ওমা তা কেন?

ব্লাঁশ : থামো বলছি। ঝাঁটা রাখো। ও নোংরা করবে আর তুমি পরিষ্কার করবে তা হবে না।

স্টেলা : তা হলে কে করবে? তুমি?

ব্লাঁশ : আমি? কি বল্‌লে? আমি?

স্টেলা : না, না, আমি সত্যি সত্যি তা বলিনি।

ব্লাঁশ : দাঁড়াও আমাকে ভাবতে দাও। ইস্‌ আমার মাথায় যদি একটা ভাল রকমের বুদ্ধি খেলতো! এসব ঝামেলা মেটাতে হলে কিছু কিছু টাকা বাগানো দরকার। এ ছাড়া আর কোনো পথ নেই।

স্টেলা : টাকা বাগাতে পারাটা সব সময়ই সুখপ্রদ।

ব্লাঁশ : শোন, আমার মাথায় একটা মোটামুটি রকমের বুদ্ধি এসেছে। (কম্পিত হস্তে সিগারেট হোল্ডারে একটা সিগারেট মুচড়ে ঢোকায়) তোমার কি শেপ হান্টলেকে মনে আছে? (স্টেলা মাথা নাড়ে) নিশ্চয়ই তোমার শেপ হান্টলেকে মনে আছে। ঐ যে কলেজে পড়ার সময় অল্পদিনের জন্য যার সঙ্গে আমি স্টেডি যাচ্ছিলাম। তারপর—

স্টেলা : তারপর?

ব্লাঁশ : গত শীতে ওর সাথে আমার দেখা হয়েছিল। তুমি কি জান ক্রিস্‌মাসের ছুটিতে আমি যে মায়ামী গিয়েছিলাম?

স্টেলা ঃ না।

ব্লাঁশ ঃ হ্যাঁ গিয়েছিলাম। আমি অবশ্য গিয়েছিলাম লক্ষপতি পাকড়াও করার আশায়।

স্টেলা ঃ পাকড়াও করেছিলে নাকি ?

ব্লাঁশ ঃ হ্যাঁ ক্রিসমাসের আগের দিন সন্ধ্যায় বিস্‌কাইন বুলেভারে শেপ হান্টলের সঙ্গে দেখা। ও তখন ওর গাড়ীতে ঢুকছিল—ক্যাডিলাক কনভার্টিব্‌ল্ প্রায় মাইল খানেক লম্বা।

স্টেলা ঃ আমার তো মনে হয় ওরকম একটা গাড়ী রাস্তায় রীতিমত অসুবিধের সৃষ্টি করবে।

ব্লাঁশ ঃ তেলের খনির কথা শুনেছ ?

স্টেলা ঃ কিছু কিছু।

ব্লাঁশ ঃ সারা টেক্সাস জুড়ে ওর তেলের খনি আছে। এক কথায় বলতে পারো টেক্সাস ওর পকেটে সোনা উগরে দিচ্ছে।

স্টেলা ঃ বাব্বা, তাই নাকি ?

ব্লাঁশ ঃ তুমি তো জান টাকা পয়সা সম্বন্ধে আমি কি রকম উদাসীন। টাকার কথা আমি তখনি ভাবি যখন টাকা দিয়ে একটা কিছু করার থাকে। তবে হ্যাঁ ও এটা করতে পারবে। ও নিশ্চয়ই এটা করতে পারবে।

স্টেলা : কি করতে পারবে ব্লাঁশ ?

ব্লাঁশ : কেন ? ধর, ও আমাদের একটা দোকান করে দিতে পারে।

স্টেলা : কি ধরনের দোকান ?

ব্লাঁশ : যে-কোন কিছুর দোকান হলেই হল, ওর বৌ যে টাকা রেসের মাঠে ওড়ায় তার অর্ধেক দিয়েই ও আমাদের দোকান করে দিতে পারে।

স্টেলা : ও তাহলে বিবাহিত ?

ব্লাঁশ ঃ বিবাহিত না হলে কি আর আমি এখানে ?

(স্টেলা সামান্য একটু হাসে। ব্লাঁশ হঠাৎ লাফিয়ে উঠে টেলিফোনের কাছে যায়। উচ্চস্বরে বলে) ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন কিভাবে পাওয়া যাবে? অপারেটর, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন চাই।

স্টেলা : আগে ডায়াল করতে হবে......

ব্লাঁশ : আমি পারছি না। আমি খুব—

স্টেলা : শুধু 'O' ডায়াল কর।

ব্লাঁশ : 'O'?

স্টেলা : হ্যাঁ 'O' মানে অপারেটর (ব্লাঁশ কিছুক্ষণ চিন্তা করে, টেলিফোন নাবিয়ে রাখে)।

ব্লাঁশ : আমাকে একটা পেন্সিল দাও তো! একটা কাগজ কোথায় পাই? কথাটা আগে কাগজে লিখে নিতে হবে, মানে—(ব্লাঁশ ড্রেসিং টেবিলের কাছে যায়। লেখার জন্য ভূরু আঁকার পেন্সিল আর কাগজের ন্যাপকিন্ নেয়) আচ্ছা দেখি তাহলে—(পেন্সিল কামড়ায়) প্রিয়তম শেপ। আমি আর আমার বোন বিপদগ্রস্ত।

স্টেলা : এসব কি বলছো?

ব্লাঁশ : আমি ও আমার বোন কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন। পরে বিস্তারিত জানাবো। তুমি কি আমাদের (আবার পেন্সিল কামড়ায়) তুমি কি—তুমি কি আমাদের (টেবিলে গুতো মেরে পেন্সিল ভেঙ্গে ফেলে উঠে দাঁড়ায়) সরাসরি আবেদনে কোনদিন কাজ হয় না।

স্টেলা : (হাসতে হাসতে) কি সব হাস্যকর কাণ্ড করছ বলো তো?

ব্লাঁশ : একটা কিছু ভেবে বার করবই। যা হোক একটা কিছু—ভেবে বার করতেই হবে। হেসো না, হেসো না স্টেলা, দোহাই তোমার আমাকে নিয়ে হেসো না। দেখো—দেখো আমার ব্যাগে কি আছে! এই আছে! (এক ঝটকায় ব্যাগটা মেলে ধরে) পঁয়ষট্টিটা নগণ্য সেন্ট।

স্টেলা : (টেবিলের ড্রয়ারের কাছে গিয়ে) স্ট্যানলি নিয়মিত আমাকে কোন হাত খরচার পয়সা দেয় না। সে নিজেই সবকিছু কেনা কাটা করতে ভালবাসে। তবে আজ সকালে আমাকে খুশী করার জন্য দশ ডলার দিয়েছে। ব্লাঁশ, এ থেকে পাঁচটা তুমি নাও, বাকিটা আমি রাখি।

ব্লাঁশ : না, না স্টেলা।

স্টেলা : (জোর করে) আমি জানি হাতে কিছু পয়সা থাকলে মনে কত জোর পাওয়া যায়।

ব্লাঁশ : না, ধন্যবাদ—গলিতে দাঁড়াবো সে ও ভালো।

স্টেলা : কি পাগলামী করছো! তা টাকা-পয়সা এত তলানিতে এসে ঠেকলো কি করে?

ব্লাঁশ : টাকা উবে যায়—উধাও হয়ে যায়। (কপালি ঘষে) আজকে দিনের মধ্যে কোন এক সময়ে একটা ঘুমের ওষুধ মেশানো পানীয় পান করতে হবে।

স্টেলা : আমি এক্ষুণি বানিয়ে দিচ্ছি।

ব্লাঁশ : না এক্ষুণি নয়,—আমাকে এখন ভাবতে হবে।

স্টেলা : আমার মতে এসব চিন্তা-ভাবনা তুমি বাদ দাও—অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য।

ব্লাঁশ : স্টেলা আমি ওর সঙ্গে থাকতে পারবো না! তুমি পারতে পারো, সে তোমার স্বামী। কিন্তু গতরাতের ঘটনার পর মাঝখানে শুধু ঐ একটা পর্দার ব্যবধান রেখে আমি কিছুতেই এখানে থাকতে পারব না।

স্টেলা : গতরাতে ওর সবচেয়ে খারাপ রূপটাই তুমি দেখেছো।

ব্লাঁশ : উল্টো কথা বলছো। আসলে সবচেয়ে ভাল রূপটাই দেখেছি। ওর মত লোক পাশবিক শক্তি প্রদর্শন করা ছাড়া আর কিই বা করতে পারে! এবং তার একটা চমৎকার প্রদর্শনীই সে দিয়েছে!

এ রকম একটা লোকের সঙ্গে বাস করার একমাত্র উপায় হল তার শয্যাসঙ্গিনী হওয়া। এবং সে কাজ তোমার—আমার নয়।

স্টেলা : কিছুক্ষণ বিশ্রাম নাও, তারপর দেখবে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। যতদিন তুমি এখানে আছ ততদিন তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না—মানে, টাকা-পয়সার ব্যাপারে—

ব্লাঁশ : আমাকে দু'জনের জন্যই ভাবতে হবে। আমাদের দু'জনেরই এই পরিবেশ থেকে দূরে সরে যাওয়া দরকার।

স্টেলা : তুমি কিন্তু বেশ নিজে থেকেই ধরে নিচ্ছ যে আমি এমন একটা অবস্থায় আছি যা থেকে আমি বেরিয়ে আসতে চাই।

ব্লাঁশ : আমি নিজে থেকেই ধরে নিচ্ছি যে বেল রেভের স্মৃতি এখনও তোমার মনে এতটা জাগরূক আছে, যার জন্য এইসব পোকার খেলুড়েদের সঙ্গে বাস করা তোমার পক্ষে অসম্ভব।

স্টেলা : তুমি কিন্তু একটু অতিরিক্ত রকম ধরে নিচ্ছ।

ব্লাঁশ : আমি বিশ্বাস করি এ কথা তুমি অন্তর থেকে বলছো না।

স্টেলা : কেন ?

ব্লাঁশ : ব্যাপারটা কি ভাবে ঘটেছিল সেটা কিছুটা তো বুঝতে পারি—তুমি এক অফিসারকে সামরিক পোশাকে দেখলে—এখানে নয় অন্য কোন—

স্টেলা : আমার তো মনে হয় না কোথায় তাকে দেখেছিলাম তাতে কিছুমাত্র এসে যেত।

ব্লাঁশ : থাক্ হয়েছে। এখন আবার বলে বোসো না এ হচ্ছে সেই অলৌকিক বৈদ্যুতিক প্রবাহ যা দুটি হৃদয়ের মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত হয়! আর যদি তাই বল, তাহলে আমার কাছে তুমি নিতান্তই হাস্যাস্পদ হবে।

স্টেলা : আমি আর এ সম্পর্কে একটি কথাও বলবো না।

ব্লাঁশ : বেশ তো। তাহলে বোলো না।

স্টেলা : তবে জেনে রাখো একটি নারী ও একটি পুরুষের মধ্যে রাত্রির অন্ধকারে এমন কিছু ঘটে—যা পৃথিবীর আর সব কিছুকে তুচ্ছ করে দেয়।

ব্লাঁশ : তুমি যা সব বলছ তা হচ্ছে নিছক কামনা—নিতান্তই বর্বর 'বাসনা'। এ হচ্ছে সেই ঝম ঝম্ করা ট্রামগাড়ীর নাম, যে গাড়ী তোমাদের পাড়ার এ গলি দিয়ে যায় আর ও গলি দিয়ে আসে।

স্টেলা : ও গাড়ীতে তুমি চড়নি ?

ব্লাঁশ : চড়েছি বলেই তো এমন জায়গায় এসেছি যারা আমাকে চায় না এবং যাদের সঙ্গে থাকতে আমিও লজ্জা বোধ করি......

স্টেলা : তুমি যে নিজেকে বেশ একটু ওপরতলার মানুষ হিসেবে ভাবছো সেটা কি একটু বেমানান নয় ?

ব্লাঁশ : না, আমি ওপরতলার মানুষ নইও আর তা ভাবছিও না। স্টেলা বিশ্বাস কর, আমি ওরকম নই ! আমি যা ভাবছি বা এটাকে যে ভাবে দেখছি তা হচ্ছে—ওরকম একটা লোকের সঙ্গে শুধু বেড়ানো চলে, তাও একদিন, দুদিন, মাথায় শয়তান চাপলে বড়জোর তিন দিন। তাই বলে তার সঙ্গে বাস করা ? তার বাচ্চা জন্ম দেয়া ?

স্টেলা : আমি তোমাকে বলেছি আমি ওকে ভালবাসি।

ব্লাঁশ : তোমার কথা ভেবে আতঙ্কে আমার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠছে, কেবলি শিউরে উঠছে !

স্টেলা : তুমি যদি শিউরে উঠতে চাও আমি কি করতে পারি বল ?

[কিছুক্ষণের নীরবতা]

ব্লাঁশ : আমি কি—একটা কথা—খুব খোলাখুলিভাবে বলবো ?

স্টেলা : নিশ্চয়ই, বল না ! যত খোলাখুলিভাবেই বলতে চাও বলো।

[বাইরে ট্রাম এগিয়ে আসার শব্দ। যতক্ষণ না গাড়ীর শব্দ মিলিয়ে যায় ওরা চুপ করে থাকে। ওরা দু'জনেই শোবার ঘরে]
[ট্রামের শব্দের আড়ালে স্ট্যানলি বাইরে থেকে ঘরে ঢোকে। ওরা তাকে দেখতে পায় না। তার হাতে কতকগুলো প্যাকেট। সে ওদের নিম্নোক্ত কথাবার্তা আড়াল থেকে শোনে। তার পরনে গেঞ্জি আর তেলকালি লাগা সুতি প্যাণ্ট]

ব্লাঁশ : তাহলে বলি—কিছু মনে কোরো না, তোমার স্বামী নিতান্তই মামুলি ধরনের সাধারণ মানুষ।

স্টেলা : আমার তো মনে হয় এটা ঠিকই বলেছ।

ব্লাঁশ : মনে হয়! আমরা ছেলেবেলায় কিভাবে মানুষ হয়েছি তা নিশ্চয়ই তুমি এতটা ভুলে যাওনি যে তুমি ভাবতে পার ওর চরিত্রে ভদ্রজনোচিত কোন কিছু আছে! না এক কণাও নেই। ও যদি সাধারণ হত! শুধুই সাদামাটা হত—অথচ সহজ সরল ভাল মানুষ হত—কিন্তু না। ওর মধ্যে একটা পশুত্বের লক্ষণ আছে। এগুলো বলছি বলে তুমি হয়ত আমাকে ঘৃণা করছো, তাই না?

স্টেলা : (ঠাণ্ডা গলায়) বলে যাও, তোমার যা বলার আছে সবটুকুই বল, ব্লাঁশ।

ব্লাঁশ : ওর ব্যবহার জন্তুর মত, ওর স্বভাব জন্তুর মত! ও জন্তুর মত খায়, জন্তুর মত চলে, জন্তুর মত কথা বলে। ওর মধ্যে কেমন যেন একটা মানবেতর ভাব আছে, যেন ঠিক পুরোপুরি মানুষ নয়! হ্যাঁ, অনেকটা যেন বনমানুষের মত—ঐ যে সব নৃতত্ত্বের বই-এ ছবি দেখেছি অনেকটা ঐ রকম। হাজার হাজার বছর ওর পাশ দিয়ে পার হয়ে গেছে। কিন্তু স্ট্যানলি কোয়ালস্কি সেই প্রস্তরযুগের অন্যতম নিদর্শন হিসেবে রয়ে গেছে। হয়ত জঙ্গল থেকে পশু শিকার করে কাঁচা মাংস নিয়ে ফিরছে। আর তুমি! তুমি তার জন্য এখানে অপেক্ষা করছো। হয়ত বা সে তোমাকে মারবে ধরবে অথবা হয়ত বা ঘোঁত্ ঘোঁত করে এসে

চুমু খাবে। অবশ্য যদি এর মধ্যে চুমু আবিষ্কৃত হয়ে থাকে! এদিকে রাত হয়ে আসে আর অন্য বনমানুষগুলোও জড়ো হতে থাকে। তারপর গুহার সামনে তারা ওরই মত ঘোঁত্‌ঘোঁত্‌ করে, হাম্‌হাম্‌ ক'রে খায়, চিবোয়, গুঁতোগুঁতি করে। এই বনমানুষের জটলাকেই তুমি পোকার খেলার জলসা বল। কেউ গর্জন করছে কেউ কোন কিছুতে থাবা বসাচ্ছে, ব্যাস্‌ তারপরই শুরু হয়ে যায় তুলকালাম! হা ঈশ্বর! আমরা হয়ত বা ঈশ্বর যেমনটি করে আমাদের সৃষ্টি করতে চেয়েছিল ঠিক তেমনটি হতে পারিনি। কিন্তু তবুও ভগিনী স্টেলা! আমরা অন্ততঃ আদিম যুগ থেকে কিছুটা অগ্রসর হয়েছি। শিল্পকলা, কবিতা, সঙ্গীত এসবের মাধ্যমে কিছুটা আলোর আভাস পেয়েছি। কারো কারো হৃদয়ে স্নেহ, প্রেম, প্রীতি এইসব কোমল অনুভূতির গোড়াপত্তনও হয়েছে। আমাদের এই অন্ধকার যাত্রাপথ যেখানেই আমাদের নিয়ে যাক না কেন শুধু এটুকু জানি এ যাত্রাপথের পতাকা হবে এগিয়ে চলার পতাকা। এই পতাকাকেই আমরা আঁকড়ে ধরবো। দোহাই তোমার লক্ষ্মীটি এসব বর্বরদের সঙ্গে আদিম যুগে ফিরে যেও না!

[আরেকটা ট্রাম চলে যায়। স্ট্যানলি ইতস্ততঃ করে। একটু ঠোঁট চাটে। তারপর হঠাৎ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে চুপি চুপি সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। মহিলা দু'জন ওর উপস্থিতি সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত অজ্ঞ। ট্রাম চলে যাবার পর স্ট্যানলি বাড়ীর সামনের বন্ধ দরজার বাইরে থেকে ডাক দেয়]

স্ট্যানলি: স্টেলা। এই স্টেলা।

স্টেলা: (এতক্ষণ গম্ভীর ভাবে ব্লাঁশের কথা শুনছিল) স্ট্যানলি।

ব্লাঁশ: স্টেলা, আমি—

[কিন্তু স্টেলা ততক্ষণে সামনের দরজার কাছে এগিয়ে গেছে। স্ট্যানলি প্যাকেটগুলো নিয়ে স্বাভাবিক ভাবে ঘরে ঢোকে]

স্ট্যানলি : স্টেলা, ব্ল্যাঁশ এসেছে ?

স্টেলা : হ্যাঁ এসেছে।

স্ট্যানলি : হ্যালো, ব্ল্যাঁশ (দাঁত বার করে হাসে)

স্টেলা : তুমি নিশ্চয়ই গাড়ীর নীচে ঢুকেছিলে ?

স্ট্যানলি : হ্যাঁ, ফ্রিট্‌জের মিস্ত্রি ব্যাটারা গাড়ীর অ আ ক খ-ও জানে না।

[ব্ল্যাঁশের সামনেই স্টেলা স্ট্যানলিকে গভীর আবেগে জড়িয়ে ধরে। স্ট্যানলি হেসে স্টেলার মাথা বুকে চেপে ধরে। তারপর স্টেলার মাথার ওপর দিয়ে ব্ল্যাঁশের দিকে তাকিয়ে দাঁত বার করে হাসে। ধীরে ধীরে আলো নিষ্প্রভ হয়ে আসে। কেবলমাত্র ওদের অলিঙ্গনা-বদ্ধ মূর্তির ওপর আলো কিছুটা উজ্জ্বল। ব্লু পিয়ানো, ট্রাম্‌পেট ও ড্রাম বাজতে থাকে]

পঞ্চম দৃশ্য

[ব্লাশ একটা সন্থ শেষ করা চিঠি পড়তে পড়তে নিজেকে তাল-পাতার পাখা দিয়ে বাতাস করছে। হঠাৎ সে উচ্ছ্বসিত হাসিতে ফেটে পড়ে। স্টেলা শোবার ঘরে সাজ সজ্জা করছে।]

স্টেলা : কি নিয়ে হাসছ, বলনা।

ব্লাঁশ : কি নিয়ে আর, নিজেকে নিয়ে। যা একটা মিথ্যেবাদী হয়েছি। আমি শেপকে চিঠি লিখছি (চিঠিটা তুলে ধরে)

"প্রিয়তম শেপ, এ গ্রীষ্মকালটা আমি পাখায় ভর করে এখানে আর ওখানে একরকম উড়ে বেড়াচ্ছি। কে জানে হয়ত বা খেয়াল চাপলে শোঁ করে ডালাসেও নেমে পড়তে পারি। যদি তা করি তোমার কেমন লাগবে? হি-হি-হি—

[কিছুটা অস্বস্তির সঙ্গে হলেও ঝক্‌মকে একটা হাসি হাসে। গলার কাছে এমন ভাবে হাত রাখে যেন সে সত্যি সত্যি শেপ-এর সঙ্গে কথা বলছে]

কথায় বলে সাবধানের মার নেই।" কেমন মনে হচ্ছে চিঠিটা?

স্টেলা : এই—মানে—

ব্লাঁশ : (ভয়ে ভয়ে অস্বস্তির সঙ্গে পড়তে থাকে) "আমার বোনের বন্ধুরা সব গ্রীষ্মকালে উত্তরে বেড়াতে যায়। তবে কারো কারো আবার গাল্‌ফে বাড়ী আছে আর সে-সব জায়গায় অনবরত ফূর্তি, চা চক্র, ককটেল, লাঞ্চ—"

[ওপর তলায় হাবেলদের ওখানে গণ্ডগোল শোনা যায়]

স্টেলা : মনে হচ্ছে স্টিভ আর ইউনিসে ঝগড়া লেগেছে।

[ইউনিসের গলা প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়ে]

ইউনিস : আমি তোমার আর তোমার ঐ স্বর্ণকেশী সুন্দরীর ব্যাপার সবই জানি!

স্টিভ : সব মিথ্যে কথা।

ইউনিস : জীনা ! আমাকে ধোঁকা দিতে পারবে না। তুমি যদি সারাক্ষণ 'ফোর ডিউস্'-এ থাকতে তাহলে বুঝতাম কিন্তু তুমি ঘনঘন ওপরে যাও কেন ?

স্টিভ : কে বলেছে ওপরে যাই ?

ইউনিস : আমি নিজে দেখেছি ব্যালকনিতে তুমি ওর পিছু নিয়েছো। দাঁড়াও না, আমি পুলিশ ডাকছি।

স্টিভ : খবরদার বলছি ওসব ছুঁড়বেনা।

ইউনিস : (প্রচণ্ড চীৎকার করে) কি। আমাকে মারলে ! দাঁড়াও আমি পুলিশ ডাকতে যাচ্ছি।

[দেয়ালে হাঁড়িপাতিল আছড়ে পড়ার শব্দ, সেই সাথে পুরুষ গলার গর্জন ও চীৎকার শোনা যায়। আসবাব পত্র উল্টে পড়ার শব্দও শোনা যায়। তারপর আপেক্ষিক নীরবতা]

ব্ল্যাঁশ : (উৎফুল্ল ভাবে) স্টিভ কি ওকে মেরে ফেললো নাকি ?

[ইউনিসকে অসম্ভব এলোমেলো অবস্থায় দেখা যায়]

স্টেলা : না, ও নীচে নেমে আসছে।

ইউনিস : পুলিশ ডাকবো। আমি পুলিশ ডাকবো।

[মোড়ের দিকে ছুটে যায়]

[ব্ল্যাঁশ ও স্টেলা হাসতে থাকে। মোড়ের দিক থেকে স্ট্যানলি এগিয়ে আসে। তার পরনে লাল সবুজে মেশানো সিল্কের বোলিং সার্ট। সে সিঁড়ি দিয়ে উটে রান্নাঘরের দরজায় ধাক্কা দেয়। স্ট্যানলি ঘরে ঢোকাতে ব্ল্যাঁশ অস্বস্তি বোধ করে।]

স্ট্যানলি : ইউনিসদের আবার কি হল ?

স্টেলা : ও আর স্টিভ ঝগড়া করেছে। ওকি পুলিশ ডেকে আনছে নাকি ?

স্ট্যানলি : না তো ! ও দেখি মদ খাচ্ছে।

স্টেলা : সেটা অনেক বেশি বুদ্ধির কাজ।

[স্টিভ কপালের জখমী জায়গায় হাত বুলোতে বুলোতে নেমে আসে এবং দরজার দিকে তাকায়]

স্টিভ : এখানে এসেছে নাকি ?

স্ট্যানলি : না হে না। ঐ 'ফোর ডিউস'-এ গেছে।

স্টিভ : ধুমসী বদ মেয়ে মানুষ কোথাকার !

[একটু ভয়ে ভয়ে মোড়ের দিকে তাকায় তারপর ওপরে ওপরে সাহস দেখিয়ে ইউনিসের খোঁজে যায়]

ব্লাঁশ : ঐ শব্দটা আমার নোট বই-এ টুকে নেব। হা-হা. তোমাদের এখানে যে সব মধুর মধুর বাণী শুনছি সেগুলো আমি একটা নোট বই-এ সংগ্রহ করছি।

স্ট্যানলি : তুমি এখানে এমন কোন শব্দ পাবে না যা তুমি আগে কখনও শোননি।

ব্লাঁশ : তোমার কথায় কি ভরসা করতে পারি ?

স্ট্যানলি : অন্ততঃ পাঁচ শ' শব্দ পর্যন্ত পার।

ব্লাঁশ : সংখ্যাটা বেশ উঁচুই ধরেছো কিন্তু।

[স্ট্যানলি এক ঝট্‌কায় টেবিলের দেরাজ খোলে, সশব্দে বন্ধ করে। ঘরের কোণে জুতো ছুঁড়ে ফেলে। প্রতিটি শব্দে ব্লাঁশ শিউরে ওঠে। অবশেষে সে কথা বলে]

কোন রাশিতে তোমার জন্ম ?

স্ট্যানলি : (পোশাক পরতে পরতে) রাশি ?

ব্লাঁশ : জ্যোতিষী শাস্ত্রের রাশি। আমি বাজি ধরে বলতে পারি তোমার জন্ম নিশ্চয়ই মেষরাশিতে। যাদের মেষরাশিতে জন্ম তারা সাংঘাতিক শক্তিশালী এবং বেগবান হয়। তারা শব্দ, হৈ-চৈ, গণ্ডগোলের পূজারী। তারা জিনিস-পত্র আছড়াতে ভালবাসে। যখন সেনাবাহিনীতে ছিলে তখন নিশ্চয়ই অনেক আছড়া-আছড়ি করেছ। এখন সেনাবাহিনী থেকে বেরিয়ে এসে তাদের না পেয়ে তেজ দেখাচ্ছ যতসব প্রাণহীন জিনিসের ওপর।

[এই দৃশ্যে স্টেলা কিছুক্ষণ পর পর দেয়াল আলমারীর আড়ালে যাচ্ছে আসছে—এখন আড়াল থেকে মাথা বার করে বলে]

স্টেলা ঃ স্ট্যানলি ক্রিসমাসের ঠিক পাঁচ মিনিট পর জন্মেছে।

ব্লাঁশ ঃ মকর রাশি। ছাগল!

স্ট্যানলি : তোমার কোন রাশিতে জন্ম ?

ব্লাঁশ ঃ আমার জন্মদিন সামনের মাসে, পনেরই সেপ্টেম্বর, অর্থাৎ কন্যা রাশি।

স্ট্যানলি : কন্যা রাশি আবার কি ?

ব্লাঁশ : কন্যা রাশি অর্থ কুমারী কন্যা।

স্ট্যানলি : (ঘৃণার সঙ্গে। টাই বাঁধতে বাঁধতে একটু এগিয়ে এসে) হাঃ। বলি শ্য নামের কাউকে চেন নাকি ?

[ব্লাঁশ কিছুটা হতভম্ব হয়। 'ওডি কলোনের' শিশি বার করে রুমাল ভেজায় এবং সাবধানে উত্তর দেয়।]

ব্লাঁশ ঃ কেন ? প্রত্যেকেই শ্য নামের কোন না কোন লোককে চেনেই।

স্ট্যানলি : বটে! তবে এই শ্য নামের লোকটি মনে করে সে তোমাকে লরেলে দেখেছে। তবে আমার মনে হয় সে নিশ্চয়ই অন্য কোন দলের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছে কারণ সেই অন্য দলটিকে সে ফ্ল্যামিঙ্গো নামের হোটেলে দেখেছে।

[ব্লাঁশ রুদ্ধশ্বাসে হাসতে হাসতে কোলোনে ভেজান রুমাল কপালে চেপে ধরে।]

ব্লাঁশ : আমার বিশ্বাস সে ঠিকই আমাকে এই 'অন্যদলের' সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছে। হোটেল ফ্ল্যামিঙ্গো এমন একটি জায়গা যেখানে যেতে আমি সাহসই করব না।

স্ট্যানলি : সে জায়গা তুমি চেন নাকি ?

ব্লাঁশ : হ্যাঁ দেখেছি, গন্ধও পেয়েছি।

স্ট্যানলি: গন্ধ পাওয়া মানে তো বেশ কাছেই গিয়েছিলে মনে হয়।

ব্লাঁশ : সস্তা সুরভির গন্ধ একরকম জোর করেই নাকে ঢোকে।

স্ট্যানলি: তুমি যেগুলো ব্যবহার করো সেগুলো দামী নাকি ?

ব্লাঁশ : জী! এক আউন্সের দাম পঁচিশ ডলার। আমারটা ফুরিয়ে

এসেছে। আভাসটা দিয়ে রাখলাম। যদিই বা আমার জন্ম দিনটা স্মরণ রাখতে চাও!

[হাল্কা ভাবে কথা বলে বটে কিন্তু গলার স্বরে ভয়ের আভাস আছে]

স্ট্যানলি : শ্য নিশ্চয়ই তোমাকে আর কারও সাথে গুলিয়ে ফেলেছে। অবশ্য সে ঘন ঘনই লরেলে যাওয়া আসা করে। কাজেই ভুল হয়ে থাকলে শুধরে নিতে পারবে।

[ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার পর্দার দিকে এগিয়ে যায়। ব্লাঁশ প্রায় মূর্ছিতের মত চোখ বন্ধ করে। যখন রুমাল কপালের কাছে তুলতে যায় তখন হাত কাঁপতে থাকে।]

[স্টিভ ও ইউনিসকে মোড়ের কাছে দেখা যায়। স্টিভের হাত ইউনিসের কাঁধ জড়িয়ে ধরে প্রেমের বাণী শোনাচ্ছে আর ইউনিস প্রচুর পরিমাণে কেঁদে চলেছে। তারা যখন জড়াজড়ি করে ওপরে যায় তখন বাইরে মেঘের মৃদু গর্জন শোনা যায়।]

স্ট্যানলি : (স্টেলাকে) আমি 'ফোর ডিউসে' তোমার জন্য অপেক্ষা করবো

স্টেলা : এই! আমার কি একটা চুমু পাওনা হয়নি?

স্ট্যানলি : উহুঁ, তোমার বোনের সামনে না।

[সে বাইরে যায়, ব্লাঁশ উঠে দাঁড়ায়। মনে হয় অজ্ঞান হয়ে যাবে চারিদকে ভয় বিহ্বল ভাবে তাকায়।]

ব্লাঁশ : স্টেলা, আমার সম্বন্ধে কি শুনেছো?

স্টেলা : কিসের?

ব্লাঁশ : আমার সম্বন্ধে লোকজন তোমাদের কাছে কি বলাবলি করেছে?

স্টেলা : কিসের বলাবলি?

ব্লাঁশ : আমার সম্বন্ধে তোমরা—কোন—গুজব—বদনাম শোননি?

স্টেলা : ওমা! কেন? না তো!

ব্লাঁশ : স্টেলা! আমাকে নিয়ে লরেলে বেশ কিছু কথা উঠেছিল।

স্টেলা : তোমাকে নিয়ে?

ব্লাঁশ : গত দু'বছর অর্থাৎ বেলরেভ যখন আমার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছিল সেই সময়টা আমি খুব একটা সতী সাধ্বীর মত চলিনি।

স্টেলা : অনেক সময়ই আমরা এমন কিছু করি যা—

ব্লাঁশ : আমি কোন দিনই কঠিন স্বভাবের ছিলাম না। কেউ যখন কোমল স্বভাবের হয় তখন তাকে উজ্জ্বল হতে হয়, ঝকৃঝকে হতে হয়, নরম নরম রং-এর কাপড় পরতে হয় অনেকটা যেন প্রজাপতির পাখনার মত—আর আলোর ওপর কাগজের শেড লাগাতে হয়—শুধু কোমল স্বভাব হলেই হয় না। তোমাকে কোমল অথচ আকর্ষণীয় হতে হবে। আর আমি দিনে দিনে নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছি। জানিনা আর কত দিন মানুষের মন ভোলাতে পারবো।

[বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। স্টেলা এগিয়ে গিয়ে কাগজের শেড দিয়ে ঢাকা আলো জ্বালে। তার হাতে কোকের বোতল।]

আমার কথাগুলো কি শুনছো ?

স্টেলা : তুমি যখন মন খারাপ করা কথাগুলো বলো তখন আমি তোমার কথা শুনি না।

[সে কোকের বোতল নিয়ে এগিয়ে আসে]

ব্লাঁশ : (হঠাৎ উচ্ছ্বসিত আনন্দে) ওমা ! এটা আমার জন্য নাকি ?

স্টেলা : অন্য কারো জন্য নয়।

ব্লাশ : লক্ষ্মী সোনা বোনটি আমার ! এটা কি শুধুই কোক ?

স্টেলা : (ঘুরে দাঁড়িয়ে) তুমি কি এর মধ্যে কোন ড্রিঙ্ক মেশাতে চাও ?

ব্লাঁশ : একটু খানি দিলে কোকের স্বাদ কিছুমাত্র নষ্ট হবে না। আমি নিচ্ছি, তোমাকে কষ্ট করতে হবে না।

স্টেলা : আমার কোন কষ্ট হবে না। তোমার জন্য কিছু করতে পারলে আমার কিন্তু ভাল লাগে। অনেকটা বাড়ীর মত মনে হয়।

ব্লাঁশ : সত্যি কথা বলতে কি—কেউ আমার জন্য কষ্ট করলে আমার ভালই লাগে—

[সে দৌড়ে শোবার ঘরে যায়। স্টেলা গ্লাস হাতে তার কাছে এগিয়ে যায়। ব্লাঁশ হঠাৎ একটা কাতর শব্দ করে স্টেলার হাত

আঁকড়ে ধরে নিজের ঠোঁটের ওপর চেপে ধরে। তার ভাবাবেগে স্টেলা একটু অপ্রস্তুত হয়। ব্লাঁশ রুদ্ধ স্বরে বলে]

তুমি।—তুমি—আমার সঙ্গে এত ভাল ব্যবহার কর! অথচ আমি—

স্টেলা : ব্লাঁশ।

ব্লাঁশ : জানি জানি, আর এরকম ক'রবো না। জানি আমার এ ভাব প্রবণতা তুমি খুবই অপছন্দ কর। কিন্তু বিশ্বাস কর তোমার কাছে যেটুকু প্রকাশ করি তার চেয়ে অনেক বেশি আমি অনুভব করি। আমি এখানে বেশি দিন থাকবো না! সত্যিই থাকবো না! আমি কথা দিচ্ছি, আমি—

স্টেলা : ব্লাঁশ।

ব্লাঁশ : (পাগলের মত) আমি থাকবো না, আমি কথা দিচ্ছি আমি থাকবো না আমি যাব! শিগ্‌গীরই যাব, সত্যিই যাব। ও আমাকে বের করে দেয়া পর্যন্ত আমি এখানে অপেক্ষা করবো না।

স্টেলা : এরকম আবোল তাবোল বকা থামাবে?

ব্লাঁশ : থামাচ্ছি। দেখো, ঠিকমত ঢালো, ও জিনিস উপ্‌চে পড়ে।

[ব্লাঁশ তীক্ষ্ণ স্বরে হেসে গ্লাসটা থাবা মেরে ধরে, কিন্তু তার হাত এমনভাবে কাঁপতে থাকে যেন মনে হয় গ্লাসটা পড়ে যাবে। স্টেলা গ্লাসে কোক ঢেলে দেয়। কোক উপ্‌চে পড়ে। ব্লাঁশ অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকার করে ওঠে]

স্টেলা : (চিৎকারে হতভম্ব হয়ে) কি হ'ল?

ব্লাঁশ : আমার সুন্দর সাদা পোশাকে ফেল্‌লে।

স্টেলা : ও.........নাও আমার রুমাল নাও। আস্তে আস্তে শুষে ফেল।

ব্লাঁশ : (ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ হয়) জানি—জানি—আস্তে—আস্তে—

স্টেলা : দাগ হবে নাকি?

ব্লাঁশ : একটুও না। সত্যি এটা ভাগ্যের কথা না?

[কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ে। বড় এক চুমুক কোক খায়। দুই হাতের মাঝে গ্লাস ধরে অল্প অল্প হাসতে থাকে]

স্টেলা : ও রকম চিৎকার করে উঠেছিলে কেন ?

ব্লাঁশ : আমি জানি না কেন চিৎকার করেছিলাম। (অস্বস্তির সঙ্গে বলে) মিচ্—মিচ্ সাতটার সময় আসছে। আমি বোধহয় আমাদের সম্পর্কের কথা ভেবে কিছুটা সন্ত্রস্ত। (হাঁপাতে হাঁপাতে খুব দ্রুত কথা বলে) তার সঙ্গে আমার বিদায়কালীন চুম্বন বিনিময় ছাড়া আর কিছু হয়নি স্টেলা। আমি ওর সম্ভ্রম চাই শ্রদ্ধা চাই। যারা সহজে নিজেকে দান করে পুরুষরা তাদের চায় না। আবার ওদিকে দান না করলে সহজে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। বিশেষ করে সেই মেয়ের বয়স যদি—ত্রিশের ওপর হয়। তারা মনে করে যে মেয়ের বয়স ত্রিশের ওপরে তার তো এক রকম—অশ্লীল ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় ছিনাল হওয়া দরকার। কিন্তু আমি, আমি তো কোন রকম ছিনালীপনা করতে চাইনা। ও অবশ্য জানে না—মানে আমি ওকে আমার সত্যি-কার বয়স জানতে দিইনি।

স্টেলা : তুমি তোমার বয়স সম্বন্ধে এত সচেতন কেন ?

ব্লাঁশ : ঘা খেতে খেতে নিজের সম্বন্ধে আমার আর কোন অহঙ্কার নেই। মানে আমি বলতে চাই—ও আমাকে খুব খাঁটি ও ছলাকলা-বিহীন মনে করে (জোরে হাসে) আমি ওকে ঠকাতে চাই ঠিক ততটা ঠকাতে চাই যাতে ও আমাকে চায়।

স্টেলা : তুমি কি ওকে চাও ?

ব্লাঁশ : আমি চাই বিশ্রাম। আবার ধীরে সুস্থে নিঃশ্বাস নিতে চাই। হ্যাঁ আমি ওকে চাই খুব বেশী করে চাই! একবার ভাবো দেখি যদি এটা ঘটে তাহলে আমি এখান থেকে চলে যেতে পারি। কারো সমস্যা হয়ে থাকতে হয় না—

[মোড়ের দিক থেকে স্ট্যানলি কোমরের বেল্টে মদের বোতল নিয়ে এগিয়ে আসে]

স্ট্যানলি : (খুব জোরে চিৎকার করে) হেই স্টিভ, হেই ইউনিস, হেই স্টেলা।

[ওপরতলা থেকে খুশী খুশী ডাক শোনা যায়। মোড়ের দিক থেকে ট্রাম্পেট ও ড্রামের বাজনা শোনা যায়)

স্টেলা : (ব্লাঁশকে আবেগের সঙ্গে চুমু দিয়ে) এটা ঘটবেই।

ব্লাঁশ : (সন্দেহের সঙ্গে) সত্যি ঘটবে ?

স্টেলা : সত্যি ঘটবে। (সে রান্না ঘরের দিকে যায়, ফিরে তাকিয়ে ব্লাঁশকে বলে) ঘটবেই ঘটবে। আর ড্রিঙ্ক করো না কিন্তু।

[বলতে বলতে গলা ধরে আসে। সে বেরিয়ে তার স্বামীর কাছে যায়। ব্লাঁশ পানপাত্র হাতে চেয়ারে এলিয়ে পড়ে। ইউনিস চিৎকার করে হাসতে হাসতে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামে। স্টিভ তার পেছন পেছন ছাগলের মত আওয়াজ করে মোড়ের দিকে তাড়া করে নিয়ে যায়। স্ট্যানলি ও স্টেলা হাত ধরাধরি করে হাসতে হাসতে ওদের পেছন পেছন যায়। সন্ধ্যা গাঢ়তর হয়। দূরে 'ফোর ডিউসে' করুণ বাদ্য বাজে)

ব্লাঁশ : হায় কপাল, হায় কপাল, হায় আমার কপাল।

[তার চোখ বন্ধ। হাত থেকে তালপাতার পাখা পড়ে যায়। বেশ কয়েকবার টেবিলের হাতলে চাপড় মারে। বাইরে বিদ্যুতের ঝলকানি। এক তরুণ যুবক রাস্তা দিয়ে এগিয়ে এসে দরজার ঘন্টি টেপে]

ব্লাঁশ : ভেতরে আসুন।

[পর্দা ফাঁক করে তরুণ যুবকটি এগিয়ে আসে, ব্লাঁশ কৌতূহলী দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়]

বলুন বলুন আপনার জন্য কি করতে পারি ?

তরুণ : 'সন্ধ্যা তারার' জন্য চাঁদা সংগ্রহ করছি।

ব্লাঁশ : ওমা ! তারাদের জন্য চাঁদা তুলতে হয় তাতো জানতাম না।

তরুণ : এটা একটা কাগজের নাম।

ব্লাঁশ : জানি। একটু ঠাট্টা করছিলাম। একটু পান করবে ?

তরুণ : জ্বী না ধন্যবাদ। কাজের সময় পান করার নিয়ম নেই।

ব্লাঁশ : আচ্ছা দাঁড়াও—দেখছি—নাঃ আমার কাছে কোন খুচরো পয়সা নেই। আমি এ বাড়ীর কর্ত্রী নই ! আমি তার বড় বোন,

মিসিসিপি থেকে এসেছি। ঐ যেসব গরীব আত্মীয়ার কথা শোনা যায় আমি হচ্ছি তাই।

তরুণ : ঠিক আছে। আমি অন্য আরেক সময় আসবো। (বাইরে যাবার জন্য অগ্রসর হয় কিন্তু ব্লাঁশ এগিয়ে আসে)

ব্লাঁশ : এই! (যুবকটি লাজুক ভঙ্গীতে ফিরে দাঁড়ায়। ব্লাঁশ লম্বা হোল্ডারে সিগারেট লাগায়।) এটা জ্বালিয়ে দিতে পার? [ব্লাঁশ তার কাছে এগিয়ে আসে। তারা এখন দু'ঘরের মাঝ খানে দাঁড়িয়ে]

তরুণ : নিশ্চয়ই। (একটা লাইটার বার করে) এটা অবশ্য সব সময় কাজ করে না।

ব্লাঁশ : মতলব মাফিক চলে নাকি? (আগুন জ্বলে) আহ্। ধন্যবাদ (যুবকটি আবার যাবার জন্য অগ্রসর হয়) এই! (আবার ফিরে দাঁড়ায়, একটু অস্বস্তি বোধ করে। ব্লাঁশ বেশ কাছে এগিয়ে আসে) কটা বেজেছে?

তরুণ : সাতটা বাজতে পনের মিনিট বাকি।

ব্লাঁশ : ওমা! এত বেজে গেছে? নিউ অর্লিন্সের এই বৃষ্টি ভেজা সন্ধ্যাগুলো তোমার ভাল লাগে না?
এই সব সন্ধ্যায় যখন একটা ঘণ্টা কেবল একটা ঘণ্টাই নয় যেন অনন্তকালের একটা অংশ হঠাৎ ছিট্‌কে এসে তোমার হাতে পড়েছে—আর তুমি ভেবে পাচ্ছো না এটা নিয়ে কি করবে। (ব্লাঁশ তরুণের কাঁধ ছুঁয়ে) বৃষ্টিতে ভিজে যাওনি তো?

তরুণ : জীনা, আমি ভেতরে ঢুকে গিয়েছিলাম।

ব্লাঁশ : দোকানে ঢুকে সোডা খেয়েছ?

তরুণ : জী।

ব্লাঁশ : চকলেট?

তরুণ : জী না, চেরী।

ব্লাঁশ : (হেসে) চেরী !

তরুণ : জ্বী ! চেরী স্রোডা।

ব্লাঁশ : ইস্ আমার জিভে পানি আসছে।

[এগিয়ে গিয়ে আলতোভাবে তার গাল ছোঁয় এবং হাসে। তারপর বাক্সের কাছে যায়]

তরুণ : এবার আমাকে যেতে হয়।

ব্লাঁশ : ওহে তরুণ !

[যুবকটি ঘুরে দাড়ায়। ব্লাঁশ একটা হাল্কা বড় স্কার্ফ ট্রাঙ্ক থেকে বার করে গায়ে জড়ায়। এই সময় ব্লু পিয়ানো শোনা যাবে। এবং এখন থেকে শুরু করে পরবর্তী দৃশ্যের আরম্ভ পর্যন্ত বাজতে থাকবে। যুবকটি গলা পরিষ্কার করে আকুল ভাবে দরজার দিকে তাকায়]

নবীন যুবক, নবীন যুবক, নবীন যুবক। তোমাকে কি কেউ কোন দিন বলেছে যে তোমাকে দেখতে ঠিক যেন আরব্য উপন্যাসের রাজপুত্রের মত ?

[যুবকটি অস্বস্তির সঙ্গে হাসে। একটা বাচ্চা ছেলের মত লাজুক ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকে। ব্লাঁশ তাকে মৃদু কণ্ঠে বলে]

জেনে রাখো, তুমি ঠিক তেমনি দেখতে। এখানে এসো। আমি তোমার ঠোঁটে চুমু খেতে চাই। খুব আলতো করে, খুব মিষ্টি করে, শুধু একবার।

[উত্তরের অপেক্ষা না করে দ্রুত তার কাছে এগিয়ে যায় এবং তার ঠোঁটে চুমু খায়]

যাও এবার পালাও। শিগ্গীর ! তোমাকে কাছে রাখতে পারলে আমার খুব ভালো লাগতো। কিন্তু কি জানো আমাকে ভালো হতে হবে, বাচ্চা ছেলেদের কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে।

[যুবকটি কিছুক্ষণ তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। ব্লাঁশ তার জন্য দরজা মেলে ধরে। যুবকটি বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়। ব্লাঁশ দূর থেকে তাকে চুমু দেয়ার ভঙ্গী করে। যুবকটি চলে যাবার পর সে কিছুক্ষণ স্বপ্নাবিষ্টের মত দাঁড়িয়ে থাকে। অল্পক্ষণ পরে মোড়ের দিক থেকে গোলাপের তোড়া হাতে মিচ্ এগিয়ে আসে।]

ব্লাশ : (খুশী হয়ে) ওমা ! দেখ কে আসছে ! আমার গোলাপ কুমার ! আগে আমাকে কুর্ণিশ করো, তারপর ওগুলো উপহার দাও। আ-হ, ধন্যবাদ।

[ফুলের তোড়া ঠোঁটের ওপর চেপে ধরে কিছুটা কলাবতীর মত তার দিকে তাকায়। মিচের আত্মসচেতন মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত দেখায়]

ষষ্ঠ দৃশ্য

[ঐ দিনেরই রাত দুটো। বাড়ীর বাইরের দেয়াল দেখা যাচ্ছে। ব্লাঁশ ও মিচ্‌ ভেতরে ঢোকে। একমাত্র স্নায়বিক পীড়াগ্রস্ত লোকই এত অসম্ভব রকম ক্লান্ত হতে পারে যা কিনা ব্লাঁশের গলার স্বরে ও ভাব ভঙ্গীতে প্রকাশ পাচ্ছে। মিচের ভাব অবিচলিত কিন্তু বিষণ্ণ। ওরা খুব সম্ভবতঃ লেক পোঁশারত্র্যাঁর মেলায় গিয়েছিল। কারণ মিচের হাতে উল্টো করে ধরা 'মে ওয়েস্টের' ছোট মূর্তিটা আছে ঐ ধরনের মূর্তি এই সব মেলায় বন্দুক ছোঁড়া বা অন্য কোন বাজির খেলা জিতলে পুরস্কার স্বরূপ দেয়া হয়।]

ব্লাঁশ : (নির্জীবের মত সিঁড়ির সামনে দাঁড়ায়) বেশ। এবার!

[মিচ্‌ অস্বস্তির সঙ্গে হাসে]

এবার তাহলে!

মিচ্‌ : আমার মনে হয় অনেক রাত হয়ে গেছে—আর তুমিও খুব ক্লান্ত।

ব্লাঁশ : রাতের শেষ সীমা পর্যন্ত গরম সমোসাআলার ডাক শোনা যায় কিন্তু এখন সেও বাড়ী গেছে। (মিচ্‌ আবার অস্বস্তির সঙ্গে হাসে) তুমি বাড়ী যাবে কেমন করে?

মিচ্‌ : আমি বুরবঁ পর্যন্ত হেঁটে যাব। তারপর মাঝরাতের কোন একটা গাড়ী ধরবো।

ব্লাঁশ : (কঠিন মুখে হেসে) ঐ যে বাসনাপুর নামের গাড়ী ওটা কি এখনও এত রাতেও ঘর্ঘর করে ঘুরে বেড়াচ্ছে?

মিচ্‌ : (গাঢ় স্বরে) ব্লাঁশ আমার মনে হয় আজকের সন্ধ্যা তুমি এতটুকুও উপভোগ করনি।

ব্লাঁশ : আমিই বরং তোমার সন্ধ্যাটা মাটি করেছি।

মিচ্‌ : না না তুমি নও। প্রতি মুহূর্তে আমি অনুভব করছিলাম আমিই কেমন যেন তোমাকে ঠিকমত আনন্দ দিতে পারছিলাম না।

ব্লাঁশ : আমার যতটা আনন্দিত হবার কথা ছিল আমি কিছুতেই তা

হতে পারছিলাম না। ব্যস এই আর কি। আমার মনে হয় না আমার জীবনে আমি কোনদিন আনন্দোৎফুল্ল হওয়ার জন্য এমন প্রাণপণ চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি। আমি কিন্তু চেষ্টা করার জন্য দশে দশ পাব—চেষ্টাটা খুবই করেছিলাম।

মিচ্‌ঃ ব্লাঁশ, তোমার যদি ভাল না লেগে থাকে জোর করে চেষ্টা করার কি দরকার ছিল ?

ব্লাঁশ : আমি প্রকৃতির নিয়ম পালন করছিলাম।

মিচ্‌ঃ সেটা আবার কোন নিয়ম ?

ব্লাঁশ : যে নিয়মে বলে, নারী পুরুষকে অবশ্যই আনন্দ দান করবে—আর তা না হলে পাশার দান ভেস্তে যাবে। দেখ তো এই ব্যাগে দরজার চাবিটা খুঁজে পাও কিনা। আমি যখন এত ক্লান্ত হয়ে পড়ি তখন আঙুলগুলো সব ভোঁতা হয়ে হায়!

মিচ্‌ঃ (ব্যাগ হাত্‌ড়ে) এইটে নাকি ?

ব্লাঁশ : না গো, এটা আমার বাক্সের চাবি যে বাক্স আমাকে শিগ্‌গীরই গোছগাছ করতে হবে।

মিচ্‌ঃ তুমি কি শিগ্‌গীরই চলে যাবে নাকি ?

ব্লাঁশঃ হ্যাঁ, এখানকার আদর অনেক আগেই ফুরিয়েছে।

মিচ্‌ঃ এইটে নাকি ?

[বাজনা মিলিয়ে যায়]

ব্লাঁশঃ ইউরেকা! পেয়েছি! লক্ষ্মীটি, তুমি দরজাটা খোলো। আমি ততক্ষণ আকাশটা আর একবার দেখেনি।

[বারান্দার রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়ায়। মিচ্‌ দরজা খুলে ওর পেছনে বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকে]

আমি সপ্ত ভগিনী সপ্ততারাদের খুঁজছি। কিন্তু না, মেয়েগুলো আজ এখনও বার হয়নি। ওমা, না, ঐ তো, ঐ তো ওরা! ঈশ্বর ওদের মঙ্গল করুন। সব কটি বোন দল বেঁধে বাড়ী যাচ্ছে

ব্রিজ খেলার পার্টিতে—দরজা খুলতে পেরেছো ? লক্ষ্মী ছেলে !
তুমি বোধ হয় এখন যেতে চাও ?

[মিচ্ একটু নড়াচড়া করে, একটু কাশে]

মিচ্ঃ আমি কি, আমি কি তোমাকে—একটা চুমু দিতে পারি ?

ব্লাঁশঃ চুমু দেবে কি না দেবে এসব প্রশ্ন কর কেন ?

মিচ্ঃ আমি ঠিক বুঝতে পারি না তুমি চাও কি চাও না।

ব্লাঁশঃ তোমার এত সব সন্দেহ কেন ?

মিচ্ঃ সেদিন রাতে যখন আমরা লেকের পাড়ে গাড়ী থামিয়েছিলাম আর আমি তোমাকে চুমু দিয়েছিলাম, তুমি—

ব্লাঁশঃ না চুমু দেয়াতে আপত্তি করিনি, বরঞ্চ আমার খুব ভালই লেগেছিল। আপত্তি করেছিলাম—অন্যরকম ঘনিষ্ঠতায়—যে গুলো আমার মতে কারোই উৎসাহ দেয়া উচিত নয়। অবশ্য আমার যে খারাপ লেগেছিলো তা নয়। এতটুকুও নয় ! সত্যি কথা বলতে কি তুমি আমাকে কামনা করেছো বলে বেশ একটা আত্মতৃপ্তিই বোধ করছিলাম। তবে একটা কথা তুমিও যেমন জানো আমিও তেমনি জানি একটি নিঃসঙ্গ মেয়ে যার আপন বলতে এ পৃথিবীতে কেউ নেই তাকে এইসব আবেগ দমন করতে হয় নইলে সে যে কোথায় হারিয়ে যাবে তার কোন ঠিক নেই।

মিচ্ঃ হারিয়ে যাবে ?

ব্লাঁশঃ আমার মনে হয় তুমি বোধ হয় যারা হারিয়ে যেতে ভালবাসে তেমন মেয়েতেই অভ্যস্ত। এমন ধরনের মেয়ে, যারা প্রথম পরিচয়ের দিনেই নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলে !

মিচ্ঃ তুমি ঠিক যেমনটি আমি তোমাকে ঠিক তেমনটিই চাই। আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতায়—তোমার মত কাউকেই দেখিনি।

[ব্লাঁশ গম্ভীরভাবে মিচে্‌র দিকে তাকায়। তারপর হঠাৎ করে উচ্ছ্বসিত হাসিতে ফেটে পড়েই মুখে হাত চাপা দেয়।]

ব্লাঁশ: না না সে কি! দেখো বাড়ীর কর্তা-গিন্নী এখনও ফেরেনি, কাজেই ভেতরে এসো। শোবার আগে শেষবারের মত আর এক দফা কিছু পান করা যাক। বাতি নেভানোই থাক, কি বল?

মিচ্‌: তোমার যেমনটি ইচ্ছে ঠিক তেমনটিই কর।

[ব্লাঁশ মিচে্‌র আগে আগে রান্নাঘরের দিকে যায়। বাড়ীর বাইরের দেয়াল অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। ঘর দুটোয় আবছা আলো]

ব্লাঁশ: (প্রথম ঘর থেকে) ঐ ঘরটায় যাও—ওটা বেশি আরামের। আমি যে অন্ধকারে হাত্‌ড়ে বেড়াচ্ছি তার উদ্দেশ্য হচ্ছে কিছু পানীয় দ্রব্য খুঁজে বার করা।

মিচ্‌: সত্যিই পান করতে চাও?

ব্লাঁশ: না, তোমাকে দিতে চাই। সারাটা সন্ধ্যা তোমাকে এত গম্ভীর আর উদ্বিগ্ন মনে হয়েছে। অবশ্য আমাকেও তাই মনে হয়েছে। আমরা দুজনেই খুব গম্ভীর আর উদ্বেগপূর্ণ ছিলাম। অতএব আমাদের দ্বৈত জীবনের এই শেষ ক'টি মুহূর্ত আমি জীবনের জয়গানে ভরে তুলতে চাই। (Joie de vivre, আমি একটা মোমবাতি জ্বালাচ্ছি।

মিচ্‌: চমৎকার হবে।

ব্লাঁশ: আমরা কিন্তু কোন রীতিনীতির ধার ধারব না। আমরা এমন একটা ভাব দেখাবো যেন প্যারিসে নদীর বাম ধারে কোন চিত্রকরের ছোট্ট কাফেতে বসে আছি।

[ব্লাঁশ মোমবাতি জ্বালিয়ে একটা বোতলের মুখে বসিয়ে দেয়]

Je sius la dame aux Camellias! Vous etes armand!

(আমি হচ্ছি ক্যামেলিয়ার তরুণী, আর তুমি হচ্ছ আরমাঁ।) ফরাসী ভাষা বোঝ?

মিচ্‌ঃ (গাঢ় স্বরে) না, না, আমি—

ব্লাঁশ : Voulez-vous coucher ance moi ce soir? Vous ne comprenez pas? ah, quelle dommage! (তুমি কি আমাকে আজ রাতে শয্যা সঙ্গিনী করতে চাও? বুঝতে পারলে না? কি দুঃখের কথা!) —বলছিলাম কি—কি ভাগ্যের কথা কিছুটা পানীয় পাওয়া গেছে। কোন রকমে দুজনের হয়ে যাবে—

মিচ্‌ঃ (গভীর স্বরে) বেশ ভালই তো।

[ব্লাঁশ শোবার ঘরে পানীয় ও মোমবাতি নিয়ে ঢোকে]

ব্লাঁশ : বোসো। কোট খুলে রেখে গলার বোতাম আলগা করে দাও না কেন?

মিচ্‌ : না কোট পরেই থাকি।

ব্লাঁশ : না না আমি চাই তুমি একটু আরাম করে বোসো।

মিচ্‌ : আমি এত বেশী ঘামি যে আমার লজ্জা করছে। ঘামে আমার শার্ট গায়ে একেবারে সেঁটে গেছে।

ব্লাঁশ : ঘাম হওয়া ভাল স্বাস্থ্যের লক্ষণ। ঘাম যদি না হতো তা হলে মানুষ পাঁচ মিনিটের মধ্যে মারা যেত (কোট খুলে নেয়) ভারী সুন্দর কোট তো। কি কাপড়ের কোট?

মিচ্‌ : এ কাপড়কে আলপাকা বলে।

ব্লাঁশ : ও আলপাকা।

মিচ্‌ : খুব হালকা আলপাকা।

ব্লাঁশ : ও খুব হালকা আলপাকা।

মিচ্‌ : আমি গরমের দিনে ওয়াশ এ্যাণ্ড ওয়্যারের কোট পরতে ভালবাসি না। কারণ ও কোট ঘামে একদম ভিজে যায়।

ব্লাঁশ : ওহ্।

মিচ্‌ : তাছাড়া ওসব আমাকে মানায়ও না। আমার মত লম্বা চওড়া

দশাসই শরীর যাদের তাদের খুব বুঝে সুঝে পোশাক পরতে হয় না হলে বড় জবু থবু দেখায়।

ব্লাঁশ: কৈ তুমি তো তেমন একটা দশাসই কিছু নও।

মিচ্: আমাকে তোমার তেমন মনে হয় না?

ব্লাঁশ: না তো! তবে তুমি হাল্কা পাতলা গড়নের নও। তোমার শরীরের কাঠামোটা বিরাট আর তোমার পেটানো স্বাস্থ্য সত্যি দৃষ্টি আকর্ষণকারী।

মিচ্: ধন্যবাদ। গত ক্রিস্‌মাসে আমাকে 'নিউ অর্লিন্‌স্ ক্রীড়া সংসদের' সভ্য করে নেয়া হয়েছে।

ব্লাঁশ: বাঃ বেশ ভাল কথা।

মিচ্: এটা আমার জীবনের সবচেয়ে সেরা উপহার। আমি ওখানে ভারোত্তলন করি, সাঁতার কাটি, মোট কথা নিজের স্বাস্থ্যটা ঠিক রাখি। আমি যখন শুরু করি তখন আমার ভুড়ি হচ্ছিল। কিন্তু এখন আমার পেট কত শক্ত হয়ে গেছে। এখন এত শক্ত হয়ে গেছে যে কেউ আমার পেটে ঘুঁষি মারলেও আমি ব্যথা পাই না। ঘুঁষি মারো, মেরে দেখ না! দেখলে?

[ব্লাঁশ হাল্‌কা ভাবে টোকা দেয়]

ব্লাঁশ: (হাত বুকে চেপে ধরে) মাগো!

মিচ্: বলতো আমার ওজন কত?

ব্লাঁশ: উঁ—আমার মনে হয় একশ আশির কাছাকাছি।

মিচ্: উঁহু হোল না। আবার বলো।

ব্লাঁশ: অতটা নয়?

মিচ্: আরো বেশি।

ব্লাঁশ: তুমি খুব লম্বা কাজেই ওজন বেশি হলেও তোমাকে কিছুমাত্র খারাপ দেখায় না।

মিচ্: আমার ওজন দু'শ সাত পাউণ্ড, খালি পায়ে দাঁড়ালে আমি ছ'ফুট দেড় ইঞ্চি লম্বা। আর ঐ ওজনও আমার কাপড়বাদে ওজন।

ব্লাঁশ ঃ ওরে বাবা ! কি সাংঘাতিক রীতিমত সম্ভ্রম জাগানো ওজন ।

মিচ্ ঃ (অপ্রস্তুত হয়ে) আমার ওজন নিয়ে আলোচনাটা খুব আকর্ষণীয় বিষয় নয় । (একটু ইতঃস্তত করে) তোমার ওজন কত ?

ব্লাঁশ ঃ আমার ওজন ?

মিচ্ ঃ হ্যাঁ ।

ব্লাঁশ ঃ অনুমান করো তো !

মিচ্ ঃ তোমাকে তুলে দেখি ?

ব্লাঁশ ঃ স্যামসন ! নাও, তোলো (মিচ্ পিছনে দাঁড়িয়ে তার কোমর ধরে হাল্‌কাভাবে তুলে ধরে) কত হবে ?

মিচ্ ঃ তুমি তো একটা পালকের মত হাল্‌কা ।

ব্লাঁশ ঃ তাই নাকি ? (মিচ্ তাকে নামিয়ে দেয় বটে, কিন্তু কোমর ধরে থাকে । ব্লাঁশ নকল গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলে) এবার আমাকে ছেড়ে দিতে পার ।

মিচ্ ঃ কি বল্‌লে ?

ব্লাঁশ ঃ (হাসতে হাসতে) বল্‌ছি কি মহাশয়, এবার আমাকে ছেড়ে দিন । (মিচ্ আনাড়ীর মত তাকে জড়িয়ে ধরে । ব্লাঁশের স্বরে তিরস্কারের সামান্য আভাস) মিচ্, যেহেতু স্ট্যানলি আর স্টেলা বাড়ীতে নেই তার অর্থ এই নয় যে তুমি ভদ্রলোকের মত ব্যবহার করবে না ।

মিচ্ ঃ ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করলেই আমাকে একটা চড় মেরো ।

ব্লাঁশ ঃ তার প্রয়োজন হবে না । তুমি স্বভাব ভদ্র । এ পৃথিবীতে যে দু'চারজন মাত্র ভদ্রলোক আছে তার মধ্যে তুমি একজন । আমি কিন্তু চাই না যে তুমি আমাকে বয়স্কা শিক্ষয়িত্রীদের মত কঠোর চরিত্রের মহিলা বা ঐ ধরনের কিছু একটা মনে কর । আসল কথা হচ্ছে—মানে—

মিচ্ ঃ কি ?

ব্লাঁশ ঃ আমার মনে হয় এ শুধু আমার মধ্যে—কিছু পুরোনো নীতিবোধ।

[সে তার চোখের তারা ঘোরায়, সে জানে মিচ্ তার মুখ দেখতে পাচ্ছে না। মিচ্ সামনের দরজায় যায়। বেশ কিছুক্ষণের নীরবতা। ব্লাঁশ দীর্ঘশ্বাস ফেলে। মিচ্ একটু সচেতনভাবে কাশে।]

মিচ্ ঃ (অবশেষে) স্ট্যানলি আর স্টেলা আজ রাতে কোথায় গেছে ?

ব্লাঁশ ঃ ওরা ওপর তলার হাবেলদের সাথে বাইরে গেছে।

মিচ্ ঃ কোথায় গেছে ?

ব্লাঁশ ঃ ওরা লোজ 'স্টেটে' মাঝরাতের সিনেমা দেখতে যাবে বলে বলছিল।

মিচ্ ঃ আমরা একদিন রাতে সবাই মিলে বাইরে যাব।

ব্লাঁশ ঃ না সেটা কোন ভাল প্ল্যান হবে না।

মিচ্ ঃ কেন হবে না ?

ব্লাঁশ ঃ তুমি কি স্ট্যানলির খুব পুরোনো বন্ধু ?

মিচ্ ঃ হ্যাঁ আমরা দুশো একচল্লিশে একসঙ্গে ছিলাম।

ব্লাঁশ ঃ ও বোধ হয় তোমাকে সব কথা খুব খোলাখুলিভাবে বলে ?

মিচ্ ঃ বলেই তো ?

ব্লাঁশ ঃ আমার সম্বন্ধে কিছু বলেছে ?

মিচ্ ঃ উঁহু, বিশেষ কিছু না।

ব্লাঁশ ঃ যেভাবে উত্তরটা দিলে তাতে মনে হচ্ছে, আসলে বলেছে।

মিচ্ ঃ না, ও এমন কিছু বলেনি।

ব্লাঁশ ঃ তবু শুনি কি বলেছে ? আমার প্রতি তার কি রকম ভাব দেখলে ?

মিচ্ ঃ তুমি এসব কেন জানতে চাইছ ?

ব্লাঁশ ঃ চাইছি—

মিচ্ ঃ ওর সঙ্গে কি তোমার সদ্ভাব নেই ?

ব্লাঁশ ঃ তোমার কি মনে হয় ?

মিচ্ ঃ আমার মনে হয় ও তোমাকে ঠিক বুঝতে পারে না।

ব্লাঁশ ঃ কথাটা ভদ্রভাবে বললে এভাবেই বলতে হয়। শিগ্গীর স্টেলার বাচ্চা হবে তাই। তা না হলে এখানকার এত কিছু কোন মতেই সহ্য করতে পারতাম না।

মিচ্ ঃ ওকি দুর্ব্যবহার করে ?

ব্লাঁশ ঃ স্ট্যানলি অসহ্য রকমের রূঢ়। আমার মনে হয় ও ইচ্ছা করে, চেষ্টা করে আমাকে কষ্ট দেয়।

মিচ্ ঃ কি রকম ভাবে ?

ব্লাঁশ ঃ যত ভাবে পারে।

মিচ্ ঃ সত্যি অবাক লাগছে।

ব্লাঁশ ঃ অবাক লাগছে ?

মিচ্ ঃ মানে আমি—আমি ঠিক ভেবে পাই না কেউ কেমন করে তোমার প্রতি রূঢ় হতে পারে।

ব্লাঁশ ঃ সত্যি এ এক ভয়াবহ পরিস্থিতি। দেখতেই পাচ্ছ এখানে কোন আব্রু নেই। রাত্রি বেলা দু'ঘরের মাঝখানে কেবল মাত্র এই পর্দার ব্যবধান। আর ও এই ঘরের মধ্য দিয়ে আণ্ডার অয়ার পরে জানোয়ারের মত হাঁটাহাঁটি করে। আর আমাকে কিনা ওর বাথরুমের দরজা বন্ধ করার কথা পর্যন্ত বলতে হয়। এই সব ছোটলোকামী করার তো কোন দরকার ছিল না। তুমি হয়ত ভাবছো তা হলে আমি চলে যাচ্ছি না কেন ? ঠিক আছে তোমাকে খুলেই বলছি। একজন শিক্ষয়িত্রীর বেতন এত সামান্য যে তা দিয়ে কোন মতে খাওয়া-পরা চলে। গত বছর আমার এক পয়সাও জমেনি কাজেই গ্রীষ্মকালের ছুটি কাটাতে আমাকে এখানে আসতে হয়েছে। এবং এই কারণেই আমাকে আমার বোনের স্বামীকে সহ্য করতে হচ্ছে। এবং তাকেও তার

ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে সহ্য করতে হচ্ছে।—আমাকে ও কতটা ঘৃণা করে সেটা নিশ্চয়ই তোমাকে বলেছে।

মিচ্ : আমি তো মনে করি না সে তোমাকে ঘৃণা করে।

ব্লাঁশ : হ্যাঁ ঘৃণা করে। না হলে সে কেন আমাকে এমন করে অপমান করবে? প্রথম যেদিন ওকে আমি দেখেছি সেদিনই মনে মনে বলেছি ঐ লোকটা হচ্ছে আমার ঘাতক। ও আমাকে ঠিক ধ্বংস করবে, যদি না—

মিচ্ : ব্লাঁশ—

ব্লাঁশ : কি বলছো?

মিচ্ : একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

ব্লাঁশ : করো না!

মিচ্ : তোমার বয়স কত?

ব্লাঁশ : (একটু অস্বস্তির সঙ্গে) কেন জানতে চাও?

মিচ্ : আমার মাকে যখন তোমার কথা বলি উনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ব্লাঁশের বয়স কত?" আমি বলতে পারিনি।

[সামান্য বিরতি]

ব্লাঁশ : তোমার মাকে আমার কথা বলেছ?

মিচ্ : হ্যাঁ।

ব্লাঁশ : কেন?

মিচ্ : মাকে বলেছি তুমি কত ভালো। আর বলেছি তোমাকে আমার কত ভাল লাগে।

ব্লাঁশ : কথাগুলো কি সত্যি?

মিচ্ : তুমি জানো যে সত্যি।

ব্লাঁশ : তোমার মা কেন আমার বয়স জানতে চেয়েছিলেন?

মিচ্ : মা খুব অসুস্থ।

ব্লাঁশ : আমি খুবই দুঃখিত। কঠিন অসুখ?

মিচ্ : বেশী দিন বাঁচবেন না। হয়ত বা কয়েক মাস মাত্র।

ব্লাঁশ : ও।

মিচ্ : আমি এখনও বিয়ে করিনি বলে উনি খুব চিন্তা করেন।

ব্লাঁশ : ও।

মিচ্ : উনি চান আমি যেন বিয়ে করি—মানে উনি।

[মিচের গলা ধরে আসে। সে বার দুয়েক গলা পরিষ্কার করে। অস্বস্তির সঙ্গে নড়াচড়া করে। একবার পকেটে হাত ঢোকায় আবার বার করে]

ব্লাঁশ : তুমি ওঁকে খুবই ভালবাস তাই না?

মিচ্ : হ্যাঁ।

ব্লাঁশ : আমার মনে হয় তোমার মধ্যে ভালোবাসার এক অসীম ক্ষমতা আছে। উনি মারা গেলে তুমি খুব একলা হয়ে যাবে তাই না?

[মিচ্ গলা পরিষ্কার করে মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়]

এযে কি কষ্ট আমি তা বুঝি।

মিচ্ : একা হয়ে যাওয়া।

ব্লাঁশ : আমিও একজনকে ভালবাসতাম। যাকে ভালবাসতাম তাকে আমি হারিয়েছি।

মিচ্ : মারা গেছে? (ব্লাঁশ জানালার কাছে এগিয়ে যায় তারপর বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর গ্লাসে পানীয় ঢেলে নেয়) পুরুষ মানুষ?

ব্লাঁশ : কিশোর বালক, নিতান্তই কিশোর বালক। আর আমি ছিলাম নিতান্ত বালিকা। আমার বয়স যখন সবে ষোল তখন আবিষ্কার করলাম—প্রেম, খুব হঠাৎ করে, কিন্তু পরিপূর্ণরূপে। আমার মনে হোল যা এতদিন অন্ধকারের আড়ালে ছিল তার ওপর কে যেন হঠাৎ করে একটা চোখ ধাঁধানো আলো জ্বেলে দিল। আমার পৃথিবীতে প্রেম এমনি করেই এলো। কিন্তু আমার

দুর্ভাগ্য। আমি প্রতারিত হলাম। ছেলেটি কেমন যেন, অন্য ধরনের ছিল। কেমন যেন কোমল স্বভাব, নরম নরম, ভীতু ভীতু ভাব। ঠিক পুরুষ মানুষের মত নয়। অবশ্যি তাই বলে ওযে দেখতে মেয়েলী ছিল তা নয়—তবু—কি যেন একটা ভাব ছিল। ও আসলে আমার কাছে সাহায্যের জন্য এসেছিলো। আমি অবশ্য তা জানতাম না। ব্যাপারটা যে কি সেটা জানলাম আমাদের বিয়ের পরে যখন আমরা পালিয়ে গিয়ে আবার ফিরেও এসেছি। আমি বুঝতে পারছিলাম কোন এক দুর্বোধ্য কারণে যে সাহায্য ও আমার কাছে চাইছে সেটা আমি ওকে দিতে পারছি না এবং ও আমাকে খোলাখুলি বলতেও পারছে না। ও যেন চোরাবালির ওপর দাঁড়িয়ে আমাকে আঁকড়ে ধরেছিল অথচ আমি ওকে টেনে ধরে রাখতে পারছিলাম না। বরঞ্চ ওর সাথেই তলিয়ে যাচ্ছিলাম। আমি যে তলিয়ে যাচ্ছি সেটা আমি বুঝতেও পারিনি। আমি শুধু জানতাম আমি ওকে অসহ্য রকম ভালবাসি, কিন্তু না পারছিলাম ওকে সাহায্য করতে না পারছিলাম নিজেকে। তারপর একদিন জানতে পারলাম—যতদূর খারাপভাবে জানা যায়। একদিন হঠাৎ একটা ঘরে ঢুকেছি, আমি ভেবেছি ঘরে কেউ নেই—কিন্তু না দু'জন লোক ছিল। একজন সেই ছেলেটি যাকে আমি বিয়ে করেছি আর অন্যজন একজন বয়স্ক লোক যার সঙ্গে ওর বহুদিনের অন্তরঙ্গতা।

[বাইরে ট্রামের শব্দ এগিয়ে আসে। ব্লাঁশ উপুড় হয়ে পড়ে দু'হাতে কান চেপে ধরে। ট্রামটা প্রচণ্ড গর্জনে পার হয়ে যাওয়ার সময় ঘরের মধ্যে হেডলাইটের উজ্জ্বল আলোর ঝলক এসে পড়ে। ক্রমশঃ শব্দ কমে আসতে থাকলে ব্লাঁশ ধীরে ধীরে উঠে বসে আবার কথা বলতে শুরু করে।]

এরপর আমরা ভান করতে লাগলাম যেন কিছুই ঘটেনি। কিছুই

দেখিনি। তারপর আমরা তিনজন গাড়ীতে করে মুনলেক ক্যাসি-নো'তে গেলাম, প্রচুর পান করে মাতাল হয়ে সারাটা পথ হাসতে হাসতে গেলাম।

[নিম্ন গ্রামে মৃদুস্বরে দূরে পোলকা বাদ্য বাজে]

আমরা 'ভাবসুভিয়ানা' নাচলাম। তারপর নাচের মাঝখানে হঠাৎ ছেলেটি যাকে আমি বিয়ে করেছিলাম, আমার কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে 'ক্যাসিনো' থেকে বেরিয়ে গেল। তার অল্পক্ষণ পরেই—গুলির শব্দ।

[পোল্‌কা বাদ্য হঠাৎ থেমে যায়]

[ব্লাঁশ শক্তভাবে উঠে দাঁড়ায়। পোল্‌কা আবার শুরু হয় এবার উচ্চ গ্রামে]

আমি ছুটে বাইরে গেলাম—অন্যরাও গেল। সবাই দৌড়ে লেকের পাড়ে গিয়ে সেই ভয়াবহ বস্তুটির আশে পাশে জড়ো হোলো। এত বেশী ভীড় যে আমি কাছে যেতে পারছিলাম না। এমন সময় কে যেন আমার হাত ধরে বল্‌লো "আর কাছে যেও না। চলে এসো। তুমি দেখতে পারবে না।" দেখতে পারবো না! কি দেখতে পারবো না? তারপর শুনতে পেলাম কারা যেন বলছে এ্যালান! এ্যালান! ঐ যে গ্রে পরিবারের ছেলেটি! মুখের মধ্যে পিস্তল ভরে গুলি করেছে—মাথার পেছনটা—একদম উড়ে গেছে!

[ব্লাঁশ দু'হাতে মুখ ঢেকে টলতে থাকে]

এসব ঘটলো কারণ নিজের মনোভাবকে দমন করতে না পেরে নাচের মাঝখানে আমি হঠাৎ করে ওকে বলেছিলাম "আমি দেখেছি। আমি জানি! তুমি অসহ্য।"

এরপর, যে উজ্জ্বল আলোকে আমার সারা পৃথিবী আলোময় হয়ে গিয়েছিল সে আলো চিরতরে নিভে গেল। তারপর থেকে

আমার জীবনে এক মুহূর্তের জন্যও এমন আলো জ্বলেনি যে আলো এই রান্নাঘরের মোমবাতির চেয়ে এতটুকু উজ্জ্বল—

[মিচ্ একটু এলোমেলোভাবে উঠে দাঁড়ায়, ব্ল্যাশের কাছে এগিয়ে যায়। পোল্কা উচ্চতর শব্দে বাজে। মিচ্ তার পাশে দাঁড়ায় ধীরে ধীরে তাকে কাছে টেনে এনে বাহু বন্ধনে আবদ্ধ করে।

মিচ্ : তোমারও কাউকে প্রয়োজন। আমারও কাউকে প্রয়োজন। ব্ল্যাশ, একি হতে পারে—তুমি আর আমি!

[ব্ল্যাশ শূন্য দৃষ্টিতে তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর মৃদু ক্রন্দন ধ্বনিসহ মিচ্‌কে আঁকড়ে ধরে। তারপর কাঁদতে কাঁদতেই কি যেন বলতে চায়। কিন্তু মুখ দিয়ে কথা বার হয় না। মিচ্ তার কপালে, চোখে এবং শেষে ঠোঁটে চুমু দেয়। পোলকা সুর মিলিয়ে যায়। ব্ল্যাশ গভীর আবেগ ও কৃতজ্ঞতায় কাঁদতে থাকে]

ব্ল্যাশ : কখনো কখনো—ঈশ্বরকে—বড় তাড়াতাড়িই পাওয়া যায়।

সপ্তম দৃশ্য

[সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি, পড়ন্ত বিকেল। ঘরের মাঝখানের পর্দা ফাঁক করা। একটা টেবিলের ওপর জন্মদিনের উৎসবের জন্য কেক ও ফুল সাজানো রয়েছে। স্টেলা কেকের ওপরের নক্সা শেষ করছে এমন সময় স্ট্যানলি ঘরে ঢোকে।]

স্ট্যানলি : এসব আবার কিসের জন্য ?

স্টেলা : আজ ব্লাঁশের জন্মদিন।

স্ট্যানলি : আছে নাকি এখানে ?

স্টেলা : হ্যাঁ, বাথরুমে।

স্ট্যানলি : (মুখ ভেঙ্গিয়ে) ধোয়া-ধুয়ি করছেন বুঝি ?

স্টেলা : বোধ হয়।

স্ট্যানলি : ওখানে কতক্ষণ ধরে আছে ?

স্টেলা : সারা বিকেল।

স্ট্যানলি : (ভেংচি কেটে) গরম পানির টবে অবগাহন করছেন বুঝি ?

স্টেলা : হ্যাঁ।

স্ট্যানলি : হুঃ! যার নাকের ডগার তাপমাত্রা ১০০° ডিগ্রী তার অঙ্গে কিনা গরম পানির তাপের দরকার।

স্টেলা : ব্লাঁশ বলে এতে নাকি ওর শরীর সারা সন্ধ্যা শীতল থাকে।

স্ট্যানলি : হ্যাঁ হ্যাঁ তাতো বটেই। আর তুমি দৌড়ে দৌড়ে গিয়ে কোক নিয়ে এসো আর মহারাণীকে গোসলখানায় সেসব পরিবেশন কোরো।

[স্টেলা কাঁধ ঝাঁকুনি দেয়]

এখানে একটু বোসো না।

স্টেলা : আমার অনেক কাজ পড়ে আছে।

স্ট্যানলি : আহা একটু বোসোই না। শোন, তোমার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর জারিজুরী আমি ধরে ফেলেছি।

স্টেলা : তুমি সব সময় ওর পেছনে লেগো না তো !

স্ট্যানলি : না লাগবে না ! ঐ মেয়েলোক কিনা আমাকে ছোটলোক বলে।

স্টেলা : আজকাল কেন জানি না মনে হয় তুমি যেন ইচ্ছে করে যত প্রকারে পার ব্লাঁশকে জ্বালাতন কর। ব্লাঁশ এসব ব্যাপারে অত্যন্ত স্পর্শকাতর। আমি আর ব্লাঁশ যে তোমার থেকে একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে মানুষ হয়েছি এ কথাটা তোমাকে বুঝতেই হবে।

স্ট্যানলি : হ্যাঁ, একথা আমাকে অনেকবারই শোনানো হয়েছে। একবার নয়, দুবার নয়, বারবার শোনানো হয়েছে। কিন্তু তুমি কি এ কথা জানো যে তোমার ভগিনী এখানে আসা পর্যন্ত আমা-দেরকে সমানে মিথ্যে কথা গেলাচ্ছে।

স্টেলা : না আমি জানিও না এবং—

স্ট্যানলি : বেশ। তাহলে জেনে রাখো, সে তাই করছে। তবে এখন সব কিছু ফাঁস হয়ে গেছে। আমি কিছু গুরুতর বিষয় জানতে পেরেছি।

স্টেলা : গুরুতর বিষয় ?

স্ট্যানলি : এমন কিছু, যা আমি আগেই সন্দেহ করেছিলাম। তবে এখন আমি বিশ্বস্তসূত্রে কিছু প্রমাণাদি সংগ্রহ করেছি এবং সে-সব যাচাইও করেছি।

[ব্লাঁশ বাথরুমে সস্তা নাটুকে গান গাইছে। স্ট্যানলির কথার ফাঁকে ফাঁকে শোনা যাবে]

স্টেলা : (স্ট্যানলিকে) অ্যাঃ একটু আস্তে কথা বল !

স্ট্যানলি : কেন ? ক্যানারী পাখী গান গাইছে বলে ?

স্টেলা : এখন দয়া করে আমাকে আস্তে আস্তে বল দেখি, আমার বোন সম্বন্ধে তুমি কি জানতে পেরেছ ?

স্ট্যানলি : প্রথম নম্বর মিথ্যে কথা : বিবেকের ভড়ং। তুমি কল্পনাও করতে পারবে না মিচ্‌কে সে কতজাতের মিথ্যে কথা বলেছে। জানো

মিচ্ জানতো তোমার বোনের সঙ্গে কোন লোকের চুম্বনের অধিক ঘনিষ্ঠতা হয়নি। কিন্তু জেনে রাখো আমাদের ভগিনী ব্লাঁশ ফুলের মত নিষ্পাপ নয়। হ্ঃ হ্ঃ ফুলের মত নিষ্পাপই বটে!

স্টেলা: তুমি কি শুনেছ এবং কার কাছ থেকে শুনেছো?

স্ট্যানলি: আমাদের কারখানায় একটা লোক আছে, মাল সাপ্লাই করে। সে বহুদিন ধরেই লরেলে যাওয়া আসা করে। এই লোক তোমার বোন সম্বন্ধে সবকিছু জানে। শুধু এ কেন? সারা শহরের সবাই তোমার বোন সম্বন্ধে সবকিছু জানে। তোমার বোন সেখানে এতই বিখ্যাত যে মনে হতে পারে সে বোধ হয় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। তবে হ্যাঁ, তফাৎ হচ্ছে কোন দলই তাকে সম্মান বা শ্রদ্ধা করে না। এই যে লোকটা এ ফ্ল্যামিঙ্গো হোটেলে ওঠে।

ব্লাঁশ: (আনন্দিত চিত্তে গান গায়)

এ শুধু এক কাগজের চাঁদ
কার্ডবোর্ডের সাগরের বুকে ভাসমান থরথর
তবু, হবে না ছলনা, মিছে কল্পনা
এই আমাকে বিশ্বাস যদি কর।

স্টেলা: ফ্ল্যামিঙ্গোতে কি হয়েছিলো?

স্ট্যানলি: তোমার ভগিনীও সেখানে ছিল।

স্টেলা: আমার বোন তো বেলরেভে ছিল।

স্ট্যানলি: জ্বী হ্যাঁ, তবে তোমাদের ঐ দেশের বাড়ী যখন তার শ্বেত শুভ্র কমল কলির মত অঙ্গুলির ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যায় তারপর সে ফ্ল্যামিঙ্গোতে ছিল। একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর হোটেল। এখানে থাকার সুবিধে হচ্ছে এরা এখানকার সুবিখ্যাত লোকদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে মাথা ঘামায় না। ফ্ল্যামিঙ্গোতে যাবতীয় ব্যাপার চলে। কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রীমতি ব্লাঁশের কার্যকলাপে

ফ্ল্যামিঙ্গোর কর্মকর্তাদের রীতিমত তাক লেগে যায়। সত্যিই তোমার ভগিনী তাদের এতই বিমুগ্ধ করে যে তারা তাকে চিরতরে এ হোটেল ছেড়ে চলে যেতে অনুরোধ জানায়। শ্রীমতি এখানে এসে উদয় হওয়ার সপ্তাহ দুয়েক আগে এসব ঘটনা ঘটে।

ব্লাঁশ : (গান গায়)

এ শুধু এক ভেল্কিবাজীর পৃথিবী
যথাসম্ভব মিথ্যে, ভ্রান্তিকরও
তবু, হবে না ছলনা, মিছে কল্পনা
এই আমাকে বিশ্বাস যদি কর।

স্টেলা : কি—জঘন্য—মিথ্যা !

স্ট্যানলি : এসব কথা শুনতে তোমার যে কত খারাপ লাগতে পারে সেটা আমি অনুমান করতে পারি। তবে সে যে তোমাকে এবং মিচ্‌কে ভালমতই ধোঁকা দিয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

স্টেলা : এ নিছক মনগড়া ! এর মধ্যে একবর্ণ সত্যও নেই। আমি যদি পুরুষ হতাম আর আমার সামনে কোন লোক এই ধরনের উদ্ভট কথা বানিয়ে বলতে সাহস করতো তা'হলে—

ব্লাঁশ : (গান গাইছে)

তোমার প্রেমের পরশ ছাড়া
জীবন যেন অকারণ এক ডামাডোলে হারায়।
তোমার প্রেমের পরশ ছাড়া
জীবন যেন সুর বাজানো এক পয়সার পালায়।

স্ট্যানলি : দেখো তোমাকে আমি আগেই বলেছি কথাগুলো আমি সম্পূর্ণরূপে যাচাই করে দেখেছি। এখন দয়া করে আমাকে সবটুকু বলতে দাও। এরপর শ্রীমতি ব্লাঁশ মহা অসুবিধেয় পড়ে গেলেন।

লরেলে তারপক্ষে প্রেমাভিনয় চালিয়ে যাওয়া মুস্কিল হয়ে পড়লো। কারো সঙ্গে মিশতে শুরু করলেই অল্পদিনের মধ্যেই তারা তার আসল পরিচয় জেনে যেতো এবং তারপর তারা তাকে ত্যাগ করতো। তখন সে গিয়ে আরেকজনকে পাকড়াও করতো। তারপর একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। সেই একই ছলনা। কিন্তু ও রকম একটা ছোট শহরে এসব বেশীদিন চলতে পারে না। যতই দিন যেতে থাকলো তোমার ভগিনী শহরের একটা নামজাদা চরিত্র হয়ে দাঁড়ালো। তাকে সবাই যে একটু অন্যজাতের মনে করতো তাই নয়, পুরোদস্তুর উন্মাদ মনে করতো —ঘোর উন্মাদ।

(স্টেলা পিছিয়ে যায়) এবং গত দু'এক বছর ধরে লোকে তাকে বিষবৎ পরিত্যাগ করে চলে। এই কারণেই মহারানী এই গ্রীষ্ম আমাদের এখানে কাটাতে এসেছে। এসে কত না অভিনয়— কেন জানো ? কারণ তাকে মেয়র একরকম দেশ থেকে বের করে দিয়েছে বলতে পার। আর এ কথা কি তুমি জানো যে লরেলের কাছে একটা সেনানিবাস ছিল এবং ঐ সৈনিকদের জন্য তোমার বোনের বাড়ী 'নিষিদ্ধ এলাকা' হিসেবে চিহ্নিত ছিল।

ব্লাশ: (গান গায়)

এ শুধু এক কাগজের চাঁদ
যথাসম্ভব মিথ্যে, ভ্রান্তিকরও
তবু, হবে না ছলনা মিছে কল্পনা
এই আমাকে, বিশ্বাস যদি কর।

স্ট্যানলি: তোমার বোন যে কত রুচিশীল আর কত অন্য ধরনের মেয়ে সে সম্পর্কে এই পর্যন্তই থাকলো। এবার দু'নম্বর মিথ্যা—

স্টেলা: আমি আর কিছু শুনতে চাই না।

স্ট্যানলি : শ্রীমতি আর স্কুলে শিক্ষা দান করতে যাচ্ছেন না। আমি এক রকম বাজি ধরেই বলতে পারি লরেলে ফিরে যাবার কোন ইচ্ছাই তোমার বোনের নেই। উনি স্নায়ুপীড়ায় ভুগছেন বলে সাময়িকভাবে স্কুলের চাকুরী ছেড়ে আসেন নি! জী না, অন্য কারণ আছে। তিনি ছাড়েননি। গ্রীষ্মের ছুটি শুরু হবার আগেই তারাই তাকে লাথি মেরে বিদেয় করেছে—এবং যে কারণে এটা করেছে সেটা বলতে আমার রীতিমত ঘৃণা বোধ হচ্ছে! একটা সতের বছরের ছেলের সঙ্গে—অবৈধ ঘনিষ্ঠতা।

ব্লাঁশ : "দুনিয়াটাই সার্কাসের খেলা
সবটাই ফাঁকি"

[বাথরুমে জোরে পানির শব্দ হয়, হাসি শোনা যায়। মনে হয় যেন একটা শিশু বাথ-টাবের মধ্যে পানি দিয়ে খেলা করছে।]

স্টেলা : এসব কথা শুনে—আমার নিজেকে অসুস্থ লাগছে।

স্ট্যানলি : ছেলেটির বাবা এসব কথা জানতে পেরে স্কুলের কর্মকর্তাদের জানান। আহা-হা যখন ব্লাঁশ দেবীকে অফিসে ডেকে পাঠালো তখন যদি আমি সেখানে থাকতে পারতাম! আহা, যদি দেখতে পারতাম উনি এ অপবাদ থেকে কিভাবে পিছলে বেরোবার চেষ্টা করছেন! কিন্তু না এবার তাকে ওঁরা ভালমত গেঁথে তুলেছেন এবং ভগিনীও বুঝেছেন খেল্ খতম! এরপর তারা তাকে ও জায়গা ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে আস্তানা গাড়তে বলেছে। জী! এক রকম আইন জারি করে খেদিয়ে দিয়েছে বলতে পার।

[ব্লাঁশ বাথরুমের দরজা খুলে মাথা বার করে। মাথায় তোয়ালে জড়ানো]

ব্লাঁশ : স্টেলা!

স্টেলা : (অস্পষ্টভাবে) কি ব্লাঁশ ?

ব্লাঁশ : আমাকে চুল মোছার জন্য আরেকটা তোয়ালে দাও তো ? এই মাত্র মাথা ঘষলাম।

স্টেলা : দিচ্ছি। (আচ্ছন্নভাবে রান্নাঘরের দিক থেকে বাথরুমের দিকে যায়)

ব্লাঁশ : কি হয়েছে স্টেলা ?

স্টেলা : কেন ? কি আবার হবে ?

ব্লাঁশ : তোমার মুখচোখ যেন কেমন হয়ে গেছে।

স্টেলা : ও কিচ্ছু না। (হাসতে চেষ্টা করে) বোধ হয় ক্লান্তির ছাপ।

ব্লাঁশ : আমি বেরুলে তুমিও গোসল করে নাও না কেন ?

স্ট্যানলি : (রান্নাঘর থেকে চিৎকার করে) সেই বেরোনোটা কতক্ষণে হবে ?

ব্লাঁশ : আর বেশী দেরী নেই ! চিত্তে ধৈর্য ধারণ কর !

স্ট্যানলি : আমার চিত্তের জন্য চিন্তা নেই। চিন্তা আমার মূত্রগ্রন্থি নিয়ে।

[ব্লাঁশ সশব্দে দরজা বন্ধ করে। স্ট্যানলি জোরে হেসে ওঠে। স্টেলা ধীরে ধীরে রান্নাঘরে প্রবেশ করে]

স্ট্যানলি : এখন বল, ব্যাপারটা কি রকম মনে হয় ?

স্টেলা : আমি এসব গল্পের একটাও বিশ্বাস করি না। আর যে এসব বলেছে আমি মনে করি সে একটা বাজে লোক, সে একটা নীচ লোক। হতে পারে এর দু'একটা কথা সত্য। আমার বোন কিছু কিছু কাজ করে যেগুলো আমিও সমর্থন করি না। যে-গুলোর জন্য বাড়ীর লোকও অনেক সময় দুঃখ পেয়েছে। ওর সব সময়ই কেমন একটা—উড়ু উড়ু ভাব ছিল !

স্ট্যানলি : উড়ু উড়ু ভাব ?

স্টেলা : কিন্তু ও যখন ছোট ছিল, বেশ ছোট—তখন ও একটি ছেলেকে বিয়ে করে, ছেলেটি কবিতা লিখতো—ভারি সুন্দর ছিল দেখতে। ব্লাঁশ যে শুধু ওকে ভালবাসতো তাই নয় যে মাটির ওপর দিয়ে

ও হেঁটে যেত সে মাটিকে পর্যন্ত পুজো করতো। তাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতো, মনে করতো ও যেন মানুষ নয়, যেন দেবতা! কিন্তু তারপর ও জানতে পারলো—

স্ট্যানলি : কি জানতে পারলো?

স্টেলা : জানতে পারলো ঐ সুদর্শন গুণী ছেলেটির অধঃপতনের কথা। কেন, তোমার ঐ মাল সাপ্লাইআলা এসব খবর তোমাকে দেয়নি?

স্ট্যানলি : আমরা কেবল ইদানিং যা ঘটেছে সেসব নিয়েই আলোচনা করেছি। ওসব তাহলে অনেক পুরোনো কথা।

স্টেলা : হ্যাঁ অনেক পুরোনো কথা...

[স্ট্যানলি এগিয়ে এসে আস্তে করে স্টেলার কাঁধ ধরে। স্টেলা আস্তে করে তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে যন্ত্রচালিতের মত জন্মদিনের কেকের ওপর মোমবাতি গুঁজতে থাকে]

স্ট্যানলি : কেকের ওপর কতগুলো মোমবাতি গুঁজবে?

স্টেলা : পঁচিশটা পর্যন্ত দেবো।

স্ট্যানলি : আর কেউ আসছে নাকি?

স্টেলা : মিচ্‌কে কেক আর আইসক্রীম খাওয়ার জন্য আসতে বলেছি।

[স্ট্যানলি একটু অস্বস্তি বোধ করে। যে সিগারেটটা এইমাত্র শেষ করেছে সেটা থেকেই আর একটা সিগারেট ধরায়]

স্ট্যানলি : আমার মনে হয় না মিচ্‌ আজ আসবে।

[স্টেলা মোমবাতি গোঁজা থামিয়ে ধীরে স্ট্যানলির দিকে ঘুরে দাঁড়ায়]

স্টেলা : কেন?

স্ট্যানলি : দেখো, মিচ্‌ আমার বন্ধু। আমরা দু'জন একই দলে ছিলাম— ২৪১ ইঞ্জিনিয়ার্স। এখন আমরা দু'জনেই একই কারখানায় কাজ করি একই বোলিং খেলার দলে খেলি। তুমি কি মনে কর, আমি ওর সামনে দাঁড়াতে পারতাম যদি—

স্টেলা : স্ট্যানলি কোয়ালস্কি, তুমি—তুমি কি—তুমি কি ঐ সব তাকে বলেছ ?

স্ট্যানলি : আলবাৎ বলেছি, তুমি ঠিক ধরেছো ! আমি যদি জেনে শুনে আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুকে এই জালে আটকা পড়তে দিতাম তা হলে চিরটা কাল আমার বিবেক আমাকে দংশন করতো।

স্টেলা : মিচ্ কি ওর সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছে ?

স্ট্যানলি : তুমি হলে চুকিয়ে দিতে না ?

স্টেলা : আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি মিচ্ কি ওর সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছে ?

[আবার ব্লাঁশের গান শোনা যায়, ঘণ্টা-ধ্বনির মত মসৃণ ও অনাবিল, সে গাইতে থাকে"

তবু হবে না ছলনা মিছে কল্পনা
এই আমাকে বিশ্বাস যদি কর।

স্ট্যানলি : না আমার মনে হয় না, একেবারে চুকিয়ে দিয়েছে। তবে হ্যাঁ, এখন ওর সম্পর্কে জানে সব কিছু।

স্টেলা : স্ট্যানলি, ও আশা করছিল মিচ্ ওকে—ওকে বিয়ে করবে। আমিও তাই আশা করছিলাম।

স্ট্যানলি : এখন আর ওকে মিচ্ বিয়ে করছে না। হয়ত করতো—কিন্তু এখন সে চৌবাচ্চা ভর্তি হাঙ্গরের মাঝে—কিছুতেই ঝাঁপ দেবে না ! (উঠে দাঁড়ায়) ব্লাঁশ ! আমার বাথরুমে কি আমি ঢুকতে পারি ?

ব্লাঁশ : (স্বল্প বিরতি) হ্যাঁ এই তো ! আর এক সেকেণ্ড অপেক্ষা কর আমি ততক্ষণ গা-টা একটু মুছে নি।

স্ট্যানলি : এক ঘণ্টা যখন অপেক্ষা করতে পেরেছি এক সেকেণ্ড আশা করি তাড়াতাড়িই পার হয়ে যাবে।

স্টেলা : ওর চাকুরীটা পর্যন্ত নেই। ও তা হলে কি করবে ?

স্ট্যানলি : মঙ্গলবারের পর ও আর এখানে থাকছে না। এ কথা তুমি জানো তো ? নাকি জানো না। যাতে অবশ্যই যায় সেজন্য ওর টিকিট আমি নিজে কিনেছি। বাসের টিকেট।

স্টেলা : প্রথমেই বলে রাখি। ব্রাঁশ বাসে চড়বেই না।

স্ট্যানলি : চড়বে এবং পছন্দও করবে।

স্টেলা : স্ট্যানলি ও যাবে না। না, ও কিছুতেই যাবে না।

স্ট্যানলি : ও যাবে। দাঁড়ি! পুনশ্চঃ ও মঙ্গলবারে যাবে।

স্টেলা : (ধীরে ধীরে) ও কি করবে? ও তাহলে কি করবে?

স্ট্যানলি : ওর ভবিষ্যতের ছবি আঁকা হয়ে গেছে।

স্টেলা : কি বলতে চাও তুমি?

স্ট্যানলি : এই যে গায়িকা ক্যানারী পাখী। বাথরুম থেকে বার হও।

[বাথরুমের দরজা হঠাৎ খুলে যায়। ব্রাঁশ হাসতে হাসতে বের হয়ে আসে। কিন্তু স্ট্যানলি তার পাশ দিয়ে পার হয়ে যাবার সময় ব্রাঁশের মুখে ভয়ের ভাব ফুটে ওঠে, অনেকটা যেন আতঙ্কিত। স্ট্যানলি তার দিকে তাকায় না। বাথরুমে ঢুকে সশব্দে দরজা বন্ধ করে]

ব্রাঁশ : (এক ঝটকায় চুল আঁচড়াবার ব্রাশ হাতে নিয়ে) আঃ। অনেকক্ষণ ধরে গরম পানিতে গোসল করে এত ভাল লাগছে, এত আরাম লাগছে মনে হয় সব শ্রান্তি দূর হয়ে গেছে!

স্টেলা : (রান্নাঘর থেকে বিষণ্ণ স্বরে একটু সন্দেহের সঙ্গে) সত্যি বলছো?

ব্রাঁশ : (জোরে জোরে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে) হ্যাঁ সত্যি বলছি খুব ঝরঝরে লাগছে! (তারপর পান পাত্রে টুংটাং শব্দ করে) গরম পানিতে গোসল করলে আর ঠাণ্ডা কিছু পান করতে পেলে মনে হয় যেন জীবনকে নতুন করে দেখতে পাই। (ব্রাঁশ পর্দার ফাঁকে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে চুল ব্রাশ করা থামায়) কিছু একটা হয়েছে!—কি হয়েছে?

স্টেলা : (চট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে) কৈ না তো! কিছু তো হয়নি।

ব্রাঁশ : তুমি মিথ্যে কথা বলছো। কিছু একটা হয়েছে।

[আতঙ্কিত দৃষ্টিতে স্টেলার দিকে তাকিয়ে থাকে। স্টেলা ভাব দেখায় যেন সে টেবিলে কোন একটা কাজে ভীষণ ব্যস্ত। দূরের পিয়ানো বাজ উচ্ছসিত বেজে ওঠে]

অষ্টম দৃশ্য

[পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে।

বড় জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বাইরের দৃশ্য ক্রমশঃ আবছা হয়ে আসছে। চারিদিক গোধূলীর শান্ত সোনালী আলোয় ছেয়ে যাচ্ছে। সূর্যাস্তের শেষ রশ্মি বাণিজ্যিক এলাকার দিকের পোড়া জমির প্রান্তে বড় পানির ট্যাঙ্কের গায়ে অথবা তেলের ড্রামের গায়ে ঝক্ ঝক করছে। দূরে শহরের কোন কোন জানালায় বাতি জ্বলছে আবার কোন কোন জানালায় সূর্যের আলোর প্রতিবিম্ব।

তিন জন লোক কোন রকমে নিরানন্দময় জন্মদিনের উৎসব পালন করছে। স্ট্যানলি গোমরা মুখে বসে আছে। স্টেলা কিছুটা অপ্রতিভ এবং বিষণ্ন। ব্লাঁশ তার মলিন মুখে একটা চেষ্টাকৃত কৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে রেখেছে। টেবিলের চতুর্থ আসন শূন্য]

ব্লাঁশ : (হঠাৎ করে বলে) স্ট্যানলি একটা মজার গল্প বল না। একটা খুব মজার গল্প বলে সবাইকে হাসাও তো! কি যে হয়েছে কিছুই বুঝতে পারছি না। সবাই এত গম্ভীর কেন? এটা কি শুধুই আমার প্রেমিক আমাকে উপেক্ষা করেছে বলে?

[স্টেলা কোনরকমে একটু হাসে]

আমার জীবনে এ অভিজ্ঞতা এই প্রথম। হরেক রকম পুরুষ মানুষের সঙ্গেই আমার পরিচয় হয়েছে কিন্তু এভাবে কেউ কোন দিন আমাকে উপেক্ষা করেনি! ব্যাপারটা ঠিক কিভাবে যে নেব বুঝতে পারছি না—স্ট্যানলি, একটা মজার গল্প বলে আমাদের এই গুমোট ভাবটা কাটিয়ে তুলতে সাহায্য করো তো!

স্ট্যানলি : আমার তো জানা ছিল না আমার গল্প তুমি পছন্দ করো।

ব্লাঁশ : গল্প যদি অশ্লীল না হয়ে মজার হয় তা হলে অবশ্যই পছন্দ করি।

স্ট্যানলি : তোমাতে রুচবে এমন সূক্ষ্ম রুচিশীল কাহিনী আমার জানা নেই।

ব্লাঁশ : ঠিক আছে, তা হলে আমিই একটা বলি।

স্টেলা : হ্যাঁ হাঁ তুমিই বল ব্লাঁশ। তুমি তো অনেক ভাল ভাল গল্প জানতে।

[বাজনা মিলিয়ে যায়]

ব্লাঁশ : দেখি—মনে আছে কিনা—আমার সংগ্রহগুলো চিন্তা করে দেখি। হ্যাঁ ঠিক আছে—আমি টিয়া পাখীর গল্পগুলো খুব পছন্দ করি। তোমরা কি টিয়া পাখীর গল্প পছন্দ কর? এটা হচ্ছে এক বয়স্কা কুমারী আর তার টিয়া পাখীর গল্প। মহিলার টিয়া পাখীটা সমানে গালি দিতে পারতো আর মিস্টার কোয়ালস্কির চেয়েও অশ্লীল ভাষা তার রপ্ত ছিলো।

স্ট্যানলি : বটে!

ব্লাঁশ : ঐ টিয়াপাখীটার কথা থামাবার একমাত্র উপায় ছিল ওর খাঁচার ওপর ঢাকনা দিয়ে দেওয়া। খাঁচা ঢেকে দিলে ও ভাবতো রাত হয়ে গেছে, কাজেই ও ঘুমিয়ে পড়তো। একদিন সকালে হয়েছে কি মহিলা খাঁচার ঢাকনা খুলেছে এমন সময় বাড়ীর সামনের রাস্তা দিয়ে কে আসছে? না ধর্মজাযক! মহিলা তাড়াতাড়ি আবার খাঁচা ঢাকা দিয়েধর্মজাযককে বাড়ীর ভেতর নিয়ে এলো। এর মধ্যে পাখী আর কোন সাড়া শব্দ করে নি। একদম চুপ-চাপ আছে। কিন্তু যখন মহিলা ধর্মজাযককে কফিতে আরো চিনি দেবেন কিনা জিজ্ঞেস করছেন এমন সময় টিয়া পাখীটা জোরে বলে ওঠে "ধুস শালা, আজকের দিনটাতো বড় ছোট গেল।"

[ব্লাঁশ পেছনের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে হাসতে থাকে। স্টেলা ভাব দেখাবার চেষ্টা করে যেন মজা পেয়েছে। স্ট্যানলি মোটে আমলই দেয় না। সে তার কাঁটা চামচ দিয়ে টেবিলের অপর প্রান্ত থেকে মাংসের চপ গেঁথে তোলে এবং সেটা হাত দিয়ে খেতে থাকে।]

ব্লাঁশ : মিঃ কোয়ালস্কির ভাব দেখে মনে হচ্ছে গল্পটা তার ভাল লাগেনি।

স্টেলা : মিঃ কোয়ালস্কি এখন শুওরের মত গোগ্রাসে গিলতে ব্যস্ত। অন্য কোন দিকে তার কোন খেয়ালই নেই।

স্ট্যানলি : খাঁটি কথা বলেছ!

স্টেলা : ইস তোমার হাতে, তোমার মুখে কি বিচ্ছিরি ভাবে চর্বি লেগে আছে। যাও ভাল করে হাতমুখ ধুয়ে এসে আমাকে টেবিল পরিষ্কার করতে সাহায্য কর।

[স্ট্যানলি একটা প্লেট মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে]

স্ট্যানলি : এই ভাবে আমি টেবিল পরিষ্কার করবো। (স্টেলার হাত টেনে ধরে) খবরদার, আর কোনদিন ওভাবে আমার সঙ্গে কথা বলবে না। "শুওর, পোলাক, বিরক্তিকর, অশ্লীল, চর্বিলাগা।" এইসব শব্দ তোমার আর তোমার বোনের মুখে একটু বেশী-রকম শোনা যাচ্ছে! তোমরা দু'জন নিজেদেরকে কি মনে কর শুনি? একজোড়া মহারাণী? মনে রেখো, হুয়ে লং কি বলেছে— "প্রত্যেক পুরুষই রাজা।" এ বাড়ীতে আমিই রাজা, এ কথাটা যেন কখনও ভুল না হয়।

[একটা চায়ের পেয়ালা ও তস্তরি ছুঁড়ে মারে]

ব্যাস, আমার জায়গা পরিশ্কার। তোমরা কি চাও তোমাদেরটাও পরিষ্কার করি?

[স্টেলা মৃদুভাবে কাঁদতে শুরু করে। স্ট্যানলি বেগে বারান্দায় বেরিয়ে যায় এবং একটা সিগারেট ধরায়। মোড়ে নিগ্রো পিয়ানো বাদ্য শোনা যায়]

ব্লাঁশ : আমি যখন গোসল করছিলাম তখন কি হয়েছে? ও তোমাকে কি বলেছে?

স্টেলা : কিছু না. কৈ না তো, কিছু না!

ব্লাঁশ : আমার মনে হয় ও নিশ্চয়ই তোমাকে আমার আর মিচ্ সম্বন্ধে কিছু বলেছে! তুমি জানো মিচ্ কেন আসেনি কিন্তু সেটা তুমি আমাকে বলতে চাও না!

(স্টেলা অসহায়ভাবে মাথা নাড়ে) আমি মিচের সঙ্গে ফোনে কথা বলছি !

স্টেলা : আমি হলে বলতাম না।

ব্লাশ : আমি বলবো। আমি ওর সঙ্গে ফোনে কথা বলবো।

স্টেলা : (অসহায়ভাবে) লক্ষ্মীটি বোলো না।

ব্লাশ : আমি চাই কেউ একজন অন্ততঃ আমাকে সব কিছু খুলে বলুক।

[ছুটে শোবার ঘরে টেলিফোনের কাছে যায়। স্টেলা বাইরের বারান্দায় তার স্বামীর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে তার দিকে তিরস্কারের দৃষ্টিতে তাকায়। স্ট্যানলি রেগে তার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে ফিরে দাঁড়ায়]

স্টেলা : আশা করি তোমার কৃতিত্বে তুমি খুব আনন্দিত। ব্লাশের মুখের দিকে তাকিয়ে, ঐ খালি চেয়ারের দিকে তাকিয়ে আমার গলা দিয়ে কিছুতেই খাওয়া নাবছিল না। আমার জীবনে খাবার গিলতে এত কষ্ট আমার কোনদিন হয়নি। (চাপা কান্না কাঁদে)

ব্লাশ : (টেলিফোনে) হ্যালো মিঃ মিচেল, দয়া করে—ও আচ্ছা—আমার নাম্বারটা যদি দয়া করে রাখতেন—ম্যাগনোলিয়া ৯০৪৭। একটু বলবেন খুব জরুরী। উনি যেন ফোন করেন...... হ্যাঁ খুবই জরুরী—ধন্যবাদ।

[ফোনের কাছেই ভীত বিহ্বল মুখে বসে থাকে]

[স্ট্যানলি ধীরে স্টেলার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে]

স্ট্যানলি : স্টেলা, তোমার বোন চলে গেলে, তোমার বাচ্চা হলে আবার দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমার আমার মধ্যে সবকিছু আবার আগেকার মত হয়ে যাবে। তোমার মনে আছে আমরা দু'জনে কিভাবে থাকতাম ? আমরা দু'জনে কিভাবে রাত কাটাতাম ? আবার যখন সেই আগের মত রঙীন বাতি জ্বালিয়ে

রেখে ইচ্ছেমত কথা বলতে পারবো, কারো কোন পর্দার পেছনে বসে আমাদের কথা শুনবে না! হা ঈশ্বর—সে যে কি আনন্দের হবে!

[ওপর তলার প্রতিবেশীদের প্রচণ্ড হাসির শব্দ শোনা যায়। স্ট্যানলিও হাসে]

ষ্টিভ আর ইউনিস—

স্টেলা : এসো ভেতরে এসো। (স্টেলা রান্নাঘরে ঢোকে এবং সাদা কেকের ওপরে মোমবাতি জ্বালতে থাকে) ব্লাঁশ?

ব্লাঁশ : কি বলছো? (শোবার ঘর থেকে রান্নাঘরের টেবিলের কাছে আসে) ও মা, কি সুন্দর ছোট ছোট মোমবাতি! থাক্ থাক্ জ্বালিও না।

স্টেলা : নিশ্চয়ই জ্বালাবো।

[স্ট্যানলি ভেতরে ঢোকে]

ব্লাঁশ : ওগুলোকে বাচ্চার জন্মদিনের জন্য জমিয়ে রাখো। আমি প্রার্থনা করি তার সারাটা জীবন আলোয় আলোময় হোক। আর তার চোখ দুটো যেন মোমবাতির মত জ্বল জ্বল করে, সাদা কেকের ওপর জ্বালানো দুটো নীল মোমবাতির মত।

স্ট্যানলি : (বসে) আহা কি কাব্যি!

ব্লাঁশ : (কি যেন চিন্তা করে) ওকে ফোন করাটা ঠিক হল না।

স্টেলা : দেখো অনেক কিছুই ঘটে থাকতে পারে।

ব্লাঁশ : না এর কোন ক্ষমা নেই। এসব অপমান আমি সহ্য করবো না। আমাকে অত সস্তা পায়নি।

স্ট্যানলি : ইস্, বাথরুম থেকে গরম ভাপ এসে ঘরটা গরম হয়ে গেছে।

ব্লাঁশ : আমি তো তিন দফা বল্লাম আমি দুঃখিত, দুঃখিত, দুঃখিত। (পিয়ানো বাজনা মিলিয়ে যায়) আমার স্নায়ুর জন্য আমাকে

গরম পানিতে অতক্ষণ শরীর ডোবাতে হয়। এটাকে ওরা 'হাইড্রোথেরাপী' বলে।

তুমি হচ্ছো স্নায়ুবিহীন স্বাস্থ্যবান পোলাক্। তোমার শরীরে কোন স্নায়ুও নেই তাই উৎকণ্ঠার যে কি পীড়া তা তোমার বোধগম্যও নয়।

স্ট্যানলি : আমি পোলাক্ নই। পোলাণ্ডের লোককে পোল বলা হয়, পোলাক্ নয়। আর আমি হচ্ছি শতকরা একশ'ভাগ আমেরিকান। পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা দেশে আমার জন্ম এবং এই দেশেই আমি প্রতিপালিত এবং এজন্য আমি গর্বিত। অতএব আমাকে আর কোনদিনও পোলাক্ বলবে না।

[ফোন বেজে ওঠে। ব্লাঁশ আশান্বিত হয়ে উঠে দাঁড়ায়]

ব্লাঁশ : নিশ্চয়ই আমার ফোন।

স্ট্যানলি : আমি অত নিশ্চিত নই। তুমি বসে থাকতে পার (সে বেশ আয়েশের সঙ্গে ফোনের কাছে যায়) হ্যালো, ও হ্যা; হ্যালো ম্যাক্।

[দেয়ালে হেলান দিয়ে অপমানজনক দৃষ্টিতে ব্লাঁশের দিকে তাকিয়ে থাকে।

ব্লাঁশ নিজের চেয়ারে ডুবে গিয়ে ভীত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। স্টেলা ঝুঁকে পড়ে তার কাঁধ ছোঁয়]

ব্লাঁশ : আমাকে ছোবে না বলছি! তোমার হয়েছে কি বলতো? কেন আমার দিকে ওরকম করুণার দৃষ্টিতে তাকাচ্ছ?

স্ট্যানলি : (চিৎকার করে)

চুপ কর বলছি। ম্যাক, আমাদের এখানে একজন মেয়েলোক বড় গণ্ডগোল করছে; হঁ্যা এবার বলো। রীলির ওখানে? না না রীলির ওখানে আমি বোলিং খেলতে চাই না। গত সপ্তাহে রীলির সঙ্গে আমার একটু গণ্ডগোল হয়েছিল। আমি তো দলের ক্যাপ্টেন, নাকি? অতএব আমি বলছি রীলির ওখানে আমরা

বোলিং খেলব না। আমরা 'ওয়েস্ট সাইড' অথবা 'গালায়' যাবো! ঠিক আছে। পরে দেখা হবে।

[টেলিফোন নাবিয়ে রেখে টেবিলের কাছে আসে। ব্লাশ প্রচণ্ড চেষ্টায় নিজেকে দমন করে। ঢক্ ঢক্ করে গ্লাস থেকে পানি খায়। স্ট্যানলি তার দিকে তাকায় না। নিজের পকেটে হাত ঢুকিয়ে নকল বিনয়ের সঙ্গে বলে]

ভগিনী ব্লাশ, তোমার জন্য আমি জন্মদিনের একটা উপহার এনেছি।

ব্লাশ : ওমা, সত্যি বলছো? আমি আশাই করতে পারিনি। আমি ঠিক বুঝতে পারিনি স্টেলা কেন আমার জন্মদিন পালন করতে চায়! আমি তো এখন ভুলে যেতে পারলেই বাঁচি—বয়স যখন—২৭শে পৌঁছায়—তখন এ বিষয়টা উপেক্ষা করতে পারাটাই বাঞ্ছনীয়।

স্ট্যানলি : সাতাশ?

ব্লাশ : (তাড়াতাড়ি বলে) কি এনেছো? সত্যিই আমার জন্য কিছু এনেছো?

স্ট্যানলি : হ্যাঁ তোমার জন্য। আশা করি তোমার পছন্দ হবে।

ব্লাশ : এ কি, এ কি, এ কি—এ যে

স্ট্যানলি : টিকিট! লরেল ফিরে যাবার! গ্রে হাউণ্ড বাসে! মঙ্গল বারে!

[ভারসুভিয়ানা মৃদুস্বরে বাজতে থাকে। স্টেলা হঠাৎ উঠে পিছন ফিরে দাঁড়ায়। ব্লাশ প্রথমে মৃদুহাস্য করার চেষ্টা করে, পরে উচ্চ হাস্য করার চেষ্টা করে। শেষে ব্যর্থ হয়ে উভয় চেষ্টা পরিত্যাগ করে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে দৌড়ে পাশের ঘরে যায়। তারপর নিজের গলা চেপে ধরে দৌড়ে বাথরুমে যায়। বাথরুম থেকে কান্না এবং শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার মতন শব্দ পাওয়া যায়]

স্টেলা : এ তোমার না করলেও চলতো!

স্ট্যানলি : আহা, ওর কাজ কত কমিয়ে দিলাম সেটা ভুলে যাও কেন?

স্টেলা : এ রকম নিঃসঙ্গ যার জীবন তার প্রতি এতটা নিষ্ঠুর না হলেও পারতে।

স্ট্যানলি : আহা, বড় নাজুক !

স্টেলা : হ্যাঁ তাই। আগে তাই ছিল। ব্লাশ যখন ছোট ছিল তখন ওকে দেখনি। ওর মত কোমল স্বভাব ওর মত বিশ্বাসপরায়ণ আর কাউকে দেখিনি। কিন্তু তোমাদের মত লোকেরা ওকে নষ্ট করেছে। ওকে বাধ্য করেছে বদলে যেতে।

[স্ট্যানলি শোবার ঘরে ঢোকে, টান মেরে শার্ট ছিঁড়ে খুলে ফেলে ঝকমকে রং-এর সিলেকের বোলিং শার্ট পরে। স্টেলা তাকে অনুসরণ করে]

তুমি কি এখন বোলিং খেলতে যাচ্ছ নাকি ?

স্ট্যানলি : অবশ্যই।

স্টেলা : না তুমি খেলতে যেতে পারবে না। (স্টেলা শার্ট টেনে ধরে) ওর সঙ্গে কেন তুমি এরকম করলে ?

স্ট্যানলি : আমি কাউকে কিচ্ছু করিনি। আমার শার্ট ছেড়ে দাও। ছিঁড়ে ফেল্লে তো !

স্টেলা : আমি জানতে চাই কেন করলে ? আমাকে বলো কেন করলে ?

স্ট্যানলি : যখন আমাদের প্রথম দেখা হল তুমি আমাকে নিতান্ত তুচ্ছ মনে করতে। ঠিকই মনে করতে। আমি ধুলোবালির মতই তুচ্ছ ছিলাম। তুমি আমাকে তোমাদের বিরাট বিরাট থামওয়ালা দেশের বাড়ীর ছবি দেখিয়েছিলে। আমি তোমাকে সেই উঁচু থাম থেকে নাবিয়ে এনেছিলাম। আমার এখানে সারারাত রঙীন আলো জ্বালিয়ে রেখে তুমি কত আনন্দ পেতে। আমরা দু'জন কি সুখে ছিলাম না ? তোমার বোন এখানে আসার আগে সব কিছু কি ঠিক ছিল না ?

[স্টেলা সামান্য একটু নড়ে দাঁড়ায়। সহসা তার দৃষ্টি কেমন যেন অন্তর্মুখী হয়, যেন ভেতর থেকে তার নাম ধরে কেউ ডাকছে। সে ধীরে ধীরে অনিশ্চিত ভাবে শোবার ঘরে থেকে রান্নাঘরের দিকে যায়। যেতে যেতে চেয়ারের পেছনে হাত রেখে টেবিলের কিনারা ধরে

বিশ্রাম নেয়। তার চোখে একটা অন্ধ দৃষ্টি। তার ভাব দেখে মনে হয় সে যেন কি শুনছে। স্ট্যানলি শার্ট পরছে। স্টেলাকে লক্ষ্য করেনি]

আমরা কি এক সঙ্গে সুখী ছিলাম না? সব কি ঠিক ছিল না? যতদিন না ও এসে উদয় হলো? চালিয়াত কোথাকার! আমাকে কিনা বনমানুষ বলে!

(সে হঠাৎ স্টেলার পরিবর্তন লক্ষ্য করে) স্টেলা কি হয়েছে?

স্টেলা : (খুব ধীরে ধীরে বলে) আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাও।

[স্ট্যানলির বাহুর ওপর ভর দিয়ে স্টেলা এগিয়ে যায়। আস্তে আস্তে কি যেন বলতে বলতে তারা বেরিয়ে যায়।]

নবম দৃশ্য

[ঐদিন সন্ধ্যায় কিছুক্ষণ পরে। ব্লাঁশ সবুজে সাদায় ত্যারছা ডোরা কাটা একটা বেডরুম চেয়ার উদ্ধার করে সেই চেয়ারে শোবার ঘরে বসে আছে। চাপা উত্তেজনায় তার শরীর কুঁজো হয়ে আছে। তার পরনে লাল সার্টিনের ড্রেসিং গাউন। চেয়ারের পাশে টেবিলের ওপর পানীয়ের বোতল এবং গ্লাস। দ্রুত লয়ে পোল্কা সুরে 'ভারস্যু-ভিয়ানা' বাজছে। ঐ বাজনা তার মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করছে। যেন গানটা ভোলার জন্যই সে পান করছে। সে যেন ভয়ঙ্কর কিছু একটা আশঙ্কা করছে। মনে হচ্ছে যেন ফিস্ ফিস্ করে গানের কথাগুলো বলছে। একটু দূরে একটা টেবিল ফ্যান সামনে পেছনে ঘুরে ঘুরে হাওয়া করছে।
মিচ্‌কে তার কারখানার পোশাকে, নীল রং-এর ডেনিস শার্ট ও প্যাণ্ট পরা অবস্থায় মোড়ের দিক থেকে আসতে দেখা যায়। শেভ করেনি। সে সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঘণ্টা টেপে। ব্লাঁশ চমকে ওঠে।]

ব্লাঁশ : কে?

মিচ্ : (কর্কশ কণ্ঠে) আমি মিচ্।

ব্লাঁশ : মিচ্! একটু দাঁড়াও, এক্ষুণি খুলছি।

[পাগলের মতো ছুটোছুটি করে আলমারীতে বোতল লুকায়। আয়নার সামনে উবু হয়ে বসে পাউডার ও কোলোন লাগায়। সে এত উত্তেজিতভাবে দৌড়াদৌড়ি করে যে তার শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যায়। অবশেষে সে তাড়াতাড়ি গিয়ে রান্নাঘরের দরজা খুলে মিচ্‌কে ভিতরে ঢুকতে দেয়।]

মিচ!—জানো আজ সন্ধ্যায় তোমার কাছ থেকে যে ব্যবহার, পেয়েছি এর পর তোমাকে আমার ঘরে ঢুকতে দেয়াই উচিত নয়! কি অসম্ভব রকম অভদ্রতা! কিন্তু—সে কথা যাক্। আমার সুন্দরতম!

[চুমু খাবার জন্য ঠোঁট এগিয়ে দেয়। মিচ্ সে সব উপেক্ষা করে তাকে ধাক্কা দিয়ে ভেতরের দিকে যায়। ব্লাঁশ ভীতভাবে মিচ্‌কে শোবার ঘরে ঢুকতে দেখে]

ইস্, কি অবজ্ঞা! মাগো! কি জঘন্য পোশাক! একি! শেভ পর্যন্ত করনি! কোন ভদ্রমহিলাকে এভাবে অপমান করা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। কিন্তু তোমাকে আমি ক্ষমা করলাম। ক্ষমা করলাম কারণ তোমাকে দেখার পর আমার এতক্ষণের উৎকণ্ঠার অবসান হয়েছে। জানো আমার মাথার মধ্যে এতক্ষণ যে পোল্কা বাজনাটা ঝম্‌ঝম্ করছিল সেটা তুমি থামিয়ে দিয়েছো। আচ্ছা, তোমার মাথার মধ্যে কখনো কোন কিছু এরকম আট্‌কা পড়েছে? না, পড়েনি বোধ হয়, তাই না? তুমি হচ্ছো একটা শিশু দেবদূত। তোমার মাথায় খারাপ কিছু আটকা পড়তেই পারে না।

[ব্লাঁশ তাকে যতক্ষণ অনুসরণ করে কথা বলে, মিচ্ তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। মিচ্‌কে দেখে বোঝা যায় আসার পথে সে বেশ কিছুটা পান করে এসেছে।]

মিচ্: ঐ পাখাটার কি দরকার আছে?

ব্লাঁশ: না।

মিচ্: পাখা-টাখা আমি পছন্দ করি না।

ব্লাঁশ: ঠিক আছে। তাহলে বন্ধ করে দিচ্ছি। ওটার প্রতি আমার কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। [সে সুইচ টেপে। পাখা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়। মিচ্ শোবার ঘরের বিছানার ওপর ধপ করে বসে সিগারেট ধরায়। ব্লাঁশ অস্বস্তির সঙ্গে গলা পরিষ্কার করে।] পান করার মত কিছু আছে কিনা কে জানে? আমি—এখনও খুঁজে দেখিনি।

মিচ্: আমি স্ট্যানের পানীয় চাই না।

ব্লাঁশ: এটা স্ট্যানের নয়। এখানে যা কিছু আছে সবই স্ট্যানের নয়। এ বাড়ীর অনেক কিছুই আমার! তোমার মা কেমন আছেন? এখনও ভালো হননি?

মিচ্ : কেন ?

ব্লাশ : আজ নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটেছে। যাকগে সে সব। আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যাচাই করতে চাই না। আমি শুধু—(অনিশ্চিতভাবে নিজের কপাল ছোঁয়। আবার পোল্কা বাদ্য শুরু হয়) ভাব দেখাবো যেন তোমার মধ্যে কোন পরিবর্তনই লক্ষ্য করিনি। আবার সেই বাজনা ... ...

মিচ্ : কোন্ বাজনা ?

ব্লাশ : 'ভার্স্যু ভিয়ানা' ! ঐ পোল্কা সুরটা তারা বাজাচ্ছিলো যখন এ্যালান—থামো দেখি ! (দূরে একটা পিস্তলের শব্দ শোনা যায়। ব্লাশ যেন স্বস্তি পায়) হ্যাঁ গুলীটা হয়েছে ! ঐ গুলীটা হলেই বাজনাটা থামে। (পোল্কা বাজনা আবার থেমে যায়) হ্যাঁ, এইবার থেমেছে।

মিচ্ : তোমার কি মাথা খারাপ হল নাকি ?

ব্লাশ : যাই দেখি, ইয়ে ধরনের কিছু একটা খুঁজে পাই কিনা—(দেয়াল আলামারীর কাছে গিয়ে বোতল খোঁজার ভান করে) কিছু মনে কোরো না আমার পোশাকটা ঠিক নেই। আমি অবশ্য তোমার আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। তুমি কি নেমন্তন্নের কথা ভুলে গিয়েছিলে নাকি ?

মিচ্ : আমি আর কোনদিন তোমার সাথে দেখা করবো না ভেবেছিলাম।

ব্লাশ : এক মিনিট দাঁড়াও। কি বলছো শুনতে পাচ্ছি না। তুমি এত কম কথা বলো যে তোমার কথার একটি অক্ষরও আমি বাদ দিতে চাই না.........আমি যেন এখানে কি খুঁজছিলাম ? ও হ্যাঁ—হ্যাঁ, পানীয়। আজ সন্ধ্যায় এখানে যা সব উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে তাতে আমার মাথা সত্যি খারাপ হয়ে গেছে। (ভাব দেখায় যেন বোতলটা হঠাৎ খুঁজে পেয়েছে। মিচ্ বিছানার ওপর পা তুলে

বসে ব্লাঁশের দিকে ঘৃণাভরে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে) এটা পেলাম। সাদার্ন কম্‌ফার্ট। কি জিনিস কে জানে!

মিচ্‌: তুমি যখন জান না তাহলে এটা নিশ্চয়ই স্ট্যানের।

ব্লাঁশ: বিছানা থেকে পা নাবাও তো। দেখছো না হাল্কা রং-এর চাদর বিছানো রয়েছে। তোমরা পুরুষরা অবশ্য এসব লক্ষ্যই করো না। জানো, আমি এখানে আসা পর্যন্ত কত কিছু করেছি—

মিচ্‌: সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ব্লাঁশ: তুমি এ ঘরগুলো আমার আসার আগেও তো দেখেছো। এখন দেখো দেখি। এ ঘরটা তো রীতিমত—যাকে বলে—অপূর্ব। আমি এটা এ রকমই রাখতে চাই (বোতল দেখে) কে জানে এর সাথে কিছু মেশাতে হয় কিনা। (একটু খেয়ে দেখে) আহ! মিষ্টি তো, খুবই মিষ্টি। সাংঘাতিক রকমের মিষ্টি। এটা বোধ হয় একটা কড়া পানীয়। ঠিকই, কড়া পানীয়ই তো বটে!

[মিচ্‌ অদ্ভুত একটা শব্দ করে]

আমার মনে হয় এটা তোমার পছন্দ হবে না। তবু খেয়ে দেখো, হয়ত বা পছন্দ হতেও পারে।

মিচ্‌: আমি তোমাকে আগেই বলেছি ওর ড্রিঙ্ক আমি চাই না। ভেবো না কথাটা আমি খামোখা বলেছি। তোমারও উচিত ওর ড্রিঙ্ক না ছোঁয়া। স্ট্যান বলেছে তুমি নাকি সারাটা গ্রীষ্মকাল বনবেড়ালীর মত এগুলো চেটে চেটে সাবড়েছ!

ব্লাঁশ: কি সব উদ্ভট কথা। এ রকম উদ্ভট কথা স্ট্যানলিই বা বলে কি করে আর তুমিই বা আমাকে শোনাও কি করে। আমি এসব অনুযোগের প্রতিবাদ করার মত নিম্নস্তরে নামতে চাই না!

মিচ্‌: বটে!

ব্লাঁশ: তোমার মনের মধ্যে কি যেন আছে। তোমার চোখে যেন কি একটা ভাব।

মিচ্‌ : (উঠে দাঁড়িয়ে) এখানে বড় অন্ধকার।

ব্লাঁশ : অন্ধকারই আমার পছন্দ। অন্ধকারে আমার আরাম হয়।

মিচ্‌ : আমার তো মনে হয় না তোমাকে কোনদিন আমি আলোতে দেখেছি। (ব্লাঁশ রুদ্ধশ্বাসে হাসে) হ্যাঁ সত্যিই তো!

ব্লাঁশ : তাই নাকি?

মিচ্‌ : আমি কোনদিন তোমাকে বিকেল বেলা দেখিনি।

ব্লাঁশ : বারে, সেটা কার দোষ?

মিচ্‌ : তুমি তো কোনদিন বিকেলে বেরুতে রাজী হওনি।

ব্লাঁশ : বাঃ তুমি তো বিকেলে কারখানায় থাকো।

মিচ্‌ : রোববার বিকেলে নয়। আমি অনেক রোববারেই তোমাকে আমার সঙ্গে বাইরে যেতে ডেকেছি কিন্তু তুমি নানান অজুহাতে এড়িয়ে গেছ। ছ'টা না বাজা পর্যন্ত তুমি কোনদিন বাইরে যেতে রাজী হওনি এবং তাও এমন কোন জায়গায় যেখানে আলো কম।

ব্লাঁশ : এসব কথা বলার পেছনে একটা কোন দুর্বোধ্য কারণ আছে। সেটা যে কি তা আমি ঠিক ধরতে পারছি না।

মিচ্‌ : আমি যা বলতে চাই তা হচ্ছে তোমাকে আমি কোনদিনই খুব ভাল মতন দেখতে পাইনি। দাঁড়াও আলোটা জ্বালি।

ব্লাঁশ : (ভয়ে ভয়ে) আলো? কোন্‌ আলো? কিসের জন্য?

মিচ্‌ : এই কাগজের ঢাকনা দেয়াটা।

[মিচ্‌ বাল্‌বের ওপর থেকে কাগজের শেডটা ছিঁড়ে ফেলে। ব্লাঁশ আর্তনাদ করে ওঠে।]

ব্লাঁশ : এটা কেন করলে?

মিচ্‌ : যাতে তোমাকে বেশ ভালমত স্পষ্ট করে দেখতে পারি।

ব্লাঁশ : তুমি কি আমাকে অপমান করতে চাইছ?

মিচ্‌ : না। বাস্তব সত্য জানতে চাই।

ব্লাঁশ : আমি বাস্তবতা চাই না। আমি ম্যাজিক চাই। (মিচ্‌ হাসে) হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাজিক। আমি অন্যদের যাদু করতে চাই। আমি তাদেরকে ফাঁকি দিই। আমি সত্যি কথা বলি না, যা সত্যি হওয়া উচিত ছিল তাই বলি। আর এটা যদি পাপ হয় তাহলে আমার যেন নরক-ভোগ হয়।— দোহাই তোমার আলো জ্বেলো না।

[মিচ্‌ সুইচের কাছে যায়। আলো জ্বেলে ব্লাঁশের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। ব্লাঁশ চিৎকার করে মুখ ঢাকে। মিচ্‌ আবার আলো নেবায়]

মিচ্‌ : (ধীরে ধীরে তিক্তস্বরে)

তোমার বয়স যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে বেশী হওয়াতে আমার কিছু এসে যায় না। কিন্তু আর বাদবাকি যা—হা ঈশ্বর ! কি সব আদর্শবাদের কথা, কি সব পুরোনো রীতিনীতির কথা। সারাটা গ্রীষ্মকাল কত যে গালগল্প শুনিয়েছো ! তুমি যে ষোল বছরের কিশোরী নও সেটা আমি ঠিকই বুঝতাম। কিন্তু তোমাকে যে আমি সত্যবাদিনী ভাবতাম সেটা আমারই নির্বুদ্ধিতার পরিচয়।

ব্লাঁশ : কে বলে আমি সত্যবাদিনী নই। আমার প্রিয় ভগ্নিপতি ! আর তুমি কিনা তাই বিশ্বাস কর !

মিচ্‌ : আমি প্রথমে তাকে মিথ্যেবাদী বলেছিলাম, পরে তার কথা আমি যাচাই করে দেখেছি। প্রথমে আমি আমাদের মাল সাপ্লাই-আলা যে লরেলে যাওয়া-আসা করে তাকে জিজ্ঞেস করেছি। পরে ঐ ব্যবসায়ীর সঙ্গে ট্রাঙ্ককলে কথা বলেছি।

ব্লাঁশ : ঐ ব্যবসায়ী কে ?

মিচ্‌ : কীফেবার।

ব্লাঁশ : লরেলের ব্যবসায়ী কীফেবার ! হ্যাঁ, আমি তাকে চিনি। ও আমাকে দেখলেই শিষ দিতো। আমি ওকে উচিত শিক্ষা

দিয়েছিলাম। কাজেই ও এখন আমার ওপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য এসব কাহিনী রটাচ্ছে।

মিচ্‌: তিনজন লোক কীফেবার, স্ট্যানলি এবং শ্য সবাই কসম খেয়ে বলেছে!

ব্লাঁশ: সাম্‌লা সাম্‌লা সাম্‌লা।
তিনজনের এক গাম্‌লা!
কিন্তু ছিঃ! কি নোংরা গামলা!

মিচ্‌: তুমি কি 'ফ্ল্যামিঙ্গো' হোটেলে থাকোনি?

ব্লাঁশ: ফ্ল্যামিঙ্গো? না, সেটার নাম ছিল 'ট্যারান্‌টুলা।' আমি যে হোটেলে ছিলাম সেটার নাম ছিল 'দ্য ট্যারান্‌টুলা আর্মস!'

মিচ্‌: (বোকার মত) ট্যারান্‌টুলা?

ব্লাঁশ: হ্যাঁ, বিরাট মাকড়সা! সেখানেই আমি আমার শিকার ধরে নিয়ে আসতাম। (আরেক গ্লাস পানীয় ঢালে) হ্যাঁ, বহু অপরিচিত লোকের সঙ্গেই আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। এ্যালানের মৃত্যুর পর—আমার হৃদয়ের শূন্যতা আমি এইসব অপরিচিত লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার দ্বারা কোনরকমে ভরিয়ে তুলতে চেষ্টা করতাম—আমার মনে হয়, কি এক আতঙ্ক, হ্যাঁ আতঙ্ক, যা আমাকে একজনের কাছ থেকে আরেক জনের কাছে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতো, আমি আশ্রয় খুঁজে বেড়াতাম—এর কাছে, তার কাছে, নানা রকম অসম্ভব জায়গায়—এমন কি একটি সতের বছরের ছেলের মাঝে—কিন্তু কে যেন সুপারকে চিঠি লিখে দেয় "এই মহিলা চরিত্রগত কারণে এ পদের অযোগ্যা।"

[ব্লাঁশ মাথা পেছন দিকে ঝুঁকিয়ে কান্না মেশানো হাসি হাসে। তার সর্বাঙ্গ প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত হতে থাকে। তারপর সে আবার কথাগুলো বলে। হাঁপায়, পান করে]

সত্যি? হ্যাঁ, ঠিকই বোধ হয়—অযোগ্যা—যাই হোক...... কাজেই আমি এখানে এসেছি। আমার আর যাবার জায়গা

ছিল না। এদিকে আমার দিন ফুরিয়েছে। দিন ফুরোনো বোঝো? আমার যৌবন ফোরাবার মত উপচে পড়ে হঠাৎ উবে গেছে—এমন সময় তোমার সাথে দেখা। তুমি বল্লে তোমার কাউকে প্রয়োজন। আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম। কারণ তোমাকে আমার খুব নম্র, খুব ভদ্র মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল যেন এই পাষাণ পৃথিবীর মাঝে তুমি একটা ফাটল যেখানে আমি লুকিয়ে থাকতে পারি। কিন্তু আমি বোধ হয় বড় বেশী চাইছিলাম—বড় বেশী! কীফেবার, স্ট্যানলি, শ্যু সবাই মিলে ঘুড়ির লেজে ক্যানেস্তারা বেঁধে দিয়েছে।

[কিছুক্ষণ নীরবতা। মিচ্ বোবার মত তার দিকে তাকিয়ে থাকে]

মিচ্: তুমি আমাকে মিথ্যে কথা বলেছিলে।

ব্ল্যাঁশ: এ কথা বোলো না। মিথ্যে বলিনি।

মিচ্: মিথ্যে, মিথ্যে, অন্তরে বাইরে সর্বত্র মিথ্যে।

ব্ল্যাঁশ: অন্তরে নয়—আমার হৃদয় মিথ্যে কথা বলেনি... ...

[মোড়ের দিক থেকে ফেরিওয়ালী এগিয়ে আসে। এক অন্ধ মেক্সিকান মহিলা। তার গায়ে গাঢ় রঙের শাল জড়ানো। হাতে ঝকমকে টিনের ফুলের তোড়া। এই ধরনের ফুল নিম্নশ্রেণীর মেক্সিকোবাসীরা শবযাত্রা বা উৎসবাদিতে ব্যবহার করে। তার ডাক খুব মৃদু শোনা যাবে। তাকে বাড়ীর বাইরে আবছামতন দেখা যাবে।]

মেঃ মহিলা: ফুল! ফুল! মৃতের জন্য ফুল। ফুল। ফুল।

ব্ল্যাঁশ: কে? ওঃ! বাইরে কেউ নাকি?

[দরজার কাছে গিয়ে দরজা খুলে মেক্সিকান মহিলার দিকে তাকিয়ে থাকে]

মেঃ মহিলা: (দরজার কাছে এসে ব্ল্যাঁশকে ফুল নিতে বলে) ফুল চাই? মৃতের জন্য ফুল?

ব্ল্যাঁশ: (ভীত ভাবে) না, না, এখন না, এখন না।

[সশব্দে দরজা বন্ধ করে তীরবেগে বাড়ীর ভেতর প্রবেশ করে]

মেঃ মহিলা : (ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার পথ চলতে শুরু করে) মৃতের জন্য ফুল।

[ধীরে ধীরে পোলকা সুর বাজতে থাকে]

ব্লাঁশ : (যেন নিজেকে বলে) চূর্ণ বিচূর্ণ হওয়া, মিলিয়ে যাওয়া, অনুতাপ করা, নালিশ করা... যদি তুমি এই করতে তা হলে—তা হলে আমাকে এত মূল্য দিতে হোত না।

মেঃ মহিলা : ফুল, ফুল, মৃতের জন্য ফুল!

ব্লাঁশ : উত্তরাধিকার সূত্রে পেলাম! হুঃ...অনেক কিছু—যেমন রক্ত চিহ্নিত বালিশের ঢাকনা—'ওর চাদর বদলাতে হবে'—'বদলে দিচ্ছি মা।' কিন্তু এটা কি নিগ্রো চাকরানী দিয়ে করানো যায় না? না, তা যায় না। সব হারালেও...

মেঃ মহিলা : ফুল।

ব্লাঁশ : মৃত্যু— আমি এখানে বসতাম আর উনি ওখানে বসতেন আর মৃত্যু এত কাছে মনে হত যেন তুমি যেখানে বসে আছো ঐখানে —অথচ আমরা এমন ভাব দেখাতাম যেন মৃত্যুর নামও কোন-দিন শুনিনি।

মেঃ মহিলা : মৃতের জন্য ফুল, ফুল চাই, ফুল ... ...

ব্লাঁশ : এর উল্টোটা হচ্ছে বাসনা। তুমি কি অবাক হচ্ছো? কিন্তু কেমন করে অবাক হচ্ছো? বেল রেভের চেয়ে বেশী দূরে নয়, তখনো আমরা বেল রেভ হারাইনি। এক সেনানিবাস ছিল। সেখানে কমবয়সী সৈনিকদের ট্রেনিং দেয়া হত। প্রতি শনি-বার রাতে তারা শহরে গিয়ে মদ খেয়ে মাতাল হত।

মেঃ মহিলা : ফুল...

ব্লাঁশ : ফিরতি পথে টলতে টলতে আমাদের বাগানে এসে "ব্লাঁশ! ব্লাঁশ!" বলে ডাকাডাকি করতো। বাড়ীতে যে বুড়ো কালা ভদ্রমহিলা থাকতেন তিনি কিছুই সন্দেহ করতেন না। আমি

মাঝে মাঝে বাড়ীর বাইরে বেরিয়ে যেতাম, তাদের ডাকে সাড়া দিতে—পরে ধানের গাড়ী তাদেরকে ডেইজী ফুলের মত কুড়িয়ে—তাদের জায়গায় পৌছে দিত।

[মেক্সিকান মহিলা ধীরে ঘুরে উলটো পথে মৃদু বিষাদ পূর্ণ স্বরে ডাকতে ডাকতে চলে যায়। ব্লাঁশ ড্রেসারের কাছে এগিয়ে গিয়ে সেটার ওপর ভর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়ায়। এক মুহূর্ত পরে উদ্দেশ্যমূলকভাবে মিচ্ তাকে অনুসরণ করে। পোল্কা বাদ্য মিলিয়ে যায়। মিচ্ তার কোমর ধরে তাকে সামনের দিকে ফেরাবার চেষ্টা করে]

ব্লাঁশ : কি চাও তুমি ?

মিচ্ : (ব্লাঁশকে জড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করে) পুরো গ্রীষ্মটা যা থেকে বঞ্চিত আছি।

ব্লাঁশ : তাহলে আমাকে বিয়ে কর।

মিচ্ : আমি তোমাকে এখন আর বিয়ে করতে চাই না।

ব্লাঁশ : চাও না ?

মিচ্ : (কোমর ছেড়ে দিয়ে) তুমি এতটা পবিত্র নও যে আমার মায়ের সঙ্গে একবাড়ীতে রাখা চলে।

ব্লাঁশ : তা হলে বেরিয়ে যাও।

[মিচ্ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে]

আমি আগুন আগুন বলে চিৎকার করার আগেই এখান থেকে দূর হয়ে যাও।

[হিস্টিরিয়ার প্রভাবে তার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে]

আমি আগুন আগুন বলে চিৎকার করার আগেই এখান থেকে দূর হয়ে যাও।

[মিচ্ তবুও একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। ব্লাঁশ হঠাৎ দৌড়ে বড় জানালাটার কাছে যায়, যে জানালা দিয়ে গ্রীষ্মের নরম হাল্কা

নীলাভ আলো দেখা যায় সেখানে দাঁড়িয়ে সে উম্মাদের মত চিৎকার করে]

আগুন ! আগুন ! আগুন !

[মিচ্ চম্‌কে উঠে রুদ্ধশ্বাসে বাইরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। কোন রকমে ধাক্কা খেতে খেতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাড়ীর পাশ দিয়ে মোড়ের দিকে চলে যায়। ব্রাঁশ টলতে টলতে জানালা থেকে সরে আসে। তারপর মেঝেতে নতজানু হয়ে বসে। দূরের পিয়ানো করুণভাবে মৃদুস্বরে বাজতে থাকে।]

দশম দৃশ্য

[ঐ রাত্রির কয়েক ঘণ্টা পরের ঘটনা।
মিচ্ চলে যাবার পর থেকে ব্লাঁশ একরকম একটানা পান করে চলেছে। সে তার নিজের পোশাকের বাক্স শোবার ঘরের মাঝখানে টেনে এনেছে। বাক্সের ডালা খোলা। বাক্সের ওপর সুন্দর সুন্দর পোশাক ছড়িয়ে পড়ে আছে। পান করতে করতে কাপড় চোপড় গোছাতে গোছাতে হঠাৎ তার মনের মধ্যে কেমন একটা অস্বাভাবিক আনন্দের ভাব জেগে ওঠে। তারপর সে নিজেকে সাজাতে বসে। একটা আধময়লা কোঁচ্কানো সাদা সাটিনের সান্ধ্যকালীন গাউন পরে, পায়ে দেয় গোড়ালীতে পাথর বসানো দোমড়ানো মোচড়ানো রূপালী স্যাণ্ডেল। তারপর সে ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রাইনস্টোনের টায়রাটা মাথায় পরতে পরতে উত্তেজিতভাবে বিড়বিড় করতে থাকে। মনে হয় সে যেন একদল অশরীরী ভক্তের সঙ্গে কথা বলছে।]

ব্লাঁশ : আচ্ছা, এখন সাঁতার কাটতে গেলে কেমন হয়? জ্যোৎস্না রাতে সেই পুরোনো পাহাড়ী খাঁড়ীতে যদি সাঁতার কাটতে যাই? অবশ্য এমন কাউকে পেতে হবে যে পুরো মাতাল হয়নি, গাড়ী চালাতে পারবে। হাঃ হাঃ। মাথার ঝম্ঝমানি থামাবার এটাই প্রকৃষ্ট উপায়। অবশ্যি তোমাকে খুব সাবধানে, যেখানে গভীর পানি সেখানে ঝাঁপ দিতে হবে—যদি পাথরে আঘাত পাও তাহলে ঐ দিন আর ভেসে উঠবে না, উঠবে পরের দিন......

[কম্পিত হস্তে হাত-আয়না নিয়ে নিজেকে আরো ভাল করে পরখ করে দেখে তারপর শ্বাসরুদ্ধ করে আয়নাটা এত জোরে আছড়ে ফেলে যে কাঁচ ভেঙ্গে যায়। তারপর একটা কাতর ক্রন্দন ধ্বনি করে সে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে

[স্ট্যানলিকে বাড়ীর কোণের দিক থেকে আসতে দেখা যায়। তার পরনে তখনও উজ্জ্বল সবুজ রং-এর বেলিং শার্ট। স্ট্যানলি যখন মোড়ের দিক থেকে আসতে থাকে তখন সস্তা পানশালার বাজনা শোনা যায়। এই বাজনা এই দৃশ্যের শেষ পর্যন্ত সারাক্ষণই মৃদু-ভাবে বাজতে থাকে।

স্ট্যানলি রান্নাঘরে ঢুকে সশব্দে দরজা বন্ধ করে। ব্লাশের দিকে ঝুঁকে তাকিয়ে আস্তে করে শিষ দেয়। সে বাড়ী ফেরার পথে পান করে এসেছে এবং হাতে করে কয়েকটি বিয়ারের কোয়ার্ট বোতল এনেছে।]

ব্লাশ: আমার বোন কেমন আছে?*

স্ট্যানলি: (দাঁত বার করে অমায়িক হাসি হাসে) সকালের আগে নাকি বাচ্চা হবে না তাই ওরা আমাকে একটু ঘুমিয়ে নিতে বল্ল।

ব্লাশ: তাতে কি এই বোঝায় যে শুধু তুমি আর আমি এখানে থাকবো?

স্ট্যানলি: বটেই তো। শুধু তুমি আর আমি। অবশ্য যদি না কাউকে খাটের তলায় লুকিয়ে রেখে থাকো। একি, ওসব সাজ-সজ্জা কেন?

ব্লাশ: ও হ্যাঁ, ঠিক তো। আমার টেলিগ্রাম আসার আগেই তুমি বেরিয়ে গিয়েছিলে।

স্ট্যানলি: টেলিগ্রাম পেয়েছো?

ব্লাশ: হ্যাঁ, আমার এক পুরোনো ভক্তের কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেয়েছি।

স্ট্যানলি: ভাল কিছু?

ব্লাশ: ভালোই তো। একটা নেমন্তন্ন।

স্ট্যানলি: কিসের? উদ্দাম নাচের?

ব্লাশ: (মাথা পেছন দিকে ঝাঁকিয়ে) জাহাজে করে ক্যারিবিয়ানে ভ্রমণ।

স্ট্যানলি: বটে বটে। তাই নাকি?

ব্লাশ: আমার জীবনেও আমি এত অবাক হইনি।

স্ট্যানলি: আমারও তাই মনে হয়।

ব্লাশ: এ যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।

স্ট্যানলি: কার কাছ থেকে এসেছে বল্লে?

ব্লাশ: আমার এক পুরোনো প্রণয়ীর কাছ থেকে।

স্ট্যানলি : এই কি সেই যে তোমাকে শেয়ালের লোমের সাদা পোশাক দিয়েছে ?

ব্লাঁশ : মিঃ শেপ হাণ্টলে। আমি যখন কলেজের শেষ বর্ষে ছিলাম তখন ওর বাগদত্তা হচ্ছিলাম প্রায়।
গত ক্রিস্‌মাসের আগে তার সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি। হঠাৎ করে বিসকোইন বুলেভারে দেখা। তারপর—হঠাৎ করে এই টেলিগ্রাম—। আমাকে নেমন্তন্ন করেছে ক্যারিবিয়ানে নৌ-ভ্রমণের জন্য। এখন সমস্যা হচ্ছে পোশাক। আমি বাক্স তোলপাড় করে দেখছিলাম গ্রীষ্মপ্রধান দেশে পরার মত কি পোশাক আমার আছে!

স্ট্যানলি : তা পেলে বুঝি ঐ জমকালো হীরের টায়রা ?

ব্লাঁশ : এই পুরোনো ধ্বংসাবশেষ ? হাঃ হাঃ, এটা হচ্ছে রাইনস্টোন।

স্ট্যানলি : আমি তো ভেবেছিলাম টিফ্যানী থেকে কেনা হীরা বুঝি।

[সার্টের বোতাম খোলে]

ব্লাঁশ : সে যাই হোক। নেমন্তন্ন রক্ষা করতে আমি সেজেগুজে যেতে চাই।

স্ট্যানলি : হুঃ। তোমাকে দেখেই বুঝতে পারছি মানান বেমানানের কোন ধারণাই তোমার নেই।

ব্লাঁশ : ঠিক যখন আমি ভাবতে শুরু করেছি আমার ভাগ্য আমার প্রতি বিরূপ—

স্ট্যানলি : ঠিক তখনই এই মায়ামীর লক্ষপতির উদয়।

ব্লাঁশ : এর বাড়ী মায়ামী নয়। এর বাড়ী ডালাস।

স্ট্যানলি : এর বাড়ী ডালাস ?

ব্লাঁশ : হ্যাঁ। যেখানকার জমি থেকে ফোয়ারার মত সোনা উপ্‌চে পড়ে সেই ডালাসেই এর বাড়ী।

স্ট্যানলি : বুঝলাম! সে তাহলে কোন এক বিশেষ জায়গার লোক। (শার্ট খুলতে শুরু করে)

ব্লাঁশ : অধিক নগ্ন হবার আগে পর্দাটা টেনে দাও।

স্ট্যানলি : (অমায়িক ভাবে) এখনকার মত এই পর্যন্তই। (সে বিয়ারের বোতলের ঠোঙ্গা ছেঁড়ে) বোতল খোলার যন্ত্রটা দেখেছ ?

[ব্লাঁশ ধীরে ধীরে ড্রেসারের কাছে এগিয়ে যায়। সেখানে আঙ্গুলে আঙ্গুলে গিঠ পাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে]

আমার এক কাজিন ছিল সে সোজা দাঁত দিয়ে এসব বোতলের মুখ খুলে ফেলতো। (টেবিলের কোণায় আছড়ে বোতলের ছিপি খোলার চেষ্টা করে) এইটাই তার একমাত্র গুন ছিল। এই একটা কাজই সে পারতো—সে ছিল বোতল খোলার মানুষ যন্ত্র। তারপর একবার হল কি, এক বিয়ে বাড়ীতে গেল তার সামনের দাঁত ভেঙ্গে ! এরপর থেকে সে এত লজ্জা পেত যে বাড়ীতে কেউ এলে সে চুপি চুপি বাড়ী থেকে পালিয়ে যেতো—

[বোতলের ছিপি খুলে ছিট্‌কে যায়। বোতল থেকে ফেনা ফোয়ারার মত ওপরের দিকে উঠে যায়। স্ট্যানলি খুশী হয়ে হাসে, বোতল নিজের মাথার ওপর ধরে।]

হাঃ হাঃ, স্বর্গ থেকে বৃষ্টি হচ্ছে !

[সে বোতলটা ব্লাঁশের দিকে এগিয়ে ধরে]

এসো আমরা আমাদের পুরোনো ঝগড়া-ঝাটি মিটিয়ে ফেলে ভাব করি, কেমন ?

ব্লাঁশ : না, ধন্যবাদ।

স্ট্যানলি : আজকে আমাদের দু'জনারই স্মরণীয় রাত। তুমি পাচ্ছ এক তেলের খনির লক্ষপতিকে আর আমি পাচ্ছি বাচ্চা।

[সে আলমারীর কাছে গিয়ে উবু হয়ে বসে নিচের দেরাজ থেকে কি যেন বার করার চেষ্টা করে।]

ব্লাঁশ : (একটু পিছিয়ে গিয়ে) ওখানে কি করছো ?

স্ট্যানলি : এখানে এমন একটা জিনিস আছে যা থেকে বিশেষ বিশেষ দিনে আমি টুক্‌রো ছিঁড়ে বার করি। এটা আমার বিয়ের রাতের স্লিপিং স্যুট।

ব্লাঁশ : ও।

স্ট্যানলি : যখন ওরা ফোন করে আমাকে বলবে "তোমার ছেলে হয়েছে" আমি এটা থেকে একটা টুক্‌রো ছিঁড়ে নিশানের মত ওড়াবো!

[সে একটা খুব উজ্জ্বল রং-এর স্লিপিং কোট নাড়তে থাকে]

ব্লাঁশ : যখন ভাবি আবার আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা রক্ষা করে একান্তে থাকতে পারবো তখন মনে হয় আনন্দে আমি কেঁদে ফেলবো।

স্ট্যানলি : তোমার এই ডালাসের লাখোপতি তোমার ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তায় কোন রকম হস্তক্ষেপ করবে না?

ব্লাঁশ : তুমি যা ভাবছো এটা সে জাতের কিছু নয়। ইনি একজন ভদ্রলোক এবং ইনি আমাকে শ্রদ্ধা করেন।

[উত্তেজিতভাবে বানিয়ে বানিয়ে বলে]

তিনি শুধু আমার সঙ্গ কামনা করেন। খুব বেশীরকম বিত্তবান যারা তারা মাঝে মাঝে খুব নিঃসঙ্গ বোধ করে। একজন বুদ্ধিমতি, সদ্বংশজাত, শিক্ষিতা মহিলা এমন একজন লোকের জীবনকে সীমাহীনভাবে মূল্যবান করে তুলতে পারে। আমার মধ্যে এসব গুণ আছে আমি তাকে এগুলোই দান করবো এবং এ জিনিসের ক্ষয় নেই।

দৈহিক সৌন্দর্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সেটা বড়ই ক্ষণস্থায়ী সম্পদ। কিন্তু মানসিক সৌন্দর্য, আত্মার ঐশ্বর্য এবং হৃদয়ের কোমলতা— এর সবগুলোই আমার আছে—এগুলো কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে না বরঞ্চ এগুলো দিনে দিনে বৃদ্ধি পায়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এগুলোও বাড়ে! কি আশ্চর্য! আমার অন্তরে যখন এইসব ঐশ্বর্য আবদ্ধ হয়ে আছে তখন লোকে আমাকে নিঃস্ব ভাবে কি করে? (চাপা কান্নার শব্দ শোনা যায়।) আমি নিজেকে খুব—খুব বিত্তশালী মনে করি। কিন্তু এসব কথা বলা

আমারই নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। এ হচ্ছে বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা।

স্ট্যানলি : বাঁদর, না?

ব্লাঁশ : হ্যা বাঁদর! বাঁদর! আর এ আমি শুধু তোমাকেই বলছি না। এই সাথে তোমার বন্ধু মিঃ মিচেলকেও বলছি। এইরাতে সে কিনা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। কি স্পর্ধা: আমার সঙ্গে কারখানার পোশাকে দেখা করতে আসে। আর এসে কিনা যতসব অকথ্য অপবাদ। যতসব নোংরা কাহিনী তোমার কাছ থেকে শুনেছে সেগুলো আবার এসে আমাকে শোনাচ্ছে। আমিও তেমনি দিয়েছি তাড়িয়ে......

স্ট্যানলি : তাড়িয়ে দিয়েছ, তাই না?

ব্লাঁশ : কিন্তু তারপর সে আবার ফিরে এসেছিলো। এসেছিল এক বাক্স গোলাপ ফুল নিয়ে। আমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতে। আমার ক্ষমার জন্য সে কি মিনতি। কিন্তু কিছু কিছু অপরাধ আছে যা কিছুতেই ক্ষমা করা যায় না। যে লোক ইচ্ছা করে মানুষকে কষ্ট দেয় তাকে কখনো ক্ষমা করা যায় না। আমার মতে এ হচ্ছে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ এবং আমি এ অপরাধে একদিনের জন্যও অপরাধী নই। আমি তাকে বলেছি "ধন্যবাদ।" তবে আমি যে কখনো ভেবেছিলাম আমরা পরস্পরের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারবো এ নিতান্তই আমার নির্বুদ্ধিতা। আমাদের উভয়ের জীবনের ধারা সম্পূর্ণ বিপরীত। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের জীবনের পটভূমি এত ভিন্ন যে আমরা কখনই একে অন্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারি না। এসব সম্পর্কে আমাদের বাস্তবধর্মী হওয়া উচিত। অতএব বিদায় হে বন্ধু, এবং আমাদের মাঝে কোন মনোমালিন্য—

স্ট্যানলি : এসব কি টেক্সাসের তেলের খনির লক্ষপতির টেলিগ্রাম আসার আগের ঘটনা, না পরের?

ব্লাশ : কিসের টেলিগ্রাম? ও, না না পরে! পরে! আসল কথা হল টেলিগ্রামটা এমন সময় এলো ঠিক যখন—

স্ট্যানলি : আসল কথা হল কোন টেলিগ্রাম আসেনি!

ব্লাশ : এ্যা!

স্ট্যানলি : কোন লাখপতিও নেই। এবং মিচ্‌ও গোলাপফুল নিয়ে আসে নি। তাছাড়া সে এখন কোথায় তাও আমি জানি—

ব্লাশ : ওহ্।

স্ট্যানলি : তোমার এ সব কথার মধ্যে অলীক কল্পনা ছাড়া কিছুই নেই!

ব্লাশ : ওহ্!

স্ট্যানলি : না, আছে মিথ্যে কথা, আছে আত্মম্ভরিতা, আছে প্রতারণা!

ব্লাশ : উহ্।

স্ট্যানলি : নিজের দিকে একবার তাকিয়ে দেখ! ভাল করে তাকিয়ে দেখ পুরোনো কাপড়-চোপড় বিক্রিআলার কাছ থেকে পঞ্চাশ সেণ্ট দিয়ে ভাড়া করা পুরোনো ফেঁসে যাওয়া যাত্রার পোশাকে তোমায় কেমন মানিয়েছে! তার উপর আবার মাথায় পাগলা মুকুট! তুমি নিজেকে কিসের রাণী মনে কর?

ব্লাশ : ওহ্—ঈশ্বর!

স্ট্যানলি : আমি প্রথম দিন থেকে তোমাকে ঠিক চিনেছি। আমার চোখে তুমি একদিনের জন্যও ধুলো দিতে পারোনি। তুমি এলে, কিছু পাউডার ছিটালে কিছু সুরভি ছড়ালে। আলোর বালবের ওপর কাগজের শেড লাগালে। ব্যস তারপরেই এ জায়গা যেন মিশরে পরিণত হোলো এবং তুমি হলে নীলনদের রাণী! তারপর তুমি তোমার ঐ সিংহাসনে বসে এক নাগাড়ে আমার পানীয় পান করতে থাকলে। আমি তোমার মুখের ওপর তোমাকে নিয়ে হাসছি। হা! হা—হা। শুনতে পাচ্ছো। হা—হা—হা।

[সে শোবার ঘরে ঢোকে]

ব্লাঁশ : খবরদার। এ ঘরে এসো না।

[ব্লাঁশের আশেপাশের দেয়ালে নানারকম বীভৎস প্রতিবিম্ব দেখা যায়। ছায়ামূর্তিগুলো সবই অদ্ভুত এবং ভয়াবহ। সে শ্বাসরুদ্ধ করে টেলিফোনের কাছে গিয়ে ডায়াল করতে থাকে।
স্ট্যানলি বাথরুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে।]

অপারেটর, অপারেটর। আমি একটা ট্রাঙ্ককল করতে চাই, দয়া করে......আমি ডালাসের শেপ হান্টলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাই। তাকে সবাই চেনে। তার ঠিকানার কোন দরকার হবে না। যে-কোন লোককে জিজ্ঞেস করবেন—দাঁড়ান।—না, এখন খুঁজে পাচ্ছি না। দয়া করে আমার—আমার অসুবিধেটা একটু বুঝতে চেষ্টা করুন,—আমি—না। না, দাঁড়ান।...... এক মিনিট। কে যেন—না না, কিছু না! এ-একটু ধরুন।

[টেলিফোন নামিয়ে রেখে সতর্কতার সঙ্গে রান্নাঘরে প্রবেশ করে। রাত্রি নানাপ্রকার ভৌতিক শব্দে পরিপূর্ণ। শব্দগুলো অনেকটা যেন জঙ্গলের জীবজন্তুর চিৎকারের মত]

[ছায়াগুলো এবং ভয়াবহ প্রতিবিম্বগুলো দেয়ালের ফাঁকে ফাঁকে অগ্নিশিখার মত কাঁপতে থাকে।]

[ঘরের পেছনের দেয়াল, যেটা এখন স্বচ্ছ হয়ে গেছে, তার ভেতর দিয়ে ফুটপাথ দেখা যাচ্ছে। এক বারবণিতা এক মাতালকে আকৃষ্ট করে। মাতাল লোকটি তাকে অনুসরণ করে ধরে ফেলে, শেষে ধস্তাধস্তি হয়। একজন পুলিস হুইসেল বাজিয়ে এগিয়ে এসে তাদের নিরস্ত করে। তারপর মূর্তিগুলো মিলিয়ে যায়।]

[কিছুক্ষণ পরে মোড়ের দিক থেকে নিগ্রো মহিলা এগিয়ে আসে। তার হাতে বারবণিতার ফেলে যাওয়া চুমকি বসানো ব্যাগ। মহিলা উত্তেজিতভাবে ব্যাগের ভেতরে হাতড়াচ্ছে।

[ব্লাঁশ হাতের মুঠি ঠোঁটের ওপর চেপে ধরে ধীরেধীরে আবার টেলিফোনের কাছে এগিয়ে আসে। ভাঙ্গা গলায়, ফিস্ ফিস্ করে বলে।]

ব্লাঁশ : অপারেটর! অপারেটর! ট্রাঙ্কলের দরকার নেই। ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন দিন। আমার এমন সময় নেই—ওয়েস্টার্ন—ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন!

[উদ্বিগ্নভাবে অপেক্ষা করে]

ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন? হ্যা আমি—চাই—কথাটা লিখে নিন! "খুব, খুব বিপদে পড়েছি! আমাকে সাহায্য করুন! জালে আটকা পড়েছি। আটকা পড়ে"—ওহ্!

[এক ঝটকায় বাথরুমের দরজা খুলে স্ট্যানলি চমৎকার উজ্জ্বল ঝক্‌ঝকে সিল্কের স্লিপিং স্যুট পরে বেরিয়ে আসে। কোমরের ঝালর দেয়া স্যাশ বাঁধতে বাঁধতে ব্লাঁশের দিকে তাকিয়ে দাঁত বার করে হাসে। ব্লাঁশ আঁতকে উঠে ফোনের কাছ থেকে দূরে পিছিয়ে যায়। দশ গুণতে যতক্ষণ সময় ব্যয় হয় সেই পরিমাণ সময় স্ট্যানলি তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। এরপর টেলিফোন থেকে একটা কট্‌কট্‌ খরখর শব্দ একটানা শোনা যেতে থাকে।]

স্ট্যানলি: টেলিফোনের রিসিভার নাবিয়ে রেখেছ।

[সে ধীরে সুস্থে টেলিফোনের কাছে গিয়ে সেটাকে জায়গামত রাখে। রাখার পর আবার ব্লাঁশের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। তারপর ব্লাঁশ আর বাইরের দরজার মাঝখান দিয়ে পার হয়ে যাবার সময় তার মুখে ধীরে ধীরে বিদ্রূপাত্মক হাসি ফুটে ওঠে।]
[এতক্ষণের অতি মৃদু পিয়ানো বাদ্য এখন ক্রমশঃ জোরে বেজে ওঠে। এবং ক্রমশঃ এই শব্দই পরিবর্তিত হয় এগিয়ে আসা ট্রামের শব্দে। ব্লাঁশ উবু হয়ে কুঁকড়ে বসে কানের ওপর হাতের মুঠি চেপে ধরে, যতক্ষণ না ট্রামটা চলে যায়।]

ব্লাঁশ: (অবশেষে ঋজু হয়ে বসে)

আমাকে—আমাকে তোমার পাশ দিয়ে পার হয়ে যেতে দাও।

স্ট্যানলি: আমার পাশ দিয়ে যাবে? বেশ তো। যাও না (প্রবেশ পথের দিক থেকে এক পা পিছিয়ে যায়)।

ব্লাঁশ: তুমি—তুমি ওখানে দাঁড়াও।

[ব্লাঁশ তাকে দূরের একটা জায়গা দেখিয়ে দেয়]

স্ট্যানলি: (কাষ্ঠহাসি হেসে) আমার পাশ দিয়ে যাবার মত যথেষ্ট জায়গা রয়েছে।

ব্লাঁশ: তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলে কক্ষনো যাবো না। কিন্তু যেভাবেই হোক আমাকে বাইরে যেতেই হবে।

স্ট্যানলি ঃ তুমি কি মনে করো আমি বাধার সৃষ্টি করবো ? হা—হা।

[মৃদু স্বরে ব্লু পিয়ানো বাজতে থাকে। ব্ল্যাশ একটু বিভ্রান্তভাবে ঘুরে দাঁড়ায়, যাবার মত ভঙ্গী করে। বনজঙ্গলের অমানবিক চিৎকার আবার শোনা যায়। স্ট্যানলি তার ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বার করা জিভ কামড়ে ধরে তার দিকে একপা এগিয়ে আসে।]

স্ট্যানলি ঃ (মৃদু স্বরে) এখন মনে হচ্ছে—তোমাকে বাধা দেয়াটা নেহাৎ মন্দ হবে না।

[ব্লাঁশ দরজা দিয়ে পিছিয়ে গিয়ে শয়ন কক্ষে প্রবেশ করে।]

ব্লাঁশ ঃ খবরদার বলছি, যেখানে আছো সেখানেই থাকো ! আমার দিকে আর এক পা এগিয়েছো কি আমি—

স্ট্যানলি ঃ কি করবে ?

ব্লাঁশ ঃ একটা সাংঘাতিক কিছু করবো ! করবোই !

স্ট্যানলি ঃ এ আবার কি খেল্ ?

[এখন উভয়েই শয়ন কক্ষে]

ব্লাঁশ ঃ তোমাকে সাবধান করছি। এসো না বলছি, বিপদ হবে !

[স্ট্যানলি আরো একপা এগিয়ে আসে। ব্লাঁশ টেবিলের ওপর আছড়ে একটা বোতল ভাঙ্গে। তারপর ভাঙ্গা বোতলের ওপরের অংশটা আঁকড়ে ধরে তার দিকে ফিরে দাঁড়ায়।]

স্ট্যানলি ঃ ওটা কি জন্যে ভাঙ্গলে ?

ব্লাঁশ ঃ যাতে তোমার মুখের ওপর মুচড়ে দিতে পারি।

স্ট্যানলি ঃ তা যে তুমি পার সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই !

ব্লাঁশ ঃ হ্যাঁ পারি এবং তাই করবো যদি তুমি—

স্ট্যানলি ঃ ও ! কিছু মারামারি ধস্তাধস্তি হোক এটাই চাইছ বুঝি ? ঠিক আছে, তাহলে তাই হবে !

[স্ট্যানলি লাফ দিয়ে ব্লাঁশের কাছে এগিয়ে যায়, ধাক্কা লেগে টেবিলটা উল্টে পড়ে। ব্লাঁশ চিৎকার ক'রে তাকে ভাঙ্গা বোতল দিয়ে আঘাত করতে চেষ্টা করে কিন্তু তার আগেই স্ট্যানলি তার হাতের মনিবন্ধ চেপে ধরে।]

বাঘিনী—বাঘিনী ! ভাঙ্গা বোতল ফেল্ বলছি। ফেল্ ! প্রথম যেদিন তোর আর আমার দেখা হয়েছে সেদিন থেকেই আমাদের জন্য এইদিন অপেক্ষা করে আছে।]

[ব্লাঁশ যন্ত্রণায় কাতর ধ্বনি করে। তার হাত থেকে ভাঙ্গা বোতল পড়ে যায়। স্ট্যানলি তার প্রতিরোধ শক্তিহীন দেহ বহন করে শয্যায় নিয়ে যায়। 'ফোর ডিউস' থেকে প্রচণ্ড শব্দে ড্রাম বাজতে থাকে।]

একাদশ দৃশ্য

[কয়েক সপ্তাহ পরের ঘটনা। স্টেলা ব্ল্যাঁশের জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করছে। বাথরুমে ঝরঝর করে পানি পড়ার শব্দ হচ্ছে।
ঘরের মাঝখানের পর্দা কিছুটা ফাঁক হয়ে আছে, সেই ফাঁক দিয়ে পোকার খেলুড়েদের দেখা যাচ্ছে—স্ট্যানলি, স্টিভ, মিচ এবং পাবলো—তারা সবাই রান্নাঘরের টেবিলের চারপাশে বসে আছে। রান্নাঘরের পরিবেশ সেই আরেক দুর্ঘটনাময় পোকার খেলার রাত্রির মত স্থূল এবং ভয়াবহ।
নীলকান্ত মনির মত নীল আকাশ বাড়ীটাকে ঘিরে আছে। স্টেলা খোলা বাক্সে সুন্দর সুন্দর পোশাকগুলো গুছিয়ে রাখছে আর কাঁদছে।
ওপর তলার ফ্ল্যাট থেকে ইউনিস সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে তারপর রান্নাঘরে ঢোকে। পোকার খেলার টেবিল থেকে হঠাৎ উত্তেজিত স্বরে কথা শোনা যায়।]

স্ট্যানলি : খুব একটা দাঁও মারলাম যা হোক।

পাবলো : 'মালদিতা সিয়া তু সুয়ের্তো !'

স্ট্যানলি : আরে মোট্‌কা ইংরেজী বল্‌।

পাবলো : শালা তোর ভাগ্যকে গাল দিচ্ছি।

স্ট্যানলি : (অত্যধিক আনন্দিতভাবে) বলি ভাগ্য কাকে বলে জানো ? যদি মনে কর তুমি ভাগ্যবান তা হলেই ভাগ্য প্রসন্ন হয়। এই স্যালার্নোর কথাই ধর। আমি ধরে নিয়েছিলাম যে আমি ভাগ্যবান। কাজেই আমি ধরে নিলাম পাঁচজনের মধ্যে চার-জন পারবেই না কিন্তু আমি পারবো ...... এবং পারলামও। আমি এটা নিয়ম হিসেবে মেনে চলি। এই পৃথিবীর ঘোড়দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করতে হলে প্রথমেই তোমাকে নিজেকে ভাগ্যবান ভেবে নিতে হবে।

মিচ্ : তুমি......তুমি......তোমার কেবল বড় বড় কথা......কেবল বড়াই......ষণ্ডামার্কা বাক্যবাগীশ কোথাকার।

[স্টেলা শোবার ঘরে প্রবেশ ক'রে একটা পোশাক ভাঁজ করতে থাকে]

স্ট্যানলি : মিচ্-এর আবার কি হল ?

ইউনিস : (টেবিলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে) আমি সব সময়ই বলি পুরুষ মানুষের মনে অনুভূতি বলতে কিছু নেই, তারা বড় নিষ্ঠুর, কিন্তু আজকের ব্যবহার সব রকমের নিষ্ঠুরতাকে ছাড়িয়ে গেছে। বলি, নিজেদের পশুত্ব জাহির করছো, তাই না ?

[সে পর্দার ফাঁক দিয়ে শোবার ঘরে ঢোকে]

স্ট্যানলি : ইউনিস-এরই বা আবার কি হল ?

স্টেলা : আমার বাচ্চা কেমন আছে ?

ইউনিস : ছোট্ট একটা দেবদূতের মত ঘুমিয়ে আছে। তোমার জন্য কিছু আঙুর এনেছিলাম। (আঙুরগুলো একটা টুলের ওপর রেখে গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করে) ব্লাঁশ কোথায় ?

স্টেলা : গোসল করছে।

ইউনিস : কেমন আছে ?

স্টেলা : কিচ্ছু খেতে চাচ্ছে না, কিন্তু ড্রিঙ্ক চাচ্ছে।

ইউনিস : তুমি ওকে কি কিছু বলেছ !

স্টেলা : আমি—শুধু বলেছি যে—আমরা ওর জন্য কিছুদিন গ্রামে গিয়ে বিশ্রাম নেবার ব্যবস্থা করেছি। ও অবশ্য সবটা শেপ হান্টলের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছে।

[ব্লাঁশ বাথরুমের দরজা সামান্য একটু ফাঁক করে ডাকে]

ব্লাঁশ : স্টেলা।

স্টেলা : কি, ব্লাঁশ ?

ব্লাঁশ : আমি গোসল করতে থাকলে কেউ যদি আমাকে ফোন করে তাহলে নম্বরটা রেখো আর বোলো আমি বেরিয়েই ফোন করবো।

স্টেলা : ঠিক আছে।

ব্লাঁশ : ঐ যে ঠাণ্ডা হলুদ সিল্ক—বুক্লে সিল্কেরটা, দেখতো ওটা কুঁচ্কে আছে নাকি! যদি বেশী কোঁচ্কানো না হয় তা হলে ওটা আমি পরতে চাই। আর ওটার কলারে সামুদ্রিক ঘোড়ার আকারে তৈরী নীলকান্ত মনি বসানো রূপোর পিন পরবো। ওগুলো সব পাবে হার্টের আকারে তৈরী বাক্সটায় যার মধ্যে আমি আমার টুকিটাকি জিনিসপত্র রাখি। আর স্টেলা......দেখোতো ঐ বাক্সে কৃত্রিম ভায়োলেট ফুলের গুচ্ছটা পাও কিনা। ওটা আমি সিহর্সের সঙ্গে একসঙ্গে করে জ্যাকেটের কলারে লাগাতে চাই।

[সে দরজা বন্ধ করে। স্টেলা ইউনিসের দিকে ফিরে তাকায়]

স্টেলা : জানি না যা করছি ঠিক করছি কিনা।

ইউনিস : আর কিই বা তুমি করতে পারতে?

স্টেলা : ও যা যা বলেছে তা যদি আমি বিশ্বাস করি তা'হলে আমার পক্ষে স্ট্যানলির সঙ্গে বাস করা সম্ভব নয়।

ইউনিস : কক্ষনো এসব বিশ্বাস কোরো না। জীবনকে এগিয়ে যেতে দাও। যত যাই ঘটুক না কেন আমাদের এগিয়ে যেতেই হবে।

[বাথরুমের দরজা একটু ফাঁক করে]

ব্লাঁশ : (বাইরের দিকে তাকিয়ে) এদিক ওদিক কেউ নেই তো?

স্টেলা : কেউ নেই। (ইউনিসকে) ওকে বোলো যে ওকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।

ব্লাঁশ : আমি বেরুবার আগে পর্দা টেনে দাও।

স্টেলা : টানাই আছে।

স্ট্যানলি : —তোমাকে কটা?

পাবলো : —দুটো।

ষ্টিভ : —তিন।

[ব্লাঁশ দরজার কাছের পীতাভ আলোয় এসে দাঁড়ায়। লাল সাটিনের ড্রেসিং গাউন পরা তার ঐ মূর্তির মত দেহ থেকে কেমন যেন একটা করুণ জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সে যখন শয়ন কক্ষে প্রবেশ করে তখন 'ভারসুভিয়ানা' শোনা যায়।]

ব্লাঁশ : (কেমন যেন হিষ্টিরিয়াজনিত উচ্ছলতায়) আমি এই মাত্র মাথা ঘষলাম।

স্টেলা : তাই নাকি?

ব্লাঁশ : ঠিক বুঝতে পারছি না সাবানটা ঠিক মত ধোয়া হয়েছে কিনা?

ইউনিস : কি সুন্দর চুল।

ব্লাঁশ : (প্রশংসা উপভোগ করে) এ এক সমস্যা। আমার ফোন এসেছিলো নাকি?

স্টেলা : কার কাছ থেকে?

ব্লাঁশ : শেপ হান্টলে.........

স্টেলা : কৈ, নাতো, এখনো আসেনি।

ব্লাঁস : কি, আশ্চর্য! আমি—

[ব্লাঁশের কণ্ঠস্বর শুনে মিচের তাস ধরা হাত ঝুলে পড়ে, আর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় দূর দিগন্তে। স্ট্যানলি তার কাঁধে চাপড় মারে]

স্ট্যানলি : অ্যাই মিচ্! বলি স্বপ্ন দেখছো নাকি?

[স্ট্যানলির কণ্ঠস্বর ব্লাঁশকে কেমন যেন আহত করে। সে আহত ভঙ্গীতে ঠোঁট নেড়ে স্ট্যানলির নামোচ্চারণ করে। স্টেলা মাথা নেড়ে দ্রুত অন্য দিকে মাথা ফেরায়। ব্লাঁশ বেশ কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তার হাতে রূপালী আয়না, তার চোখে মুখে একটা করুণ বিভ্রান্ত ভাব। মনে হয় যেন মানুষের জীবনের সকল অভিজ্ঞতার ছাপ তার চোখে মুখে পড়েছে। তারপর হঠাৎ সে হিস্টিরিয়া রোগীর মত করে বলে ওঠে।]

ব্লাঁশ : এখানে কি হচ্ছে?

[একবার স্টেলার দিকে আবার ইউনিসের দিকে তারপর আবার স্টেলার দিকে ফিরে তাকায়। তার উচ্চ কণ্ঠ তাস খেলুড়েদের নিবিষ্টতা ভঙ্গ করে। মিচ্ তার মাথা আরো নত করে কিন্তু স্ট্যানলি

চেয়ারটা এমনভাবে ঠেলা দেয় যেন উঠে দাঁড়াবে। কিন্তু তাকে নিরস্ত করার জন্য তার বাহু চেপে ধরে।]

(ব্লাঁশ বলতে থাকে) এখানে কি হচ্ছে? আমি জানতে চাই এখানে কি হচ্ছে?

স্টেলা : (গভীর দুঃখের সঙ্গে) চুপ্! চুপ্!

ইউনিস : চুপ, চুপ কর লক্ষ্মীটি।

স্টেলা : লক্ষ্মীটি, ব্লাঁশ।

ব্লাঁশ : আমার দিকে অমন করে তাকাচ্ছ কেন? আমার কি কিছু হয়েছে?

ইউনিস : তোমাকে চৎকার দেখাচ্ছে। আচ্ছা, ওকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে না?

স্টেলা : হ্যাঁ।

ইউনিস : আমি শুনলাম আপনি নাকি বেড়াতে যাচ্ছেন?

স্টেলা : হ্যা, ব্লাঁশ তাই যাচ্ছে। ব্লাঁশ ছুটি উপভোগ করতে যাচ্ছে।

ইউনিস : আমার যা হিংসে হচ্ছে।

ব্লাঁশ : আমাকে সাহায্য করো, আমাকে পোশাক পরতে সাহায্য কর।

স্টেলা : (পোশাক এগিয়ে দিয়ে)
এটাই কি তুমি—

ব্লাঁশ : হ্যাঁ, এটাতেই চলবে! আমি যত তাড়াতাড়ি পারি এখান থেকে বেরিয়ে যেতে চাই—এ জায়গায় ফাঁদ পাতা আছে।

ইউনিস : কি সুন্দর নীল জ্যাকেট।

স্টেলা : এটা লাইলাক ফুলের রং।

ব্লাঁশ : তোমরা দুজনেই ভুল বলেছ। এটা হচ্ছে 'ডেলা রবিয়া ব্লু'। এ হচ্ছে পুরানো ছবির ম্যাডোনার পোশাকের নীল রং। এ আঙুরগুলো কি ধোয়া?

[ইউনিসের আনা আঙুরের থোকা আঙুল দিয়ে দেখায়।]

ইউনিস : কি বললে?

ব্লাঁশ : ধোয়া নাকি ? বলছি কি, এগুলো কি ধোয়া ?

ইউনিস : ওগুলো ফরাসী বাজার থেকে কেনা !

ব্লাঁশ : তার অর্থ এই নয় যে এগুলো ধোয়া। (গীর্জার ঘণ্টা বাজে) ঐ গীর্জার ঘণ্টা বাজছে— এ পাড়ায় এগুলোই একমাত্র পবিত্র জিনিস। আচ্ছা, আমি এখন তা হলে চলি। আমি যাবার জন্য প্রস্তুত।

ইউনিস : (ফিস্‌ফিস্ করে) ওরা আসার আগেই ও বোধ হয় বেরিয়ে পড়বে।

স্টেলা : ব্লাঁশ, একটু থামো !

ব্লাঁশ : আমি ঐ লোকগুলোর সামনে দিয়ে যেতে চাই না।

ইউনিস : তাহলে খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর।

স্টেলা : এখানে বোসো আর......

[ব্লাঁশ দুর্বলভাবে অনিশ্চিতভাবে ঘুরে দাঁড়ায়। স্টেলা ও ইউনিস যখন তাকে এক রকম জোর করে চেয়ারে বসিয়ে দেয়। সে তাদের কোন রকম বাধা দেয় না।]

ব্লাঁশ : আমি সমুদ্রের হাওয়ার গন্ধ পাচ্ছি। আমার জীবনের বাকি কটা দিন আমি সমুদ্রের ওপর কাটিয়ে দিতে চাই। তারপর যখন আমার মৃত্যু হবে, সমুদ্রের বুকেই হবে। কিসে আমার মৃত্যু হবে জানো ? (একটা আঙুর তুলে নেয়) সমুদ্রের বুকে একদিন একটা আধোয়া আঙুর খেয়ে আমার মৃত্যু হবে। আমি জাহাজের কোন এক সুদর্শন ডাক্তারের হাতে হাত রেখে মৃত্যুবরণ করবো। সে ডাক্তারের নিতান্ত স্বল্প বয়স হবে। ছোট্ট একটা সোনালী গোঁফ থাকবে আর থাকবে মস্ত একটা রূপোর ঘড়ি। সবাই বলাবলি করবে, 'আহা বেচারী, কুইনাইন ওর কোন কাজেই লাগলো না। ঐ আধোয়া আঙুরটাই ওর আত্মাকে স্বর্গে পাঠিয়ে দিয়েছে। (গীর্জার ঘণ্টা বাজে) আর সমুদ্রেই আমার কবর হবে, একটা পরিষ্কার সাদা থলেয় ভরে সেটার মুখ সেলাই

করে আমাকে ওরা জাহাজ থেকে সমুদ্রে ফেলে দেবে—ঠিক দুপুর বেলা—গ্রীষ্মের খররৌদ্রে—এমন একটা সমুদ্রে যে সমুদ্রের রং আমার প্রথম প্রণয়ীর (ঘণ্টা বাজে) চোখের মত ঘন নীল !

[একজন ডাক্তার ও সেই সাথে একজন নার্স মোড়ের দিক থেকে বাড়ীর দিকে এগিয়ে আসে এবং সিঁড়ি দিয়ে উঠে বারান্দায় আসে। তাদের পেশাগত গাম্ভীর্য কিছু অতিমাত্রায় প্রকট। তাদের নির্লিপ্ত ভাবভঙ্গী দেখেই বোঝা যায় তারা সরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে এসেছে। ডাক্তারটি দরজার ঘণ্টা টেপে। খেলার গুঞ্জন ধ্বনিতে ছেদ পড়ে।]

ইউনিস : (স্টেলাকে ফিস্ ফিস্ করে) ওরা এসেছে নিশ্চয়ই।

[স্টেলা ঠোঁটের ওপর মুঠি চেপে ধরে]

ব্লাঁশ : (ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়) কিসের শব্দ ?

ইউনিস : (চেষ্টাকৃত নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে) দেখি কেউ এসেছে বোধ হয়

স্টেলা : হ্যাঁ দেখো।

[ইউনিস রান্নাঘরে ঢোকে]

ব্লাঁশ : (চাপা উত্তেজনায় কঠিনভাবে)

কে জানে আমার জন্য কেউ এলো কিনা !

[দরজার কাছে কিছু চাপা কথোপকথন চলে]

ইউনিস : (খুব হাসিখুশীভাবে ফিরে আসে)

কে যেন ব্লাঁশকে ডাকছে।

ব্লাঁশ : তা হলে আমার জন্য কেউ এসেছে।

[সে ভীতভাবে একজনের মুখের দিক থেকে আরেকজনের মুখের দিকে তাকায়। তারপর তাকায় পর্দার দিকে। 'ভারস্যুভিয়ানা' মৃদুস্বরে বাজতে থাকে।]

ইনি কি ডালাসের সেই ভদ্রলোক যিনি আসবেন বলে আমি অপেক্ষা করে আছি ?

ইউনিস : আমার মনে হয়, তিনিই।

ব্লাঁশ : আমি এখনও পুরো তৈরী হইনি।

স্টেলা : ওকে একটু বাইরে অপেক্ষা করতে বল।

ব্লাঁশ : আমি......

[ইউনিস পর্দার কাছে পিছিয়ে যায়। খুব মৃদু ভাবে ড্রাম বাজে]

স্টেলা : সব গোছানো হয়ে গেছে ?

ব্লাঁশ : আমার প্রসাধনের রূপোর জিনিসগুলো এখনও বাইরে রয়ে গেছে।

স্টেলা : ওহ্ তাই তো !

ইউনিস : (ফিরে এসে)

ওরা বাড়ীর সামনে অপেক্ষা করছেন।

ব্লাঁশ : ওঁরা ? ওঁরা মানে ?

ইউনিস : ওঁর সঙ্গে একজন ভদ্রমহিলাও আছেন।

ব্লাঁশ : আমি তো ভেবে পাচ্ছি না এই 'ভদ্রমহিলা' আবার কে ! তার পোশাক কি রকম ?

ইউনিস : এই—মানে, এই আর কি—মানে নিতান্ত সাধারণ পোশাক।

ব্লাঁশ : তা হলে বোধ হয় সে—(তার স্বর স্তব্ধ হয়ে আসে)

স্টেলা : এখন কি যাবে ?

ব্লাঁশ : ঐ ঘরের মধ্যে দিয়ে কি না গেলেই নয় ?

স্টেলা : আমি তোমার সঙ্গে যাব।

ব্লাঁশ : আমাকে কেমন দেখাচ্ছে ?

স্টেলা : অপরূপ।

ইউনিস : (প্রতিধ্বনি করে) অপরূপ।

[ব্লাঁশ ভীতভাবে পর্দার দিকে এগিয়ে যায়। ইউনিস তার যাবার জন্য পর্দা টেনে ধরে। ব্লাঁশ রান্নাঘরে ঢোকে।]

ব্লাঁশ : (পুরুষদের লক্ষ্য করে) দয়া করে উঠবেন না। আমি শুধু এখান দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছি।

[সে দ্রুতপায়ে বাইরের দরজার কাছে যায়। স্টেলা ও ইউনিস অনুসরণ করে। মিচ্ ছাড়া অন্য পোকার খেলুড়েরা টেবিলের কাছে বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকে। মিচ্ নত মস্তকে টেবিলের দিকে

তাকিয়ে বসেই থাকে। ব্লাঁশ দরজার পাশের ছোট বারান্দায় যায়। তারপর হঠাৎ রুদ্ধশ্বাসে থমকে দাঁড়ায়।]

ডাক্তার : কেমন আছেন ?

ব্লাঁশ : আমি যাঁকে আশা করছি আপনি তো তিনি নন। (তারপর হঠাৎ হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে স্টেলার কাছে গিয়ে থামে! স্টেলা বাইরের দরজার ঠিক পাশেই দাঁড়ানো। ব্লাঁশ ভীতভাবে তাকে ফিস্‌ফিস্ করে বলে) ঐ লোকটা শেপ হাণ্টলে নয়।

[দূরে 'ভারস্যুভিয়ানা' বাজছে।]

[স্টেলা ব্লাঁশের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। ইউনিস তার হাত ধরে আছে। কিছুক্ষণের জন্য চারিদিক নিস্তব্ধ—কেবল মাত্র স্ট্যানলির তাস ভাঁজার শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।]

[ব্লাঁশ আবার রুদ্ধশ্বাসে বাড়ীর ভেতর ঢুকে যায়। বাড়ীতে ঢোকবার সময় তার মুখে একটা অদ্ভুত হাসি লেগে থাকে। তার দৃষ্টি উজ্জ্বল ও নেত্র বিস্ফারিত! ব্লাঁশ তার পাশ দিয়ে পার হয়ে যাওয়া মাত্র স্টেলা চোখ বন্ধ করে, হাত শক্ত ক'রে মুঠি করে। ইউনিস তাকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেয়। স্টেলা তারপর তার ঘরের দিকে যেতে থাকে। ব্লাঁশ ভেতরে ঢুকে দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। মিচ্ টেবিলের ওপর দু'হাত রেখে একদৃষ্টে তার হাতের দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু অন্যরা ব্লাঁশের দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। অবশেষে সে টেবিলের পাশ দিয়ে ঘুরে শোবার ঘরের দিকে যেতে থাকে। স্ট্যানলি তখন এমনভাবে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ায় মনে হয় যেন তাকে বাধা দেবে। নার্স'টি তার পেছন পেছন ফ্ল্যাটে ঢোকে]

স্ট্যানলি : কিছু কি ভুলে ফেলে গেছ ?

[তীক্ষ্ণকণ্ঠে]

ব্লাঁশ : হ্যাঁ হ্যাঁ, ভুলে ফেলে গেছি।

[সে দৌড়ে স্ট্যানলির পাশ দিয়ে শোবার ঘরে ঢোকে। দেয়ালে অদ্ভুতাকৃতি আঁকাবাঁকা নানা রকম প্রতিবিম্ব দেখা যায়। 'ভারস্যুভিয়ানা' বিকৃত ভৌতিক সুরে বাজতে থাকে সেই সাথে শোনা যায় জঙ্গলের জীবজন্তুর চিৎকার। ব্লাঁশ একটা চেয়ারের পেছন এমনভাবে আঁকড়ে ধরে মনে হয় যেন আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে।]

স্ট্যানলি : (জনান্তিকে) ডাক্তার আপনি বরঞ্চ ভেতরে যান।

ডাক্তার : (জনান্তিকে, নার্সকে ইঙ্গিত করেন) নার্স, ওঁকে বার করে নিয়ে আসুন।

[নার্স'টি একপাশ দিয়ে ঢোকে স্ট্যানলি অন্য পাশ দিয়ে। নারীসুলভ সকল কমনীয়তা থেকে বঞ্চিত নার্স'টিকে তার কঠিন পোশাকে কেমন যেন অলক্ষুণে দেখায়। তার কণ্ঠস্বর উচ্চ এবং তাতে সুরের রেশমাত্র নেই, অনেকটা যেন দমকল বাহিনীর গাড়ীর সাইরেনের মত।]

নার্স : হ্যালো ব্লাঁশ।

[এই কথাটাই মনে হয় যেন কোন গিরিখাতে প্রতিহত হয়ে দেয়ালের আড়াল থেকে নানা রকম ভৌতিক কণ্ঠে ধ্বনিত এবং প্রতিধ্বনিত হতে থাকে]

স্ট্যানলি : উনি বলছেন উনি নাকি কি একটা ভুলে ফেলে গেছেন।

[এই কথাটিরও নানা রকম ভীতিপ্রদ প্রতিধ্বনি শোনা যায়]

নার্স : ঠিক আছে।

স্ট্যানলি : কি ফেলে গেছ ব্লাঁশ ?

ব্লাঁশ : আমি—আমি—

নার্স : তাতে কিছু এসে যায় না। আমরা পরে এসে নিয়ে যেতে পারবো।

স্ট্যানলি : হ্যাঁ নিশ্চয়ই। আমরা ট্রাঙ্কের সঙ্গে পরেও পাঠিয়ে দিতে পারি।

ব্লাঁশ : (আতঙ্কে পিছিয়ে গিয়ে)

আমি তোমাকে চিনি না—আমি তোমাকে চিনি না। আমাকে —দয়া করে—একটু একলা থাকতে দাও।

নার্স : সে কি ব্লাঁশ।

[প্রতিধ্বনি ওঠানামা করতে থাকে]

সে কি ব্লাঁশ—সে কি ব্লাঁশ—সে কি ব্লাঁশ।

স্ট্যানলি : এখানে মেঝেতে পাউডার আর পুরোনো সুরভির শিশি ছাড়া আর তো কিছু ফেলে যাওনি—অবশ্য তুমি হয়ত তোমার ঐ কাগজের শেডটা নিয়ে যেতে চাও। ঐ শেডটা চাও ?

[সে ড্রেসিং টেবিলের কাছে গিয়ে এক হ্যাঁচকায় শেডটা বাল্‌বের ওপর থেকে ছিঁড়ে আনে তারপর সেটা ব্লাশের দিকে এগিয়ে দেয়। ব্লাশ এমনভাবে চিৎকার করে মনে হয় তাকেই যেন কে ছিঁড়ে ফেলেছে। নার্স তার দিকে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যায়। সে উচ্চ স্বরে চিৎকার করে নার্সের পাশ দিয়ে চলে যেতে চেষ্টা করে। পুরুষেরা সবাই লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে যায়। স্টেলা দৌড়ে বারান্দায় যায়। ইউনিস তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য তার পেছন পেছন যায়। রান্নাঘরে পুরুষ মানুষদের কিছু গোলমেলে আওয়াজ শোনা যায়। স্টেলা দৌড়ে গিয়ে ইউনিসের বুকে আশ্রয় নেয়]

স্টেলা : হায় ঈশ্বর। ইউনিস আমাকে সাহায্য কর। ওরা যেন ওকে ওরকম না করে, ওরা যেন ওকে ব্যথা না দেয়। হা ঈশ্বর, দয়া কর ঈশ্বর, ওকে ব্যথা দিও না! ওরা ওকে কি করছে ? ওরা কি করছে ?

[সে ইউনিসের হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে]

ইউনিস : না লক্ষ্মীটি, না, না, লক্ষ্মীটি, এখানে থাকো। ওখানে যেও না। আমার কাছে থাকো, ওদিকে তাকিও না।

স্টেলা : আমার বোনকে এ আমি কি করলাম ? হে ঈশ্বর, আমার বোনকে এ আমি কি করলাম ?

ইউনিস : তুমি ঠিকই করেছো, এ ছাড়া আর কিছু করার উপায় ছিল না। ওর এখানে থাকা সম্ভব নয়, অথচ অন্য কোথাও যাবারও জায়গা নেই।

[স্টেলা ও ইউনিস যখন কথা বলতে থাকে রান্নাঘর থেকে পুরুষ মানুষদের কথা ভেসে আসে। মিচ্ শোবার ঘরের দিকে যেতে থাকে। স্ট্যানলি তাকে বাধা দেবার জন্য এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়ায়। তারপর সে মিচ্‌কে ধাক্কা দিয়ে একপাশে সরিয়ে দেয়। মিচ্ হঠাৎ ঝাঁপ দিয়ে পড়ে স্ট্যানলিকে আঘাত করে। স্ট্যানলি

তাকে ধাক্কা দিয়ে পেছন দিকে ঠেলে দেয়। মিচ্ টেবিলের ওপর কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।]

[যখন উপরোক্ত ঘটনা ঘটে নার্স তখন ব্ল্যাঁশের হাত চেপে ধরে তার পলায়নে বাধা দেয়। ব্ল্যাঁশ উন্মাদের মত তারদিকে ফিরে তাকে আঁচড়াতে থাকে খামচাতে থাকে। নার্স তার দুই বাহু চেপে ধরে তাকে আটকে রাখে। ব্ল্যাঁশ ভাঙ্গা গলায় চিৎকার করে ওঠে তারপর হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে।]

নার্স : এর নখগুলো কাটতে হবে, (ডাক্তার ঘরে ঢোকেন। নার্স তার দিকে তাকিয়ে বলে) ডক্টর, জ্যাকেট দেবো ?

ডাক্তার : প্রয়োজন না হলে দিও না।

[ডাক্তার টুপি খুলে ফেলেন। এখন তাঁকে অনেকটা সাধারণ মানুষের মত মনে হয়। এতক্ষণের অমানবিক ভাবটা চলে যায়। তিনি এগিয়ে গিয়ে ব্ল্যাঁশের সামনে গিয়ে নিচু হয়ে বসে কথা বলেন। তাঁর গলার স্বর নম্র এবং প্রত্যয় উৎপাদনকারী। ডাক্তার যখন ব্ল্যাঁশের নাম ধরে ডাকেন, তার আতঙ্ক কিছুটা দূরীভূত হয়। দেয়াল থেকে ভয়ঙ্কর প্রতিবিম্বগুলো ক্রমশঃ মিলিয়ে যায়, জীবজন্তুর চিৎকার ও এখন আর শোনা যায় না, ব্ল্যাঁশও কান্না থামিয়ে ক্রমশঃ শান্ত হয়।]

ডাক্তার : মিস্ দ্যুবোয়া ?

[ব্ল্যাঁশ তার দিকে মুখ ফিরিয়ে গভীর অনুনয়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ডাক্তার একটু স্মিত হাসি হাসেন তারপর নর্সকে বলেন।]

ওটার দরকার হবে না।

ব্ল্যাঁশ : (মৃদু স্বরে দুর্বলভাবে) ওকে বলুন আমাকে ছেড়ে দিতে।

ডাক্তার : (নার্সকে) ছেড়ে দিন।

[নার্স হাত ছেড়ে দেয়। ব্ল্যাঁশ ডাক্তারের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। ডাক্তার তার হাত ধরে তাকে আস্তে আস্তে যত্নের সঙ্গে ওঠান তারপর নিজের বাহুর আশ্রয়ে তাকে নিয়ে পর্দার ফাঁক দিয়ে বার হয়ে যান।]

ব্ল্যাঁশ : (ডাক্তারের বাহু আঁকড়ে ধরে)

আপনি যেই হন—আমি সব সময়ই অপরিচিত ব্যক্তির দয়ার ওপর নির্ভর করেছি।

[ডাক্তার যখন ব্ল্যাঁশকে নিয়ে রান্নাঘর পার হয়ে সামনের দরজার দিকে যায় তখন পোকার খেলুড়েরা একটু পিছিয়ে সরে দাঁড়ায়। ব্ল্যাঁশ ডাক্তারকে এমনভাবে তাকে চালিত করতে দেয় মনে হয় সে যেন অন্ধ। তারা যখন বেরিয়ে বারান্দায় যায়, স্টেলা ওপরের সিঁড়িতে যেখানে উপুড় হয়ে পড়েছিল সেখান থেকে চিৎকার করে বোনের নাম ধরে ডাকে]

স্টেলা : ব্ল্যাঁশ ! ব্ল্যাঁশ, ব্ল্যাঁশ !

[ব্ল্যাঁশ ফিরে তাকায় না। ডাক্তার আর নার্স তাকে অনুসরণ করে। তারা বাড়ীর পাশ দিয়ে মোড়ের দিকে চলে যায়।]
[ইউনিস সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে স্টেলার কোলে বাচ্চাকে দেয়। বাচ্চার গায়ে হাল্কা নীল রং-এর কম্বল জড়ানো। স্টেলা কাঁদতে কাঁদতে বাচ্চাকে কোলে নেয়। ইউনিস নিচে নেমে রান্নাঘরে ঢোকে। সেখানে স্ট্যানলি বাদে আর সবাই নীরবে টেবিলের চার ধারে যার যার জায়গায় ফিরে আসে। স্ট্যানলি বাইরে বেরিয়ে সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে স্টেলার দিকে তাকিয়ে থাকে।]

স্ট্যানলি : (কিছুটা অনিশ্চিতভাবে) স্টেলা ?

স্টেলা : [পারিপার্শ্বিক ভুলে গিয়ে অসম্ভব রকম কাঁদতে থাকে। তার বোন চলে যাওয়ায় সে যেন এখন কান্নার কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে প্রাণভরে কেঁদে নিচ্ছে।]

স্ট্যানলি : এসো লক্ষ্মী, এসো লক্ষ্মীটি এসো আমার আদর, আদর আমার—

[সে স্টেলার পাশে নতজানু হয়ে বসে, তারপর তার হাতের আঙুলগুলো স্টেলার গাত্রাবাসের অন্তরালে হারিয়ে যায়]

এসো, এসো, আমার আদর, আমার আদর

[ক্রমবর্ধমান ব্লু পিয়ানোর বাক্সের আড়ালে কান্নার প্রাচুর্য, বাসনার গুঞ্জন, ক্রমশঃ মিলিয়ে যায়।]

স্টিভ : এবারের খেলা

"সেভেন কার্ড স্টাড্।"

[যবনিকা]